ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

জন অভিযোগ নিষ্পত্তি

সুশাসনের সারকথা অভিযোগ সুরাহায় সার্থক ব্যবস্থা
কে. ভি. ইপেন

জন অভিযোগের প্রতিবিধান : প্রশাসনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ
ডলি অরোরা

প্রশাসনের তিন ইষ্টমন্ত্র : জবাবদিহি, দায়িত্ব, স্বচ্ছতা
উদয় এস. মেটা, সিদ্ধার্থ নারায়ণ

বিশেষ নিবন্ধ
বৈদ্যুতিন-প্রশাসন মারফত জন অভিযোগ সুরাহা
ড. যোগেশ সুরি, দেশগৌরব সেখরি

ফোকাস
অভিযোগ নিষ্পত্তি : মেয়েদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ
ভি. আমুথাভাল্লি

অন্যান্য নিবন্ধ
স্বচ্ছ ভারত : অভ্যাস বদলে জনসংযোগই চাবিকাঠি
পরমেশ্বরণ আইয়ার

৪২তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রকাশন বিভাগের নতুন বাংলা বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

বিক্রয়কেন্দ্র :
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০০৬৯
(এসপ্ল্যানেড পোস্ট
অফিসের পাশে)

৩১ জানুয়ারি প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক ড. সাধনা রাউত বইমেলায় বাংলা বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করছেন

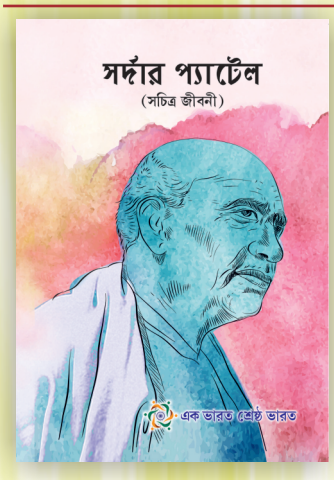

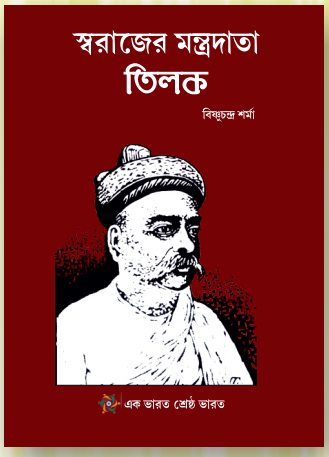

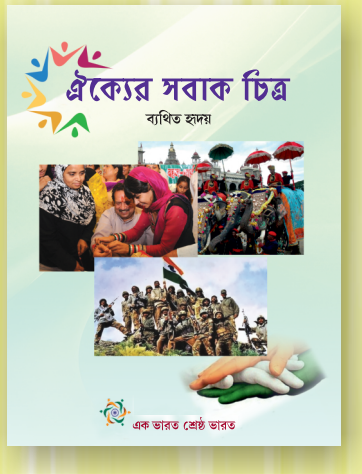

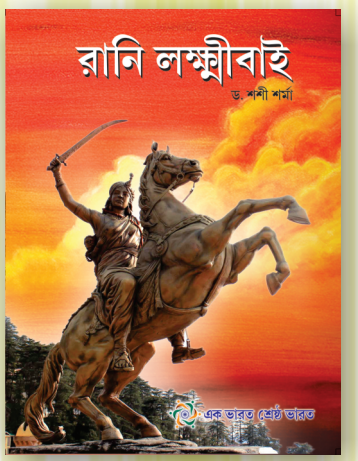

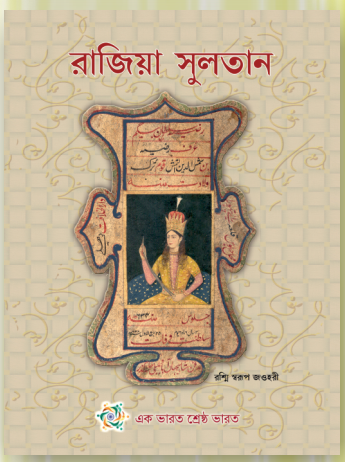

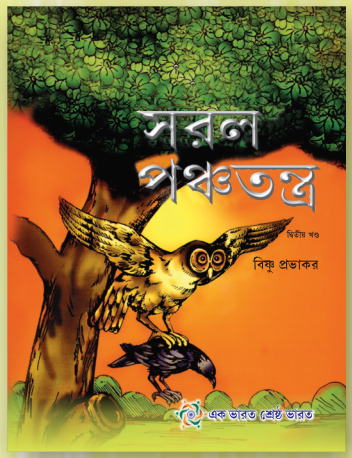

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-৮০৩০/৬৬৯৬/২৫৭৬ ই-মেল : kolkatase.dpd@gmail.com
@DPD_India www.facebook.com/KolkataPublicationsDivsion
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in অনলাইনে কিনুন www.bharatkosh.gov.in থেকে

ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- সুশাসনের সারকথা অভিযোগ সুরাহারায় সার্থক ব্যবস্থা — কে. ভি. ইপেন — ৫
- জন অভিযোগের প্রতিবিধান : প্রশাসনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ — ডলি অরোরা — ৮
- প্রশাসনের তিন ইষ্টমন্ত্র : জবাবদিহি, দায়িত্ব, স্বচ্ছতা — উদয় এস. মেটা, সিদ্ধার্থ নারায়ণ — ১২
- নাগরিক সনদ নিয়ে আর গড়িমসি নয় — মীনা নায়ার — ১৫
- জন অভিযোগ সুরাহায় তথ্যের অধিকার আইন অন্যতম হাতিয়ার — দেবজ্যোতি চন্দ — ১৮
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্ষোভ-অভিযোগ মেটানো জরুরি — ড. সঞ্জীব কুমার — ২০

বিশেষ নিবন্ধ

- বৈদ্যুতিন-প্রশাসন মারফত জন অভিযোগ সুরাহা — ড. যোগেশ সুরি, দেশগৌরব সেখরি — ২৫

ফোকাস

- অভিযোগ নিষ্পত্তি : মেয়েদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ — ভি. আমুথাভাল্লি — ২৮

অন্যান্য নিবন্ধ

- স্বচ্ছ ভারত : অভ্যাস বদলে জনসংযোগই চাবিকাঠি — পরমেশ্বরণ আইয়ার — ৩১
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অর্থসংস্থান : নতুন প্রস্তাবনা — কবিতা সিং — ৩৫
- বস্ত্র শিল্পে পণ্য ও পরিষেবা করের প্রভাব — সি. চিন্নাপা — ৩৮
- আধুনিক কৃষির ক্ষতিকর প্রভাবে পরিবেশের দূষণ — ড. সিতাংশু সরকার — ৪২

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো — ৪৮
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৪৯
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৫০
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৫২
- যোজনা কলাম — সংকলন : যোজনা ব্যুরো — ৬৪
- উন্নয়নের রূপরেখা — —ওই— — ৬৬

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

অভিযোগ নিষ্পত্তির রাস্তার খোঁজে

বিদ্যুৎ মাশুলের এক বিশাল লম্বা-চওড়া বিল হাতে আসার পর যারপরনাই অবাক হয়ে ছুটে গেলেন ইলেক্ট্রিসিটি অফিসে। কিন্তু সদুত্তর মেলা তো দূরের কথা, বরং সেখানকার কর্মীদের কাছ থেকে বেশ দুর্ব্যবহার সহ্য করে খালি হাতেই ফিরতে হল আপনাকে। অথবা মোবাইলে কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ পর পর হঠাৎ করে ফোন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু জানা নেই এর সুরাহা পেতে নালিশটা ঠিক কার কাছে জানাতে হবে। আবার হয়তো কোনও সম্পত্তির মালিকানা বদলে নিজের নামে করতে চান, আর তা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির দরজায় দরজায় ঘুরে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে গেলেও কাজ কিন্তু কিছুতেই এগোচ্ছে না। কম-বেশি আমাদের মধ্যে সকলেই নিজেদের জীবনে দু'-চার বার এমন সমস্যা বা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, যার নিরসন বা নিষ্পত্তির দায়ভার বর্তায় কোনও সরকারি আধিকারিক বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর। এবং এইসব ক্ষেত্রেই যখনই কেউ সমস্যার সুরাহা, বা এমন কি সামান্য একটা সদুত্তর চেয়েছেন, সেই কথাগুলো ঠিকমতো শোনার সৌজন্য তথা ধৈর্যটুকুও কেউ দেখাননি।

কোনও ব্যবস্থাই একশো শতাংশ যথাযথ হতে পারে না। সব সময়ই তাতে কিছু-না-কিছু ফাঁকফোকর থেকেই যায়। যাহোক এসব ত্রুটিবিচ্যুতি যখন সাধারণ মানুষের মৌলিক স্বার্থের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তখন নিজের অভিযোগের সুরাহা পাওয়ার আইনসম্মত বৈধ দাবি জন্মায় তাদের। কোনও ব্যবস্থা বা সিস্টেম কতদূর সুষ্ঠু, তা যাচাই করে দেখার এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় অভিযোগকারী উপভোক্তা। সেই কারণেই জন অভিযোগ নিষ্পত্তিকে যেকোনও সুষ্ঠুভাবে চালিত গণতান্ত্রিক প্রশাসনের ভিত্তিপ্রস্তর বলা হয়ে থাকে।

আমাদের সংবিধান দেশের নাগরিকদের জন্য বহুবিধ অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। তা সত্ত্বেও জনসাধারণের নিত্যদিনের অভিযোগের যথাযথ সুরাহা করতে সক্ষম, এমন এক সুষ্ঠু কার্যকরী ব্যবস্থার সংস্থানের অভাব এখনও রয়েই গেছে। আর আজকের দিনে সেটাই হচ্ছে ভারতীয় প্রশাসনের অন্যতম দুর্বলতা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন সরকার সুপ্রশাসনের অঙ্গ হিসাবে আমজনতার অভিযোগ সুরাহার উদ্যোগে যথেষ্ট সচেষ্ট। অভিযোগ সুরাহার একেবারে প্রথম দিকের উদ্যোগগুলির মধ্যে অন্যতম হল ১৯৯৪ সালে লাগু হওয়া নাগরিক সনদ (Citizen's Charter)। প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ বা DARPG (Department of Administrative Reforms & Public Grievances) যেভাবে রূপরেখা তৈরি করেছে, তাতে করে প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত ভিসন ও মিশন, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপত্রের বিশদ খুঁটিনাটি এবং কীভাবে তার নাগাল পাওয়া যাবে, সেসবই নাগরিক সনদের বিভিন্ন খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক হল বহু প্রতিষ্ঠানে নাগরিক সনদ কেবল সিন্দুকে তুলে রাখা নথি হিসাবেই রয়ে গেছে। আর উপভোক্তারাও যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন।

ভারতে ২০০৫ সালে লাগু হয় তথ্যের অধিকার আইন বা RTI (Right to Information Act)। জন অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থাপত্রের ক্ষেত্রে RTI ইতোমধ্যেই এক যুগান্তকারী সংস্কার হিসাবে প্রমাণিত তথা সমাদৃত। কারণ, এক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগের সুরাহাকে ওই ইস্যুর সঙ্গে জড়িত নির্দিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের অবশ্যকর্তব্য তথা দায়বদ্ধতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে, তাতে অপারগ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের জরিমানার সংস্থানও রাখা হয়েছে। ফলত, সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বা প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগটির নিষ্পত্তি করতে বাধ্য থাকছে, অন্যদিকে তেমনি কমছে দুর্নীতির সম্ভাবনাও। কারণ, অভিযোগকারী এক্ষেত্রে সরকারি ফাইলপত্রে কী নোট দেওয়া হয়েছে তা সমেত ইস্যুটির বিষয়ে যাবতীয় নথিপত্রের নাগাল পাচ্ছেন তথা জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকার মতো চাপ তৈরি হচ্ছে।

আমাদের দেশে ই-প্রশাসন বা বৈদ্যুতিন প্রশাসন এবং ন্যূনতম আকারের সরকারের মাধ্যমে সর্বোত্তম মান ও পরিসরের প্রশাসনের বন্দোবস্তের ধারণা ক্রমশঃ বেশি করে সমাদৃত হচ্ছে। সেই সূত্রেই নজর দেওয়া হচ্ছে ওয়েব এবং মোবাইল-নির্ভর অভিযোগ সুরাহা মঞ্চ গঠনের প্রতি। সাম্প্রতিক সময়ে এধরনের বেশ কয়েকটি ব্যবস্থাপত্র চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কেন্দ্রীয়ভাবে জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারির জন্য CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System)। DARPG বা প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগের তরফে শুরু করা এই ওয়েব-নির্ভর জন অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থাপত্রটি বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের সঙ্গে জড়িত অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। এছাড়া আমজনতার অভাব-অভিযোগের সুরাহায় তথা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের উপর নজরদারি চালাতে PRAGATI (Pro-Active Government And Timely Implementation) নামক পারস্পরিক মতামত আদান-প্রদান মঞ্চ হিসাবে একটি ব্যবস্থাপত্র চালু করা হয়েছে। তা বাদে নাগরিকদের শামিল করে রয়েছে MyGov নামক মঞ্চ, কর সংক্রান্ত অভিযোগের নিরসনের জন্য e-Nivaran নামক একটি পেপারওয়ার্কবিহীন ব্যবস্থা ইত্যাদি। টেলি-যোগাযোগ (TRAI), ব্যাঙ্কিং (লোকপাল), স্বাস্থ্য পরিষেবা (MCI) ইত্যাদির মতো বিভিন্ন পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগের সুরাহায় বিবিধ নিয়ামক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে।

মহিলারা হচ্ছেন জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি অসুরক্ষিত অংশভাক, যারা পরিবারের মধ্যে তথা কর্মস্থলেও নির্যাতন ও শোষণের শিকার হন প্রায়শই। গার্হস্থ্য হিংসা ও পরিবারের মধ্যে তথা কর্মস্থলে নির্যাতন ও শোষণের হাত থেকে মহিলাদের সুরক্ষা জোগাতে একগুচ্ছ আইন বলবৎ হয়েছে বটে। যেমন, কি না, ২০১৩ সালের কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হেনস্থা আইন (Sexual Harrassment of Women at Workplace Act, 2013), ১৯৬১ সালে পণ নিষেধ আইন (Dowry Prohibition Act, 1961), ২০০৫ সালের গার্হস্থ্য হিংসা আইন (Domestic Violence Act, 2005)। তা সত্ত্বেও মেয়েরা সেই সব আইনের সুফললাভ থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। এই ইস্যুটির সুরাহায় সরকার তাই সম্প্রতি চালু করেছে SHe-Box (Sexual Harrassment Electronic Box), এমন এক এক-জানালা ব্যবস্থা, যেখানে যেকোনও মহিলা যেকোনও ধরনের হেনস্থার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে পারবেন।

সমস্ত নীতি ও কার্যকলাপের জন্যই সরকার দেশের নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। গণতন্ত্রের এটাই কেন্দ্রীয় ভাবধারা। কেবলমাত্র একটি কর্মদক্ষ ও দায়বদ্ধ জন অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থাপনাই নাগরিকদের মনে আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে সক্ষম। তথা এটা যে জনগণের জন্য জনগণের সরকার, সেই নিশ্চয়তাও জোগাতে সক্ষম।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সুশাসনের সারকথা অভিযোগ সুরাহায় সার্থক ব্যবস্থা

কে. ভি. ইপেন

এটা মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষের ক্ষোভ-অভিযোগের সুরাহা সহানুভূতিশীল প্রশাসনের এক খুব উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। কোনও সংস্থার অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থা তার কর্মদক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের এক হাতিয়ার; কারণ, প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত মেলে এর মারফত। নালিশ জানিয়ে মানুষকে তার প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ দিতে ভারত সরকার গড়েছে ইন্টারনেট ভিত্তিক কেন্দ্রীভূত, 'কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থা' (সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভান্সেস রিড্রেস অ্যান্ড মনিটরিং সিসটেম)। প্ল্যাটফর্ম ভিত্তিক ওয়েব প্রযুক্তিসম্পন্ন এই ব্যবস্থার লক্ষ্য মানুষ যেন যেকোনও জায়গা থেকে, যেকোনও সময় যেকোনও মন্ত্রক/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ পেশ করতে পারে।

সুশাসন হল দেশের উন্নতির মূল উপায়। গোটা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ এবং আরও কর্মক্ষম করতে সরকারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সহজসরল করার লক্ষ্যে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়া, মানুষের জন্য অনলাইন পরিষেবার পরিসর ক্রমাগত বাড়ানোটা হচ্ছে এক দক্ষ ও কার্যকর সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ, এর সুবাদে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আসে এবং সমতাভিত্তিক বিকাশ উৎসাহ পায়। প্রযুক্তি তাই যুগপৎ নাগরিকদের জন্য ক্ষমতা বাড়ানোর হাতিয়ার ও সরকারের পক্ষে দায়বদ্ধতার পরিমাপক। এছাড়া, মনে রাখা দরকার যে, প্রধানমন্ত্রীর দর্শন হল "ন্যূনতম সরকার ও সর্বাধিক প্রশাসন", অর্থাৎ সরকারি কেতাকানুনের বোঝা কমানো ও জনমুখী, দায়বদ্ধ প্রশাসনে গুরুত্বদান।

সেইসঙ্গে, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এবং ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির গুণাগুণকে ব্যবহার করা ছাড়াও, এটা মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষের ক্ষোভ-অভিযোগের সুরাহা একইভাবে সহানুভূতিশীল প্রশাসনের এক খুব উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। কোনও সংস্থার অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থা তার কর্মদক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের এক হাতিয়ার; কারণ, প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত মেলে এর মারফত। নালিশ জানিয়ে মানুষকে তার প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ দিতে ভারত সরকার গড়েছে ইন্টারনেট ভিত্তিক কেন্দ্রীভূত, 'কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থা' (সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভান্সেস রিড্রেস অ্যান্ড মনিটরিং সিসটেম)। প্ল্যাটফর্ম ভিত্তিক ওয়েব প্রযুক্তিসম্পন্ন এই ব্যবস্থার লক্ষ্য মানুষ যেন যেকোনও জায়গা থেকে, যেকোনও সময় যেকোনও মন্ত্রক/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ পেশ করতে পারে। অভিযোগ জানানোর পর একটি রেজিস্ট্রি নম্বর মেলে। নম্বরটির মাধ্যমে অভিযোগ মেটানো নিয়ে কতটা কী কাজ এগোলো, পাওয়া যায় তার খোঁজখবর। হাতে হাতে জমা দেওয়া অভিযোগও ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থায় আপলোড করা হয়। অভিযোগের ব্যাপারে গৃহীত প্রতিবিধান মন্ত্রক বা দপ্তর এতে আপলোড করে রেজিস্ট্রি নম্বরের সাহায্য নিয়ে, মানুষ তা অনলাইন দেখে নিতে পারে।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে বিচারাধীন বা আদালতের রায় দেওয়া হয়ে গেছে এমন কোনও ইস্যু এই অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থার আওতায় পড়ে না। এছাড়া, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিবাদ, তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়, দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বা অন্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোনও কিছু এবং উপদেশ অথবা পরামর্শমূলক লেখালেখি এর এক্তিয়ারের বাইরে পড়ে।

[লেখক প্রশাসন সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগের সচিব। ই-মেল : secy-arpg@nic.in]

ভারতে জন অভিযোগ ব্যবস্থা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন অভিযোগ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, জন অভিযোগ নির্দেশালয় (মন্ত্রিসভা সচিবালয়), প্রশাসন সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ এবং সেইসঙ্গে পেনশন প্রাপকদের পোর্টালকে কেন্দ্রীভূত, 'কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থা' মারফত যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, এসব জায়গায় পেশ করা অভিযোগ কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, দপ্তর ও রাজ্য সরকারের কাছে অনলাইন হস্তান্তর করা যাবে।

প্রশাসন সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ হচ্ছে জন অভিযোগের জন্য নীতি প্রণয়ন, নজরদারি ও সমন্বয়ের জন্য নির্দিষ্ট দপ্তর। দপ্তর ক্ষমতা পেয়েছে 'অ্যালোকেশন অব বিজনেস রুলস, ১৯৬১' থেকে। এই বিধি দপ্তরকে : (ক) সাধারণভাবে জন অভিযোগ ফয়সালা ও (খ) কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে অভিযোগ সংক্রান্ত কাজকর্মের দায়িত্ব দিয়েছে। বিধিতে বলা হয়েছে, মন্ত্রক ও দপ্তরগুলি অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে।

জন অভিযোগের জন্য প্রতিটি মন্ত্রক/দপ্তরে আছে নোডাল অফিসার। মন্ত্রক/দপ্তরে অভ্যন্তরীণ কাজ বণ্টনের তালিকা মাফিক জন অভিযোগ ফয়সালার দায়িত্ব থাকে বিভিন্ন আধিকারিকের হাতে। প্রতিটি মন্ত্রক/দপ্তরে জন অভিযোগের বিষয়টি দেখভালের জন্য একজন ডিরেক্টর থাকা উচিত। মানুষ তার কাছে ক্ষোভ-অভিযোগ জানাতে পারে। অভিযোগ পেশ করার দিন ফি বুধবার। কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থায় থাকে একটি ড্যাশবোর্ড। মন্ত্রক/দপ্তরের প্রধানরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তাদের মন্ত্রক/দপ্তর এবং অধীনস্থ সংস্থায় কত সংখ্যক অভিযোগ এখনও ঝুলে আছে।

খোদ প্রধানমন্ত্রীও এক বা একাধিক মন্ত্রক/দপ্তরে জমা পড়া জন অভিযোগ পর্যালোচনা করেন এবং সেব্যাপারে নজর রাখেন।

সারণি-১

বছর	অভিযোগ	ফয়সালা	ফয়সালা শতাংশ
২০১৫	১,০৪,৯৭৫১	৭৯৭৪৫৩	৭৬
২০১৬	১৪৭৯৮৬২	১২২৯৪২৮	৮৩
২০১৭ (নভেম্বর পর্যন্ত)	১৭২৮১৯৪	১৬০১৫৪৪	৯৩

উৎস : কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থা : তথ্য

নিষ্পত্তির হার

গত তিন বছরে, মোট অভিযোগের সংখ্যা বেড়েছে। সেইসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে বৃদ্ধি পেয়েছে অভিযোগ মীমাংসার হারও। কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে গত ৩ ক্যালেন্ডার বছরে এই ফয়সালার হার (গত বছরের বকেয়া ধরে) সারণি-১-এ পেশ করা হল।

কিছু রাজ্যের নিজস্ব অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আছে। এক একক নিখিল ভারত জন অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থা গড়তে, আমাদের মতে, রাজ্য জন অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থাগুলিকেও কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় রাজ্য সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়লে, তখন তা এক সমন্বিত ও কার্যকরভাবে মেটানো যাবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার বিষয়ক অভিযোগ পেশ হলে, তা ফয়সালার জন্য পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে এবং কেন্দ্র সেক্ষেত্রে নজরদারি করে না। এপর্যন্ত হরিয়ানা, ওড়িশা, রাজস্থান, মিজোরাম, মেঘালয়, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব ও পুদুচেরি, এই ন'টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্থানীয় ভাষার ইন্টারফেস-সহ কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

বিকাশ

কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থার এক নতুন, পরিমার্জিত, আরও বেশি নাগরিক-বান্ধব সংস্করণ আসছে। এতে থাকবে মন্ত্রক/দপ্তরগুলির মধ্যে অভিযোগের সমান্তরাল হস্তান্তর, একই ধরনের অভিযোগের এক লটে নিষ্পত্তি, অভিযোগের পুনরাবৃত্তি এড়াতে একবার রেজিস্ট্রি, অমীমাংসিত নালিশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো, স্থানীয় ভাষার ইন্টারফেস ইত্যাদি বাড়তি বৈশিষ্ট্য।

এছাড়া, নামকাওয়াস্তে ফি দিয়ে, স্থানীয় পরিষেবা কেন্দ্র মারফত লোকজন জন অভিযোগ পোর্টালে নালিশ পেশ করতে পারে। বকেয়া অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজখবর করতে টোল ফ্রি সুবিধেও চালু করা হচ্ছে। ২০১৫-র অক্টোবরে অ্যানড্রয়েড মোবাইলের মাধ্যমে অভিযোগ পেশ ও সেই অভিযোগের কী গতি হল, তা জানার জন্য এক মোবাইল অ্যাপ কাজ শুরু করে। জন অভিযোগ পোর্টাল থেকে তা ডাউনলোড করা যায়। অন্য আরও কিছু সুযোগসুবিধে বিশিষ্ট এই মোবাইল অ্যাপ তৈরি হয়েছে, যা কি না আরও ব্যবহারকারী-বান্ধব। এটা যুক্ত করা হয়েছে ইউনিফায়েড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ফর নিউ-এজ গভর্ন্যান্স-এর সঙ্গে।

অভিযোগ বিশ্লেষণ

জন অভিযোগ নিয়মিত খতিয়ে দেখা হল জন অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থা ঠিকঠাক কার্যকর করার এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর ফলে সমস্যার দিকগুলি চিহ্নিত করে নীতি ও পদ্ধতি সংশোধনের কাজ সহজ হবে। সবসময় লক্ষ্য থাকে যাতে পরিষেবা সহজে ও সত্বর পৌঁছে দেওয়া যায়। জন অভিযোগের হেতু যতদূর সম্ভব কমানোর জন্য, পদ্ধতিগত রদবদল আনতে, চাই প্রচলিত নীতি/পদ্ধতির পর্যালোচনা।

একথা মনে রেখে, কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরক্ষা ও নজরদারি ব্যবস্থার পোর্টালের তালিকায় সবচেয়ে বেশি নালিশ আসে যে ২০-টি মন্ত্রক/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাদের নাম পদ্ধতিগত সংস্কারের সুপারিশ, মূল কারণ খতিয়ে দেখা ও

অভিযোগপ্রবণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া অভিযোগ বিশ্লেষণ নিয়ে এক পরীক্ষা চালায়। অভিযোগ মীমাংসার কাজকর্ম আরও সুচারুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কাউন্সিলের রিপোর্টে বলা হয়, ৮১-টি সংস্কার দরকার। রিপোর্টটি যথাসময়ে পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানে। সংস্কারের কাজ দেখভালের জন্য গড়া হয়েছে এক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিভাগ (প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট)। চালু হয়েছে রেল টিকিট বাতিল বাবদ টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত, বিলিবণ্টনকারী ব্যাঙ্ক মারফত এক জানলা পেনশন, কোচ সাফসুতরো করতে যান্ত্রিক ব্যবস্থা, আয়কর রিটার্নের ই-ভেরিফিকেশন, ৫০ হাজার টাকা অবধি চটজলদি আয়কর রিফান্ডের মতো সংস্কার।

বিস্তর অভিযোগ হয়েছে এমন আরও কুড়িটি মন্ত্রক/দপ্তরের জন্যও এক অভিযোগ বিশ্লেষণ সমীক্ষা চালানো হয় এবং পদ্ধতিগত সংস্কারের সুপারিশ করে সেই সমীক্ষার প্রতিবেদন বেরোয় ২০১৭-র আগস্টে। ক্ষোভ-অভিযোগের ফিরিস্তি কমানোর জন্য এতে ১০০-টি সংস্কারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব সংস্কারসাধন ঠিকঠাক হলে সরকারি পরিষেবার মানের উন্নতি হবে।

● **সম্মান :** জন অভিযোগ ফয়সালায় অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে উৎসাহ দিতে এক সম্মান প্রকল্প চালু করেছে প্রশাসন সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ। ফি সিকি বছরে অসাধারণ কাজকর্মের তারিফ করে দেওয়া হয় শংসাপত্র (সার্টিফিকেট অব অ্যাপ্রিসিয়েশন)। মন্ত্রক/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান শুধু কত সংখ্যক অভিযোগ নিরসন করল তার ভিত্তিতে নয়, অভিযোগকারীদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়াও এর জন্য বিবেচনা করে দেখা হয়। এযাবৎ ২১-টি শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে। ২০১৬-'১৭-তে এই শংসাপত্র পায় ১২-টি মন্ত্রক/দপ্তর।

প্রশাসন সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ (DARPG)-এর তত্ত্বাবধানে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপত্র

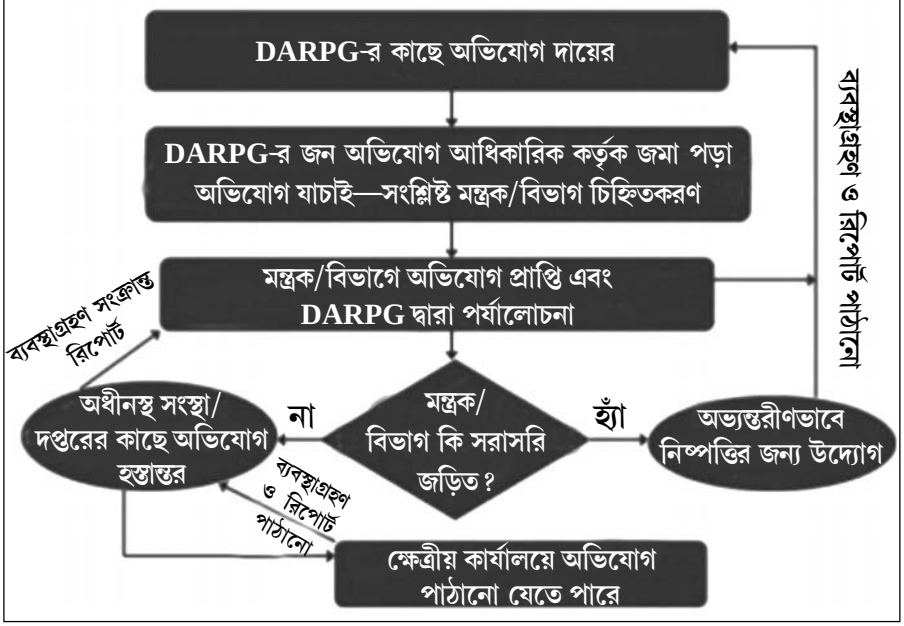

এছাড়া, অভিযোগ বেশি জমা পড়ে যাদের বিরুদ্ধে এমন ৪০-টি মন্ত্রক/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দু'মাসের বেশি ঝুলে থাকা নালিশ সত্বর মেটানোর তাগাদা দিতে ২০১৬-র ফেব্রুয়ারি থেকে একটি অভিযোগ কল সেন্টার কাজ চালাচ্ছে। মাসে ২০ থেকে ২২ হাজার কল করা হয় এই কেন্দ্র থেকে।

বকেয়া/নিষ্পত্তিতে নজরদারির জন্য প্রশাসন সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগে প্রায়শই পর্যালোচনা বৈঠক বসে। ২০১৭-এ ৫-টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে যোগ দেয় ৬৬-টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তর।

● **নাগরিক সনদ :** সুশাসনের জন্য আর এক হাতিয়ার হল নাগরিক সনদ। হচ্ছে পরিষেবার গড় মান (স্ট্যান্ডার্ড)-এর বিষয়ে আলোকপাতের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের লিখিত বয়ান বা ঘোষণা, গ্রাহকদের জন্য পছন্দের রকমসকম, অভিযোগ মেটানোর উপায় এবং অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্য। পরিষেবার গড় মান সম্বন্ধে এটি সরকারি কর্তৃপক্ষের এক গোছা অঙ্গীকার। আইন-আদালতে বলবৎযোগ্য না হলেও, এই সনদের লক্ষ্য পরিষেবার প্রতিশ্রুত গড় মান দাবি করার জন্য নাগরিক ও গ্রাহককে ক্ষমতা জোগানো এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অঙ্গীকার মাফিক কাজ না করলে তার প্রতিবিধান করা। জোগান নয়, বরং জন পরিষেবাকে চাহিদা চালিত করে তা নাগরিক কেন্দ্রিক করে তোলাতেই সনদ মূলত জোর দেয়। http://goicharter.nic.in পোর্টালে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য সরকারের নাগরিক সনদ দেখতে পাওয়া যায়।

এসব উদ্যোগের আদত লক্ষ্য হচ্ছে, সুশাসনের পথ প্রশস্ত করতে, জন অভিযোগ সত্বর ও সুচারুভাবে নিষ্পত্তি মারফত নাগরিকদের মধ্যে আস্থার প্রভাব গড়ে তোলা। সুশাসনের যুগ আনার গোড়াপত্তনটা হয়েছে, এটা খুবই আশাদায়ক। তার সঙ্গে এটা বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রশাসন ক্ষেত্রে নাগরিকদেরও একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

জন অভিযোগের প্রতিবিধান : প্রশাসনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ

ডলি অরোরা

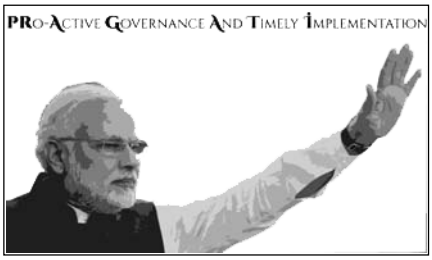

জনতার ক্ষোভ বা অভিযোগ সমস্যার ক্ষেত্রগুলিকে চিনিয়ে দেয়। পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এবং প্রশাসনের সামনে বড়ো প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়ায় তা। এর কিন্তু সদ্‌র্থক দিকও রয়েছে। জনক্ষোভ ক্রমে ধূমায়িত হয়ে যাতে ব্যাপক অশান্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে তা বুঝে নেওয়ার সুযোগ মেলে। কার্যকর সমাধানের পথ খোঁজার তাগিদ অনুভূত হয় তখন। কাজেই ক্ষোভের প্রকাশ দরকার। তাকে চাপা দেওয়া কাজের কথা নয়। মানুষের ক্ষোভ থেকে শিক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধ হতে পারে প্রশাসন। সমস্যাবলীর মূলে গিয়ে বিষয়গুলির উপলব্ধি জরুরি।

যে কোনও দেশেই, প্রশাসনিক ব্যবস্থার হাল-হকিকত বোঝার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের মাত্রা এবং ধরনধারণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সরকারের গ্রহণযোগ্যতা মূলত নির্ভর করে নাগরিকদের আস্থা এবং সমর্থনের ওপর। এবং এই আস্থা অর্জন সম্ভব দক্ষ প্রশাসনের মধ্যে দিয়েই। যথাবিহিত নাগরিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিকদের তুষ্টিবিধানের প্রধান উপায় হল কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তোলা। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে, সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ বার বার নাড়িয়ে দিয়েছে শাসনযন্ত্রের ভিতকে। গণতন্ত্রে এক জমানা থেকে অন্য জমানায় পৌঁছোনোর কাজ হয় শান্তিপূর্ণ পথে। অগণতান্ত্রিক দেশে এসব সময় ব্যাপক হিংসা ও রক্তপাতের উদাহরণ মোটেও দুর্লভ নয়।

জনবিক্ষোভ কিন্তু দানা বাঁধতে শুরু করে সাধারণ অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করেই। সেজন্যই, নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা এবং অভিযোগের নিষ্পত্তি যেকোনও সরকারের সামনে খুব বড়ো একটা চ্যালেঞ্জ। কাজটি বেশ জটিলও বটে। বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধানে চাই বহু স্তরীয় উদ্যোগ। প্রথমত, যথাসময়ে মানুষের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য সুযোগের সংস্থান রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই সব অভিযোগ বা নালিশের নিষ্পত্তির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলতে হবে। এবং তৃতীয়ত, অভিযোগের মূল কারণগুলি খতিয়ে দেখে তার পুনরাবৃত্তি রুখতে প্রয়োজনীয় সংস্কারে উদ্যোগী হতে হবে। এদেশের নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগের চরিত্রগত বিবর্তন এবং তার মোকাবিলার দিকটি বুঝে দেখা এপ্রসঙ্গে অত্যন্ত জরুরি।

অভিযোগের জটিলতা

মানুষের অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তি এবং তার পুনরাবৃত্তি এড়াতে উদ্যোগী হওয়ার আগে তার চরিত্রগত জটিলতার দিকটি খতিয়ে দেখা জরুরি। বহু ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়টি কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আবার অনেক সময়েই পরিষেবা প্রদানের দায়ভার সরকারের পরিসর ছাড়িয়ে বেসরকারি সংস্থা—এমনকি নাগরিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের ওপরেও ন্যস্ত। আইন প্রণেতা, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, নিয়োগকর্তা, নিয়ন্ত্রক, পরিষেবা প্রদানকারী, পরিষেবা ব্যবহারকারী এবং সর্বোপরি সাধারণ নাগরিকের প্রাপ্য সাংবিধানিক এবং আইনগত অধিকারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এসব ক্ষেত্রে এগোতে হবে। নাগরিকদের কাছ থেকে প্রায়শই অভিযোগ আসে কাজে নিয়োগ, কর্মস্থানের পরিস্থিতি, মজুরি, ভাতা প্রভৃতি বিষয়ে।

আবার, বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ প্রসঙ্গে অভিযোগও দুর্লভ

[লেখক Indian Institution of Public Administration-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ই-মেল : aroradolly@hotmail.com]

নয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা-সহ ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সময়মতো নির্দিষ্টমানের পরিষেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার ঘটনা চোখে পড়ে যখন-তখন। অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগের ধরনধারণ একই রকম। আবার বহু সময়েই প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে ক্ষোভ দানা বাঁধে। উদাহরণ হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রের কথা যদি ধরা হয়, তাহলে দেখা যাবে পরীক্ষা, পরীক্ষার ফল, বৃত্তি, গবেষণার তহবিল, শংসাপত্র, শিক্ষকের অপ্রতুলতা—নানা দিক নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ। এখানে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশাসক, প্রতিষ্ঠান—সকলেরই ভূমিকা ও স্বার্থ জড়িত। বহু ক্ষেত্রেই আবার একপক্ষের সঙ্গে অন্যপক্ষের স্বার্থের বিরোধ রয়েছে।

আর এই সব অভিযোগ এবং ক্ষোভের উৎপত্তিও হয় নানা ধরনের ঘটনা ও প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। প্রাপ্য নিয়ে সংঘাত, আইনের ব্যাখ্যা, ক্ষমতার অপব্যবহার, ভুল সিদ্ধান্ত, বৈষম্য—এসব কিছুই এক্ষেত্রে মূল কারণ হতে পারে। অভিযোগ হতে পারে ব্যক্তিভিত্তিক এবং গোষ্ঠীভিত্তিক। লিঙ্গ বৈষম্য বা জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ স্মরণাতীত কাল থেকে বিদ্যমান। তার মাত্রা ও জটিলতা বাড়ছে। স্বার্থের সাযুজ্যের ওপর অভিযোগকারী গোষ্ঠীর চরিত্র ও ধরন নির্ভর করে। এখানে ঘরছাড়া মানুষ, বনাঞ্চলের অধিবাসী, ভিন্নভাবে সক্ষম, চাকরির প্রত্যাশী, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, সরকারি চাকুরে, হকার, করদাতা—বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভিযোগ বিভিন্ন রকম। আবার এই বিভাজন অন্য অনেকভাবেই হতে পারে। দরিদ্র, বেকার, বৈধব্যের শিকার—এই নিরিখেও বিভাজন করা যায়। মোবাইল ব্যবহারকারী, বিমার গ্রাহক, জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবার গ্রাহক—এই সব মাপকাঠি অনুযায়ী বিভাজনরেখা টানলে অভিযোগ বা ক্ষোভের চরিত্র আবার অন্য রকম। অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ স্থান বা সময়ভিত্তিক। বহুক্ষেত্রেই অভিযোগের সামগ্রিক বা নীতিগত ও প্রশাসনিক পন্থায় নিষ্পত্তি সম্ভব।

ব্যবস্থাপত্রের বিবর্তন

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে জনক্ষোভের জেরে রাজনৈতিক পালাবদলের ছবি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যাশাও বেড়েছে অনেকটাই। জনক্ষোভ নিরসনের উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্রের খোঁজকে দেওয়া হচ্ছে অগ্রাধিকার। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে জনক্ষোভ নিরসনে প্রশাসনিক সংস্কারে রাজনৈতিক প্রয়াস খুবই জোরদার হয়ে ওঠে। তবে তা আরও গতি পায় ১৯৮৭-র মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন এবং নাগরিককেন্দ্রিক প্রশাসন গড়ে তোলার কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার সময় থেকে। এরপর নাগরিক সনদ তথা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রক, দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে তথ্য ও সহায়ক কেন্দ্র এবং জনক্ষোভ নিরসন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকে দ্রুতগতিতে। প্রথম প্রথম এক্ষেত্রে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রশাসনিক সংস্কার এবং জন অভিযোগ নিষ্পত্তি বিভাগ (DARPG) থেকে একের পর এক নির্দেশিকা এসে পৌঁছচ্ছিল বিভিন্ন দপ্তরে। গোটা বিষয়টি নিয়ে যেভাবে এগোনো হচ্ছিল, তার সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় পরবর্তীকালে গৃহীত সেবাত্তম নিদর্শ-এর মধ্যে। ক্রমে এই নিদর্শ বা মডেল এক্ষেত্রে দক্ষতার মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

জন অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থার বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হল বিভিন্ন মন্ত্রক, দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কেন্দ্র গড়ে ওঠা, প্রতিকার নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে আধিকারিক নিয়োগ, এবং বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে এসংক্রান্ত কাজে নজরদারির জন্য আলাদা দপ্তর তৈরি। ভারত সরকারের সব ক'টি মন্ত্রক, দপ্তর বা সংগঠনের কাজকর্মের বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য অভিন্ন মঞ্চ হিসেবে তৈরি হয়েছে ওয়েব-নির্ভর কেন্দ্রীয় জন অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নজরদারি ব্যবস্থা—Centralised Public Grievance Redress and Monitoring

System (CPGRAMS)। অভিযোগকারীরা যেকোনও সময়ে, যেকোনও জায়গা থেকে যাতে তাদের বক্তব্য নথিভুক্ত করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা এবং এই সব নালিশের পর কী পদক্ষেপ নেওয়া হল, তার খোঁজখবর রাখা এর উদ্দেশ্য। সব কিছুই হাতের মুঠোয় থাকায় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিক থেকে অনায়াসে হস্তক্ষেপ তথা সব সঠিকভাবে চালনা করা সম্ভব।

২০০৮ সালে ভারত সরকারের মন্ত্রক, দপ্তর বা সংস্থাগুলিতে জন অভিযোগের প্রতিবিধানের কাজের যে পর্যালোচনা হয়, তাতে কিন্তু দেখা গেছে এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র বহুলাংশেই সেভাবে কার্যকর নয়। এর মূল কারণগুলি হল—যথার্থ কর্তৃপক্ষের অভাব, এবং দক্ষ ও দায়িত্বশীল আধিকারিক ও কর্মীর অপ্রতুলতা। দেখা গেছে, সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় সরকারি কর্মচারীরাই বেশি অভিযোগ জমা দিয়েছেন। CPGRAMS চালু হওয়ার সময় আশা করা হয়েছিল যে, প্রশাসনিক সংবেদনশীলতা বাড়বে। বাস্তবে কিন্তু তেমনটা আদৌ হয়নি। প্রয়োজনীয় সচেতনতা, প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং আস্থার অভাবেই এমনটা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রযুক্তি এবং কর্মী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক টাকা ঢেলেও সেভাবে ফল মেলেনি। জন অভিযোগ প্রতিবিধানের বিষয়টি বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবেই থেকে গেছে।(1)

সাম্প্রতিক দৃশ্যপট

তথ্যপ্রযুক্তির ও ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসার এবং জনসচেনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে CPGRAMS-এর ব্যবহার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেক বেড়ে গেছে। অতিসক্রিয় প্রশাসন এবং সময়ানুগ রূপায়ণ—Pro-Active Governance and Timely Implementation বা PRAGATI-র মতো ব্যবস্থাপত্র এবং সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের প্রতি উৎসাহও বেড়েছে মানুষের। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত খবরাখবর জানতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও একটি উল্লেখযোগ্য মঞ্চ হয়ে উঠেছে। ২০১৪-র পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ মানুষের লিপিবদ্ধ ক্ষোভ ও অভিযোগের পরিমাণ বেড়ে গেছে সাত গুণ।(2) মানুষের অভিযোগ বাড়ছে, না প্রতিবিধান ব্যবস্থাপত্রের প্রসারের এবং তার ওপর আস্থাবর্ধনের ফলেই এটা হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। উল্লেখ্য যে, জমা পড়া অভিযোগগুলির চল্লিশ শতাংশই হল অর্থ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থ দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত অভিযোগের সংখ্যা মোট জমা পড়া অভিযোগের ২৩ শতাংশ। তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের ক্ষেত্রে তা ১৭ শতাংশ। নিষ্পত্তির সার্বিক হারও বেশ ভালো—৯৭ শতাংশ। এই হারের ক্ষেত্রে মন্ত্রকে মন্ত্রকে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নিষ্পত্তির জন্য ব্যয়িত সময়ের ক্ষেত্রেও তারতম্য রয়েছে।(3) এই পার্থক্য এবং তার সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষণ নতুন সংস্কারের দিশা দিতে পারে। ঘটনাভিত্তিক বিশ্লেষণও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সংশ্লিষ্ট পোর্টালে অভিযোগগুলির সুস্পষ্ট বর্গীকরণ দরকার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরে প্রয়োজনমতো এবিষয়ে পুনবর্গীকরণের মাধ্যমে এগোতে পারে। তা হলে অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত সঠিক চিত্র পাওয়া সহজ হবে।

এটা স্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সাধারণ মানুষের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসায় দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে চায়। এবিষয়ে সময়সীমা এক মাস করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১৬-র ২৩ মার্চের PRAGATI বৈঠকে সবচেয়ে বেশি অভিযোগের লক্ষ্য ২০-টি মন্ত্রক ও দপ্তরের কাজের বিষয়ে জমা পড়া বিভিন্ন নালিশ নিয়ে পর্যালোচনা হয়। নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগোনোর নির্দেশ দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে। DARPG এও লক্ষ্য করেছে যে, মন্ত্রক এবং দপ্তরগুলি সরাসরি তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন অভিযোগ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠাতে গড়িমসি করে থাকে। এর ফলে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয়।

এসব ক্ষেত্রে ৫-টি কাজের দিনের বেশি সময় না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং দপ্তরগুলির অধীনস্থ সব শাখাকে অবহিত করা দরকার।(4) এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। কিন্তু, পোর্টালে যে ছবি ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে বাস্তবের বহুলাংশেই ফারাক দেখা যাচ্ছে।

প্রতিবিধান এবং নিষ্পত্তি

ওপর মহলের নির্দেশ পেয়ে তা তড়িঘড়ি পালন করার তাগিদে অনেক দপ্তরই জমা পড়া অভিযোগ অন্য সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। CPGRAMS পোর্টালে জমা পড়া বেশ কয়েকটি অভিযোগ নিয়ে সমীক্ষার পর এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই বাস্তবিক প্রতিবিধান কতটা হচ্ছে তা বুঝতে ব্যাপকতর পর্যালোচনা দরকার। দেখতে হবে অভিযোগকারীর সমস্যা সত্যিই মিটছে, না কিছু বাঁধা বুলি উপহার দিয়ে বিষয়টির যেনতেনপ্রকারেণ নিষ্পত্তি করে হাত ধুয়ে ফেলা হচ্ছে। নানা সময়ে আবার অভিযোগকারীকে কোনও কারণ না জানিয়েই প্রতিবিধান প্রক্রিয়া থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবিষয়েও উদ্বিগ্ন DARPG। এসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দর্শাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।(5) তাও, সব কিছু যে ঠিকমতো চলছে এমনটা নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রেক্ষিতে

CPGRAMS-এ জমা পড়া অভিযোগ-সমূহের অনেকগুলিই বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। বেশি মাত্রায় অভিযোগের লক্ষ্য হল উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লির মতো রাজ্যগুলি। কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখা দরকার। বিভিন্ন রাজ্যে জন পরিষেবা নিশ্চয়তা আইনের রূপায়ণের ফলে অভিযোগের মাত্রা কমল বা বাড়ল? কোনও কোনও রাজ্য কি এবিষয়ে বেশি মাত্রায় কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী? এক্ষেত্রে কেন্দ্রকে বেশি প্রাসঙ্গিক মনে করছে কয়েকটি রাজ্যের সরকার? কেন্দ্রের কাছে অভিযোগ পাঠিয়ে রাজ্য কি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে? নাকি আগেভাগেই বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা হচ্ছে?—এবিষয়গুলি বিশদে খতিয়ে দেখতে হবে। সাম্প্রতিক একটি পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, অভিযোগের প্রতিবিধান নয়, যেনতেনপ্রকারেণ নিষ্পত্তি করে দায় ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে

সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় উদ্যোগী হতে হবে CPGRAMS-কে। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যাতে ধাক্কা না লাগে তাও নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্র-রাজ্যের এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধ সর্বতোভাবে পরিহারযোগ্য। আবার, সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনও জরুরি।

বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রধান

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপত্রের চরিত্র বদলাচ্ছে। সরকারি পরিষেবা প্রদানে বেসরকারি ব্যবস্থার প্রয়োগ এখন সুলভ। এক্ষেত্রে পরিষেবা গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা অবশ্যকর্তব্য। গ্রাহকদের দিক থেকে কোনও অভিযোগ উঠলে উপযুক্ত পন্থায় এবং স্তরে তার প্রতিবিধান জরুরি। এসব বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ গড়া হয়েছে। তাদের স্বাধীনতা নিয়ে আবার প্রশ্ন রয়েছে। এদের ওপর সরকারি এবং বেসরকারি নানা সংস্থা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে। ফলে তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতেই পারে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি স্বয়ংশাসিত হলেও যে সব সমস্যা মিটে যাবে, এমনটা নয়। সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থাগুলিকে এগোতে হবে যুক্তিনিষ্ঠতার সঙ্গে এবং নাগরিকদের বক্তব্যও শুনে চলতে হবে তাদের। তবেই সাধারণ মানুষের ভরসাস্থল হয়ে উঠতে পারবে তারা।

দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ

জমা পড়ছে নানা অভিযোগ। অনেকগুলিরই সমাধানের দিকটি বেশ জটিল। বহুক্ষেত্রেই একইসঙ্গে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার জড়িত। তাই প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর এবং প্রক্রিয়াসমূহের বিশ্লেষণ এবং স্পষ্টীকরণ। আর দরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়। অভিযোগকারীকে যাতে একটি অভিযোগ নিয়ে নানা কর্তৃপক্ষের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সব জটিলতার প্রেক্ষিতে, অভিযোগকারীর কাছে প্রতিবিধানসংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্রে শামিল দপ্তরগুলির কাছে পৌঁছানো সহজসাধ্য করে তোলা একান্ত জরুরি। তা সম্ভব সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপত্রের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে। তবে তা করতে গিয়ে স্থানীয় অনভিপ্রেত এক্তিয়ার এবং ধ্যানধারণা যাতে প্রতিবিধান প্রক্রিয়ায় প্রভাব না ফেলে তা দেখতে হবে। মূল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমগ্র বিষয়টির ওপর নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা দরকার। শেষমেষ কাজের কাজ কতটা হবে, তা কিন্তু নির্ভর করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপরে। নাগরিকদের প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ এবং পড়তে-লিখতে জানতে হবে। যাদের পক্ষে CPGRAMS-এ যাওয়া সম্ভব নয়, তাদের জন্য লোক আদালত, জন শুনানি, সামাজিক নিরীক্ষা, মোবাইল অ্যাপের মতো ব্যবস্থার সংস্থান এবং প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

জন অভিযোগকে সুযোগ হিসেবে দেখা

জনতার ক্ষোভ বা অভিযোগ সমস্যার ক্ষেত্রগুলিকে চিনিয়ে দেয়। পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এবং প্রশাসনের সামনে বড়ো প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়ায় তা। এর কিন্তু সদর্থক দিকও রয়েছে। জনক্ষোভ ক্রমে ধূমায়িত হয়ে যাতে ব্যাপক অশান্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে তা বুঝে নেওয়ার সুযোগ মেলে। কার্যকর সমাধানের পথ খোঁজার তাগিদ অনুভূত হয় তখন। কাজেই ক্ষোভের প্রকাশ দরকার। তাকে চাপা দেওয়া কাজের কথা নয়। মানুষের ক্ষোভ থেকে শিক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধ হতে পারে প্রশাসন। সমস্যাবলীর মূলে গিয়ে বিষয়গুলির উপলব্ধি জরুরি।

বন্ধুত্বহীন অভিভাবকের মতো ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নির্দেশ সমস্যার সমাধান আনে না। প্রশাসনের কাজকর্ম উন্নত করতে গেলে চোখ-কান খোলা রেখে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের পথে এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে সব অভিযোগ প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রথাসিদ্ধ পন্থায় লিপিবদ্ধ নাও হতে পারে। জনসংযোগের বা ক্ষমতা ও কর্তৃপক্ষের কাঠামোগত বিন্যাসের অপূর্ণতার জন্য এটা হওয়া সম্ভব। সেজন্য, ঘরোয়া বা প্রাতিষ্ঠানিকতা বর্জিত মঞ্চ থেকে ওঠা বক্তব্যকেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

আপাত অভিযোগহীন পরিস্থিতির আসল রূপ

অভিযোগ আসতে থাকলে কোনও সংস্থার কাজকর্ম এবং প্রশাসন সম্পর্কে একটা ধারণা মেলে। অভিযোগ না থাকলে কিন্তু আত্মশ্লাঘার কোনও কারণ নেই। হতেই পারে অভিযোগ জানানোর সঠিক ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি, কর্তৃপক্ষের তরফে প্রতিশোধস্পৃহার ভয় কিংবা কর্তৃপক্ষের প্রতি স্রেফ আস্থার অভাবের ফলে অভিযোগ বা নালিশ জানাচ্ছেন না কেউই। কিন্তু তলে তলে ধূমায়িত হচ্ছে তীব্র অসন্তোষ। এগোতে হবে এমন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে, যার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই থাকবে না। কিন্তু অভিযোগ গ্রহণের সব ব্যবস্থাপত্র মজুত রাখতে হবে অবশ্যই। তার সময়ানুগ এবং কার্যকর প্রতিবিধানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে সদাসর্বদা। মানুষের অভাব-অভিযোগের নির্মোহ ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ এবং যথোপযুক্ত প্রতিবিধানের মধ্যে দিয়েই পৌঁছনো সম্ভব কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।❑

তথ্যপঞ্জি :

(1) ডলি অরোরা, Public Grievance Redress and Monitoring System in Government of India Ministries and Departments, IIPA, 2008, এই সমীক্ষা হয়েছিল ভারত সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার এবং জন অভিযোগ বিভাগের জন্য।

(2) Economic Times, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ সংখ্যা।

(3) CPGRAMS পোর্টাল দ্রষ্টব্য।

(4) No. K-11017/3/2015-PGC1, ১৫ জুলাই, ২০১৬।

(5) No. K-11019/4/2015-PG, ৯ নভেম্বর, ২০১৫; No. K-11011/4/2015-PG, ১৫ নভেম্বর, ২০১৫।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

প্রশাসনের তিন ইষ্টমন্ত্র : জবাবদিহি, দায়িত্ব, স্বচ্ছতা

উদয় এস. মেটা, সিদ্ধার্থ নারায়ণ

'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের' সরকার কর্তৃক চালিত হওয়াটা সত্যিই পরম কাম্য, কেননা এর ফলে নাগরিকরা সরকারকে জবাবদিহির জন্য বাধ্য করতে পারে। অবশ্য, ভারতে প্রশাসন এক নিরেস আমলাকুলের পাল্লায় পড়ে জেরবার হওয়ায়, সাধারণ নাগরিকের হাতের কাছে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-অভিযোগ ফয়সালার তেমন কোনও মঞ্চ নেই। মানুষের অভিযোগ সুরাহার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে তাই গণতন্ত্রের আদত সত্তা পূরণ করাটা জরুরি।

(প্রশাসনের জন্য তিনটি ইষ্টমন্ত্র : জবাবদিহি, দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা—নরেন্দ্র মোদী)

দিনকয়েক আগে দেশ উদ্‌যাপন করেছে তার ৬৯-তম সাধারণতন্ত্র দিবস। ১৩০ কোটি ভারতীয়কে ফের মনে করিয়ে দেওয়া যাক, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের মহত্ত্ব-বৈশিষ্ট্যের কথা। 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের' সরকার কর্তৃক চালিত হওয়াটা সত্যিই পরম কাম্য, কেননা এর ফলে নাগরিকরা সরকারকে জবাবদিহির জন্য বাধ্য করতে পারে। অবশ্য, ভারতে প্রশাসন এক নিরেস আমলাকুলের পাল্লায় পড়ে জেরবার হওয়ায়, সাধারণ নাগরিকের হাতের কাছে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-অভিযোগ ফয়সালার তেমন কোনও মঞ্চ নেই। মানুষের অভিযোগ সুরাহার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে তাই গণতন্ত্রের আদত সত্তা পূরণ করাটা জরুরি।

এই সরকার অভিযোগ নিষ্পত্তির বহু ব্যবস্থা ডিজিটাইজড তথা সরকারি মন্ত্রক, দপ্তর ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে নাগরিকদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও, সেসবের কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক জিইয়ে আছে বইকি! দূরসঞ্চারের (টেলিকম) মতো বহু ক্ষেত্রে লোকপাল (অমবুডজমান) না থাকায়, বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরাহার ক্ষেত্রে এক কার্যকর ব্যবস্থায় এখনও ফাঁক আছে। ভারতের দূরসঞ্চার নিয়ামক কর্তৃপক্ষ (টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া—ট্রাই)-এর মতো তাই ক্ষেত্রীয় সংস্থা থাকা দরকার। এসব কর্তৃপক্ষের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে, যাতে তা মানুষজনের কাছে অভিযোগ সুরাহার এক মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের জন্য সুদক্ষ ও কার্যকর উপায়ে অভিযোগ সুরাহায় এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার গুরুত্ব দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও ততটা স্বীকৃতি পায়নি। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলত নজর দেওয়া হচ্ছে পণ্য ও পরিষেবার লভ্যতা বাড়ানোর দিকে। বিক্রির পর গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও তার ক্ষোভ-অভিযোগের দিকটি আমল পায় না তেমন একটা। এদেশের গ্রাহক নালিশ জানানোর ব্যাপারে তিনটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। প্রথম, অভিযোগ মেটানোর উপযুক্ত মঞ্চ সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল নয়। দুই, অবগত থাকলেও, তার নাগাল পাওয়াটা বেশ ঝক্কিঝামেলার। তৃতীয়ত, উপযুক্ত সরকারি মঞ্চে অভিযোগ পেশ করলেও, বহু ক্ষেত্রে তার ফয়সালা হবে কবে, দেবায় ন জানন্তি। এছাড়া, গ্রাহকদের সাধারণত দায়ের অভিযোগ করার আদত নেই। এজন্য অভিযোগ জানানোর এক সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার। এব্যাপারে গ্রাহকদের উৎসাহ দিতে পারলে ভালো, বা দেখা দরকার, অভিযোগ পেশের জন্য নিদেনপক্ষে তাদের যেন হ্যাপা পোহাতে না হয়।

[উদয় মেটা, উপ-নির্বাহী অধিকর্তা, কাটস (কাস্টমার ইউনিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট সোসাইটি) ইন্টারন্যাশনাল। ই-মেল : usm@cuts.org
সিদ্ধার্থ নারায়ণ, ওই একই প্রতিষ্ঠানের সহ-গবেষক।]

এসব চ্যালেঞ্জ সামলানো ও এক সুষ্ঠু অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থা মারফত নাগরিকদের ক্ষমতায়নে, প্রশাসনের জন্য তিনটি ইষ্টমন্ত্র : জবাবদিহি, দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা, প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই দর্শন দ্বারা চালিত বর্তমান সরকার শুধু জন অভিযোগ ব্যবস্থা ডিজিটাইজড করে ক্ষান্ত হয়নি। চালু করেছে বেশ কিছু নতুন মঞ্চ। এসবের মধ্যে পড়ে, রেল মন্ত্রকের নিবারণ; পেট্রোলিয়াম, তেল ও প্রাকৃতি গ্যাস মন্ত্রকের ই-সেবা; অগ্রসক্রিয় প্রশাসন ও ঠিকঠাক সময়ে রূপায়ণ (প্রগতি)-এর মতো বহু উদ্দেশ্যমুখী নালিশ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা। এসব মঞ্চের মাধ্যমে, নাগরিকরা সরকারি এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বেসরকারি পরিষেবায় ত্রুটিবিচ্যুতির বিরুদ্ধে অনলাইন অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

এসব উদ্যোগের সৌজন্যে, প্রথম দু'টি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাফল্য এসেছে বেশ কিছুটা। অবশ্য, তৃতীয় চ্যালেঞ্জটির ক্ষেত্রে এমত দাবি করা যাচ্ছে কই! এব্যাপারে, অন্তত সরকারি পরিষেবার বেলায়, ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবা জোগানো এবং নালিশ মেটানোর জন্য নাগরিক অধিকার বিলটি (লোকপাল বিল নামে বেশি পরিচিত) বেশ কাজে আসতে পারে। বিলটি ঝুলে আছে সেই ২০১১ সাল থেকে। পরিষেবা ও অভিযোগ সুরাহা কর্মসূচি ২০১৫, প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করলেও, তা নালিশ মীমাংসার পক্ষে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে।

অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তির বিভিন্ন মঞ্চের ব্যবস্থা প্রশংসাজনক পদক্ষেপ। তবে বহু মানুষ এর সুযোগ নিতে পারে না। দুর্বল পরিকাঠামো ও এসব অনলাইন ব্যবস্থা ব্যবহার করার কায়দাকানুন না জানা এর অন্যতম কারণ। গ্রাহকের অভিযোগ মীমাংসার্থে তাই চাই লোকপাল (অমবুডজমান)। ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে তা ইতোমধ্যেই আছে। তবে অর্থনীতির অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এখনও লোকপাল নিয়োগ করা হয়নি।

গ্রাহক অভিযোগ ফয়সালার আর এক পরিবর্ত ব্যবস্থা হতে পারে, বেসরকারি পরিষেবা সংস্থার বিরুদ্ধে নালিশের মীমাংসায় কাজে লাগানোর জন্য ক্ষেত্রগত নিয়ামকদের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়া। নিয়ামকদের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার পিছনে যুক্তি হচ্ছে, সরকারের তুলনায় গ্রাহকের বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, দু'পক্ষের মধ্যে তারা সেতু বাঁধার কাজ করতে পারবে। গ্রাহকের ক্ষোভ মেটানোর জন্য তাদের ক্ষমতায়ন ছাড়াও দরকার হল, মানুষের কাছে নিয়ামককে যাতে জবাবদিহি করতে হয়, তেমন ব্যবস্থার সংস্থান। সরকারকে প্রতি ৫ বছর পর ভোটে জিতে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। নিয়ামকরা মানুষের রায়ে নির্বাচিত নয়, মানুষের প্রতি তাই তাদের আরও বেশি দায়বদ্ধ হওয়া দরকার।

ভারতের দূরসঞ্চার নিয়ামক কর্তৃপক্ষ (ট্রাই)-এর মতো অনেক ক্ষেত্রগত নিয়ামকের হাতে অবশ্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা নেই। ক্ষমতার এই কমতি বুঝে, ট্রাই ২০১৬ সালে এব্যাপারে "দূরসঞ্চার সংক্রান্ত অভিযোগ/নালিশ ফয়সালা"-তে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্য গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ জানায়। ট্রাই দূরসঞ্চার ক্ষেত্রে তিন স্তরের অভিযোগ মীমাংসা ব্যবস্থার পক্ষেও সওয়াল করে— পরিষেবা সংস্থার নিজস্ব অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি মঞ্চ ও দূরসঞ্চার লোকপাল। বিষয়টি নিয়ে পরে আর নাড়াচাড়া না হওয়ায়, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে সন্তোষজনক সাড়া না পেলে, অভিযোগকারীকে ছুটতে হবে দূরসঞ্চার বিবাদ নিষ্পত্তি ও আপিল ট্রাইবুনাল, দূরসঞ্চার মন্ত্রক ও কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থা (সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভান্স রিড্রেস অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম) ইত্যাদির কাছে। অন্যথায় শরণ নিতে হবে আদালতের। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

বিশাল এদেশের কথা মনে রেখে, গ্রাহক বিষয় দপ্তরের মতো কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উদ্যোগগুলির অনুপূরক হিসেবে লোকপাল নিয়োগ করা দরকার। এরা কাজ করে জাতীয় ও রাজ্য গ্রাহক হেল্পলাইনের এক সাধারণ তথ্য ও প্রযুক্তির মঞ্চে। এছাড়া আগে ছিল গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্র। গ্রাহকের মঙ্গলের জন্য ওয়ান স্টপ

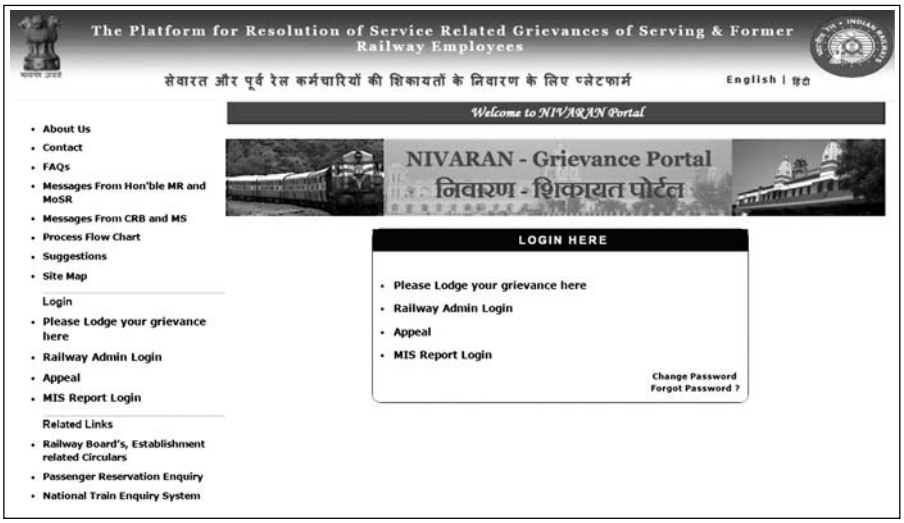

সেন্টার বহু ধরনের পরিষেবা দিত। ভারত সরকার আপাতত এসব কেন্দ্র বন্ধ রেখেছে। এসব কেন্দ্রে পরামর্শ দেওয়া, অভিযোগের খসড়া বানানো ও তথ্য জোগানোর জন্য ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মী। বেসরকারি সংস্থার কাজকর্মে ক্ষুব্ধ গ্রাহক, গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্রে অভিযোগ পেশ করতে পারত।

জয়পুরের কাটস ইন্টারন্যাশনাল পরিচালিত গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা থেকে এসব কেন্দ্রের সাফল্য ও প্রয়োজন সম্পর্কে ফের ভেবে দেখা দরকার। দেড় বছরের অস্তিত্বকালে, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অভিযোগ পেয়েছিল এসব কেন্দ্র। এর মধ্যে ১১ শতাংশ ছিল আর্থিক ক্ষেত্রের। বিমুদ্রায়নের পর ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধির সূত্রে এটা হতে পারে। এসব পরিসংখ্যান গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্রের সাফল্য যাচাই করার পক্ষে বেশ যথাযথ, কেননা ব্যাঙ্কে লোকপাল থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন ভাষা ও উপায়ে অভিযোগ পেশের সুযোগ থাকায়, অভিযোগকারীরা যেত গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্রে। এছাড়া, ক্রেতা অধিকার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া, কাউন্সেলিং মারফত ক্রেতা অভিযোগ এবং প্রথাগত অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থার কাছে যাওয়ার বিষয়ে সহায়তা মিলত।

স্বেচ্ছাসেবী গ্রাহক সংগঠনগুলিকে আরও বেশি কাজে লাগানোর জন্য এধরনের বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা উচিত। এর ফলে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ সুরাহা সংস্থাগুলির বোঝা কমাতে তা সাহায্য করবে। এধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়ে জাতীয় কমিশন, রাজ্য কমিশন ও জেলা ফোরাম।

দেওয়ানি আদালতের চাইতে দ্রুত বিচার মেলার বিকল্প হিসেবে, ৩০ বছরের বেশি আগে গড়া হয় ক্রেতা আদালত। দেওয়ানি আদালতের মতোই, এদের বিরুদ্ধেও মামলা দীর্ঘকাল ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় কমিশনের ওয়েবসাইটের অবশ্য দাবি জাতীয় কমিশনে ৮৬.২৬ শতাংশ, রাজ্য কমিশনে ৮৫.৬৭ শতাংশ ও জেলা ক্রেতা আদালতে ৯২.৪৩ শতাংশ মামলার ফয়সালা

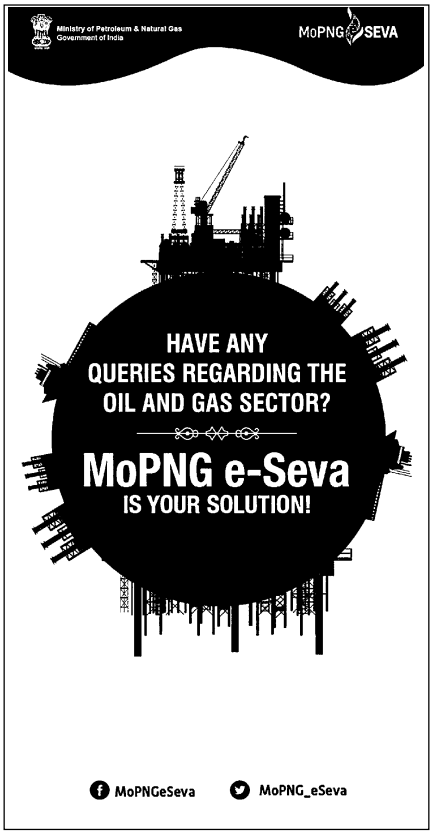

করা গেছে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ক্রেতা সুরক্ষা আইনে বেঁধে দেওয়া সময়সীমার থেকে বেশি সময় লেগেছে এসব মামলার নিষ্পত্তি করতে। নিছক সংখ্যার দিক থেকে দেখলে, ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট—৪ লক্ষ। 'বিলম্বিত বিচার, বিচার না মেলার সমতুল' এই প্রচলিত বাক্যটি মানলে, এসব ক্রেতা আদালতও গ্রাহকের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। বর্তমানের ক্রেতা সুরক্ষা আইনের পরিবর্তে আনা হচ্ছে ক্রেতা সুরক্ষা বিল, ২০১৮। এই বিলে কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ গড়ার সংস্থান আছে। এই কর্তৃপক্ষের কাজ হবে ক্রেতাদের অভিযোগ আরও দ্রুত সমাধান করা।

বহু বকেয়া মামলা ফয়সালায় এই কর্তৃপক্ষ কতটা কী করে উঠতে পারবে তা ভবিষ্যৎ বলবে। এটা অবশ্য জানা গেছে, এই দেরির জন্য দায়ি হচ্ছে বহু পদ ফাঁকা থাকা, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব তথা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বাদবিসংবাদ। এসব আদালতের জন্য অর্থ বরাদ্দ ও তাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে দোষারোপে ব্যস্ত। ক্রেতাদের অভিযোগ আশু মেটানোর জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় আরও জোরদার করা দরকার।

শুধুমাত্র কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত সমস্যা নয়, আর এক বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একই ক্ষেত্রে বহু দপ্তর বা বহু মন্ত্রকের অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থা কাজ করে চলেছে। ই-বাণিজ্য হচ্ছে এরকম একটি শিল্পক্ষেত্র। জাতীয় ক্রেতা হেল্পলাইনে এই ক্ষেত্র সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যায় বেড়েছে ভূরি ভূরি। ২০১৪-'১৫-তে অভিযোগের সংখ্যা ছিল ১৩,৮১২। পরের বছর বেড়ে দাঁড়ায় ২৩,৯৫৫। ২০১৬-'১৭-এ জমা পড়ে ৫০,৭৬৭-টি অভিযোগ। এসত্ত্বেও, শুধুমাত্র ই-বাণিজ্য সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির জন্য একটি নিয়ামক কর্তৃপক্ষ গড়ার কথা সরকারের বিবেচনায় নেই। কেন্দ্রীয় গ্রাহক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ক্রেতার দুর্দশা অনেকটা ঘোচাবে বলে আশা করা হলেও, একক নিয়ামক না থাকায়, গ্রাহকরা ই-বাণিজ্য সংস্থাগুলির সম্পদ। অর্থাৎ ডিজিটাল প্রযুক্তিকে তাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে তুলে নিয়েছে। ট্যুইটার, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক গণমাধ্যমে ই-বাণিজ্য সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও নেতিবাচক ভাবনা ছড়িয়ে পড়ছে।

উদ্ভূত এসব ঘটনাবলি বিবেচনা করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্প্রতি ক্রেতা অভিযোগ ফয়সালা প্রক্রিয়া পর্যালোচনাকালে, গ্রাহক অভিযোগ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছেন। পরে, তিনি ক্রেতা অভিযোগের সত্ত্বর সমাধান সুনিশ্চিত করতে, প্রশাসনিক বন্দোবস্ত যথেষ্ট উন্নত করার ডাক দেন। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে কেন্দ্রীয় গ্রাহক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ছাড়াও, ক্ষেত্রগত নিয়ামক, স্বাধীন লোকপাল, গ্রাহক সেবা কেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে আন্তঃসরকার ও আন্তঃমন্ত্রক/আন্তঃদপ্তর সমন্বয় নিশ্চিত করলে গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে তা সাহায্য করবে। তাদের অভিযোগ নিরসনে ক্রেতার সামনে থাকা তিনটি চ্যালেঞ্জ উতরে যেতে, প্রশাসনের জন্য মোদী মডেলের তিনটি ইষ্টমন্ত্র কতখানি সাহায্য করবে তারও হবে পরীক্ষা।❑

নাগরিক সনদ নিয়ে আর গড়িমসি নয়

মীনা নায়ার

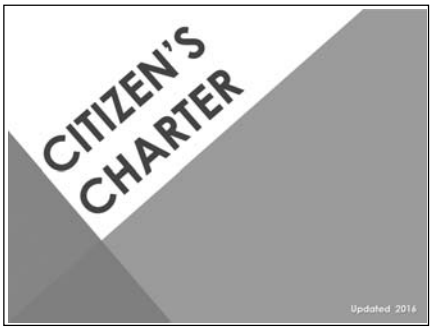

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে কয়েকটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অধিকাংশ নাগরিক সনদের অসম্পূর্ণতা। পরিষেবা প্রদানের খুঁটিনাটি, পরিষেবা গ্রহণের জন্য আবেদনবিধি, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, দায়িত্বপূর্ণ আধিকারিকদের নাম বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিবরণ হয় একেবারে দেওয়া হয়নি অথবা আংশিকভাবে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যেসব সমীক্ষা গৃহীত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, বিভাগীয় নাগরিক সনদের খসড়া তৈরির কাজে অধিকাংশ কর্মীকেই জড়িত করা হয়নি।

সরকারি অফিসে গিয়ে কোনও একটি সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করাটা যেকোনও ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে এক বিষম হতাশাজনক ও বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতা। এর অন্যতম কারণ হল সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও আবেদনকারী বা ক্রেতার মধ্যে তথ্যগত সামঞ্জস্যের অভাব। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, সরকারের কাছে তথ্যসম্ভার থাকলেও সেসম্পর্কে হয়তো সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হয়নি। আবার অন্যপক্ষে রয়েছে সচেতনতা অথবা লিখিত নির্দেশ অনুসারী তথ্যের ঘাটতি। সর্বোপরি অভাব রয়েছে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার। এসবের সম্মিলিত প্রভাবে অসহায় মানুষজন অনেক সময় কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাড়তি খরচ করে দালাল পাকড়াও করতে বাধ্য হন।

এই অসঙ্গতি দূর করার প্রয়াসে গত শতকের নব্বইয়ের দশকে ভারতে নাগরিক সনদের সূত্রপাত। একটি তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা তথা অভিযোগ প্রতিকারের সমাধানসূত্র হিসাবে এই সংস্কারমূলক প্রয়াসটির কার্যকারিতা বিভিন্ন মহলে সন্দেহ ও উদ্বেগও সঞ্চার করেছে। ইতোমধ্যে, বিগত দুই দশক সময়পর্বে তথ্যের অধিকার এবং জন পরিষেবা সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়েছে। এর দরুন তথ্যের আদান-প্রদান আইনি স্বীকৃতি পেলেও নাগরিক সনদের বিষয়টি কিন্তু গুরুত্ব হারায়নি। অসমাপ্ত এই প্রয়াসটিকে এবার সরকারি দপ্তরগুলিতে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃস্থাপিত করাটা জরুরি হয়ে উঠেছে, যাতে এসব দপ্তর পরিষেবা গ্রাহক বা ক্রেতাদের পাশাপাশি নিজেদের প্রতিও দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

নাগরিক সনদ প্রয়াসের মূল্যায়ন ও সূচনা

নাগরিক সনদ প্রয়াসের প্রথম সূত্রপাত ১৯৯১ সালে, যুক্তরাজ্যে। সেসময় ব্রিটেনের Conservative Party বা রক্ষণশীল দলের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ঘোষণা করেন, পদক্ষেপটির দ্বারা জন পরিষেবাগুলির ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন প্রত্যাশা ও চাহিদা পূরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। নাগরিক সনদ রূপায়ণে ব্রতী জন পরিষেবা সরবরাহকারীদের এজন্য কয়েকটি সক্রিয় নীতি মেনে চলতে হবে। নীতিগুলি হল :

- ✶ নির্দিষ্ট মানের পরিষেবা;
- ✶ স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার ওপর জোর;
- ✶ ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করা ও যোগাযোগ বজায় রাখা;
- ✶ চয়ন ও বাছাই করার বিষয়টিকে উৎসাহ-দান;
- ✶ সকলের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার;
- ✶ ভুলভ্রান্তিকে অবশ্যই শোধরানো;
- ✶ সম্পদের কার্যকর সদ্ব্যবহার;
- ✶ উদ্ভাবন ও বিকাশের প্রতি লক্ষ্য।

যুক্তরাজ্যের প্রয়াসটি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেয় এবং এর প্রভাবে আরও কয়েকটি দেশ বিভিন্ন নামাঙ্কিত অনুসারী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। বেলজিয়ামে সনদের নামকরণ হয় Public Service Users' Charter, ফ্রান্সে Service Charter, স্পেনে ১৯৯২ সালে গৃহীত হয় The Quality Observatory, মালয়েশিয়ায় Client

[লেখক Public Affairs Centre (PAC)-এর গবেষণা শাখার প্রধান। ই-মেল : meena@pacindia.org]

Charter, পর্তুগালে The Quality Charter in Public Services, জামাইকায় ১৯৯৪ সালে প্রবর্তিত হয় Citizens' Charter, কানাডায় ১৯৯৫ সালে Service Standards Initiative এবং অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৯৭ সালে Service Charter। ব্রিটেনে পরবর্তী ধাপে Labour Party বা শ্রমিক দলের সরকারের উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে এই একই কর্মসূচি সংশোধিত হয়ে Services First নামে পুনঃপ্রবর্তিত হয়। প্রতিটি দেশেরই সনদে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যেসব মিল লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল, পরিষেবার মানোন্নয়ন, গুণমান বজায় রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির সংস্থান রাখা।

ভারতে নাগরিক সনদ নিয়ে ধ্যানধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৯৪ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা পর্ষদের এক বৈঠকে যখন ক্রেতা অধিকার বজায় রাখার সক্রিয় সমর্থকরা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের পালনীয় একটি খসড়া সনদ উত্থাপন করেন। এই খসড়াই এক নতুন পদক্ষেপের সাফল্য সূচিত করেছিল ১৯৯৭-এর মে মাসে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীদের এক রাজ্য স্তরীয় সম্মেলনে। সেখানেই গৃহীত হয় 'কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে কার্যকর ও সংবেদনশীল প্রশাসনের কর্মপরিকল্পনা' যা কি না জনসাধারণের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে যোগাযোগ রেখে চলে এসব সরকারি মন্ত্রক, দপ্তর ও এজেন্সিগুলির সামনে সনদ প্রণয়নের পথ সুগম করে দিয়েছিল। এরপর নাগরিক সনদ প্রস্তুতি, তার সমন্বয়সাধন ও পরিচালনের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ বা Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG)।

ওই দপ্তর নাগরিক সনদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে : "এই সনদ এক প্রামাণ্য-দলিল যাতে পরিষেবার মান, সহজলভ্যতা, অভিযোগ প্রতিকার, সৌজন্য ও বিনিময় মূল্যের যাথার্থ্যতা সম্পর্কে নাগরিকদের প্রতি সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার দিকটি সুশৃঙ্খলভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।"[১] এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে নাগরিক সনদের খসড়া প্রণয়নের সময় DARPG-র পক্ষ থেকে ক্রেতা সংস্থা, নাগরিক গোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। যুক্তরাজ্যীয় মডেলের ভিত্তিতে সরকারি এজেন্সিগুলির সনদ-খসড়ায় ৬-টি অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য DARPG-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল। এগুলি হল :

- ভিসন ও মিশন সম্পর্কে বিশদ বিবৃতি;
- সংগঠন দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্যের বিশদ বিবরণ;
- ক্রেতা বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য;
- প্রত্যেক ক্রেতা গোষ্ঠীকে পরিষেবা প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং সেখানে পৌঁছনো সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য;
- ক্রেতাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে অবহিত থাকা।

DARPG-এর ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, ২০১৩-র ২৩ ডিসেম্বর অবধি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের দ্বারা ১৪৪-টি নাগরিক সনদ প্রণীত হয়েছে।[২] এই সংখ্যা অবশ্য হ্রাস পাবে; কারণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আওতায় আনা হয়েছে সব ক'টি পৃথকভাবে পরিচালিত স্টেট ব্যাঙ্ককে। আগে হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বিকানের ও জয়পুর, মহীশূর, পাতিয়ালা বলে পরিচিত স্টেট ব্যাঙ্কগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাগরিক সনদ ছিল। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় ২০১১-র ২৪ জানুয়ারি অবধি ২৪-টি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার উদ্যোগে ৭২৯-টি নাগরিক সনদ প্রণীত হয়েছে।[৩] এসব ওয়েবপেজের হালনাগাদ করার তারিখ লক্ষ্য করলে এক হতাশাব্যঞ্জক ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নাগরিক সনদের বিষয়টি যেন তার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

এবার প্রশ্ন হল, নাগরিক সনদের প্রতিশ্রুতি রূপায়িত করাটা কি এতই দুরূহ কাজ? তাই যদি হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অবশিষ্ট দপ্তরগুলিকে ওই কাজে উজ্জীবিত করতে কী কী করা দরকার?

নাগরিক সনদের পন্থা-পদ্ধতি

নাগরিক সনদ প্রয়াসের সূচনায় DARPG-এর উদ্যোগে ওই সনদ বিষয়ে যে গাইডবুকটি প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেটিকে একটি সুসংবদ্ধ দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একটি কার্যকর ও রূপায়ণযোগ্য নাগরিক সনদ সৃষ্টির জন্য কী কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত, সেসম্পর্কে ওই গাইডবুকে বিশদ নির্দেশাবলী রয়েছে। প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : (১) টাস্কফোর্স গঠন; (২) সংগঠন যেসব পরিষেবা দেবে এবং তাদের সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষের চিহ্নিতকরণ; (৩) ক্রেতা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ, কর্মীবর্গ ও তাদের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী সমিতিগুলির সঙ্গে পরামর্শ; (৪) খসড়া সনদ রচনা (মন্তব্য ও সুপারিশের জন্য সেটির প্রচার এবং সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে সনদ সংশোধন); (৫) কোর গ্রুপ বা মূল গোষ্ঠীর দ্বারা সনদটি বিবেচনা; (৬) মূল গোষ্ঠীর প্রস্তাব বা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মন্ত্রক বা দপ্তর কর্তৃক সনদ সংশোধন; (৭) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ; (৮) সনদের একটি কপি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগে পেশ; (৯) সনদটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ এবং সেটিকে ওয়েবসাইটে তোলা; (১০) জন প্রতিনিধি-সহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সনদের কপি পাঠানো; (১১) সনদটির কার্যকর রূপায়ণে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ।[৪] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে প্রক্রিয়াটি একেবারে নিচের স্তর থেকে শুরু হয়ে বিভাগীয় সকল কর্মীকে, বিশেষ করে যাদের সঙ্গে নাগরিকদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, তাদের সকলকে জড়িত করেছে। এছাড়াও, গাইড বুকটিতে আদর্শ নির্দেশিকা, সাধারণ কাঠামোগত নির্দেশাবলী, কী কী করা দরকার বা দরকার নয় এবং একটি অনুকরণীয় ফরম্যাট বা বিন্যাসের উল্লেখ রয়েছে। গাইড বুকে বিভিন্ন রাজ্যে অনুসৃত সেরা পদ্ধতির উদাহরণও তুলে ধরা হয়েছে; যা কি না অন্যান্য দপ্তরকে উদ্বুদ্ধ করবে। DARPG প্রকাশিত অন্য এক প্রামাণ্য দলিলে ওই গাইড বুকের এক হালনাগাদ সংস্করণ পাওয়া যাবে। ২০১০-এ প্রকাশিত ওই দলিলের নামকরণ করা হয়েছে "কর্মী অভিযোগ-সহ জন অভিযোগের প্রতিকার, নাগরিক সনদ এবং ভারত সরকারের তথ্য-সহায়ক কাউন্টার সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশাবলীর সংকলন।" এখানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে "অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রণালীগত সংস্কারের" দিকটি।[৫] সেই সঙ্গে প্রবর্তিত কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ নিষ্পত্তি ও নজরদারি ব্যবস্থা বা Centralized Public Grievance Redress and Monitoring

System বা CPGRAMS এবং 'সেবোত্তম ফ্রেমওয়ার্ক'। শেষোক্ত ফ্রেমওয়ার্কে নাগরিক সনদগুলি ছাড়াও স্থান পেয়েছে জন অভিযোগ ও জন পরিষেবা সরবরাহ ক্ষমতা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব প্রয়াসের দ্বারা জন পরিষেবা পৌঁছে দেবার কাজে কতটা অগ্রগতি হয়েছে? বিষয়টি নিয়ে DARPG কর্তৃপক্ষ ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন কাজের মূল্যায়ন হয়েছে।

নাগরিক সনদের মূল্যায়ন ও আগামী দিনের কাজ

নয়াদিল্লিস্থ ক্রেতা সমন্বয় পর্ষদের সহযোগিতায় DARPG-এর উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে নাগরিক সনদ কর্মসূচিটির মূল্যায়ন করা হয়। পরবর্তী ধাপে সনদের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ মূল্যায়নে একটি নির্দিষ্ট মানের মডেল অনুসরণকল্পে ২০০২-'০৩ সালে একটি পেশাদারি সংস্থাকে নিযুক্ত করা হয়। কর্ণাটক সরকারের আটটি গুরুত্বপূর্ণ জনমুখী দপ্তর দ্বারা যেসব নাগরিক সনদ রচিত হয়েছিল, Public Affairs Centre (PAC)-এর সাহায্য নিয়ে সেগুলির প্রাথমিক মূল্যায়ন করা হয়। সমীক্ষায় সনদগুলির যাবতীয় বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়। সনদগুলির যেসব অংশকে বিশ্লেষণ করে বিষয়বস্তুর সার্থকতা যাচাই করা হয় সেগুলি হল : দপ্তরটি সম্পর্কে মৌলিক তথ্য, পরিষেবার মান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও নাগরিক-বান্ধবতার মাপকাঠি। Transparency International-এর ভারতীয় শাখা দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দু'টি দপ্তরের দশটি নাগরিক সনদ খতিয়ে দেখেছিল। গুজরাটের বিভিন্ন নাগরিক সনদ জাতীয় উৎপাদনশীলতা পর্ষদ বা National Productivity Council-এর দ্বারা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, সনদগুলির কার্যকারিতা যাচাই করে উপভোক্তা ও কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে সেগুলির সম্ভাব্য মানোন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করা। এছাড়া পূর্বোক্ত PAC-র উদ্যোগে ২০০৭ সালে দশটি মাপকাঠি অবলম্বন করে বিভিন্ন নাগরিক সনদ নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা পরিচালিত হয়। মাপকাঠিগুলি হল : (১) সংশ্লিষ্ট দপ্তর/এজেন্সির ভিসন/মিশন/লক্ষ্য কী? (২) যেসব বাণিজ্য সম্পন্ন হয়েছে বা সাধারণ পরিষেবা পৌঁছনো হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য, (৩) গুরুত্বপূর্ণ পদের আধিকারিকদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর, (৪) কী প্রক্রিয়ায় পরিষেবা অধিগত হয়ে থাকে তার বিবরণ, (৫) পরিষেবা জোগানোর খরচ সম্পর্কিত তথ্য, (৬) পরিষেবার গুণমান (সময়সীমা ইত্যাদি), (৭) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, (৮) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর, (৯) নাগরিকদের কর্তব্য, (১০) সহজ ও উপভোক্তা-বান্ধব ভাষা এবং এমন একটি ডেটা বা তথ্য সংকলন যাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রয়েছে সারা দেশের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের এবং বিভিন্ন পরিষেবা ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।[৬]

এই ধরনের বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে কয়েকটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অধিকাংশ নাগরিক সনদের অসম্পূর্ণতা। পরিষেবা প্রদানের খুঁটিনাটি, পরিষেবা গ্রহণের জন্য আবেদনবিধি, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, দায়িত্বপূর্ণ আধিকারিকদের নাম বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিবরণ হয় একেবারে দেওয়া হয়নি অথবা আংশিকভাবে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যেসব সমীক্ষা গৃহীত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, বিভাগীয় নাগরিক সনদের খসড়া তৈরির কাজে অধিকাংশ কর্মীকেই জড়িত করা হয়নি।

উল্লিখিত সমীক্ষাগুলির ভিত্তিতে আগামী দিনে কী কী করণীয়? এজন্য একটি দ্বিমুখী কর্মকৌশল গ্রহণ করে প্রতিটি সরকারি দপ্তরেই যাতে একটি নাগরিক সনদ থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কর্মকৌশলের রূপায়ণে, প্রথমেই চালু থাকা নাগরিক সনদগুলিকে সংশোধন করে সেগুলি যাতে দশটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি বজায় রাখতে সক্ষম হয় সেটা দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি নাগরিক সনদকে সুশৃঙ্খলভাবে সহমতের ভিত্তিতে রচনা করতে হবে, যাতে করে সেটি বাস্তবসম্মত হয় এবং জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মীদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার দরুন সেই সনদের প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করাও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

মনে রাখতে হবে, দায়সারা কোনও প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হতে পারে না। এক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত উদ্যম নিয়ে এগোবার আগে তিনটি পূর্বশর্ত রয়েছে : অভ্যন্তর থেকেই প্রেরণা জাগাতে হবে, যার অর্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যেই মিশনের আকারে প্রেরণা সঞ্চারিত করে কর্মীদের উন্নততর ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে হবে। সাফল্যের চাবিকাঠি খোঁজার আগে বিদ্যমান সীমিত ক্ষমতা ও বাধাবিপত্তির প্রেক্ষিতেই বাস্তবোচিত মান ও সংকল্প স্থির করে নিতে হবে। প্রয়োজনে বাইরের বিশেষজ্ঞদের (ব্যক্তিবিশেষ অথবা নাগরিক সমাজভুক্ত) সাহায্য নিতে হবে, যাদের দলিল রচনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। জোর দিতে হবে দায়বদ্ধ ব্যবস্থার ওপর। বিশেষ করে অভিযোগ প্রতিকারের কাজে নিয়োজিত আধিকারিকদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে। একই সঙ্গে সংস্থান রাখতে হবে নির্ভরযোগ্য ফিডব্যাক ব্যবস্থার, যাতে করে বিভাগীয় কাজকর্মে ধারাবাহিক উন্নতি ঘটে। একটি সুসংজ্ঞায়িত নাগরিক সনদ এবং একটি অঙ্গীকারবদ্ধ দপ্তর থাকলে নতুন করে আর পরিষেবা ডেলিভারি বা অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিল বা আইনের প্রয়োজন পড়বে না। আগামী দুই বছরের মধ্যে ওই লক্ষ্যপূরণের জন্য চাই ঐকান্তিক প্রয়াস। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে সমগ্র কর্মসূচিই পরিত্যাগ করা সংগত হবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) http://goicharters.nic.in/faq.htm, accessed on 9 January 2018.
(২) http://goicharters.nic.in/charter.htm, accessed on 9 January 2018.
(৩) http://goicharters.nic.in/charter-state.htm, accessed on 9 January 2018.
(৪) http://goicharters.nic.in/cchandbook.htm, accessed on 9 January 2018.
(৫) http://goicharters.nic.in/PGR Guideline.pdf, accessed on 9 January 2018.
(৬) http://pacindia.org/wp-content/uploads/2016/08/Indians-Citizen-Charter.pdf

জন অভিযোগ সুরাহায় তথ্যের অধিকার আইন অন্যতম হাতিয়ার

দেবজ্যোতি চন্দ

অজ্ঞানতা ও উত্তর পেতে দীর্ঘসূত্রিতা পশ্চিমবঙ্গে তথ্যের অধিকার আইন ব্যবহারের প্রতি নাগরিকদের অনীহার প্রধান কারণ। এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ তথ্য আয়োগ ও রাজ্যের জনগণ উভয়কেই এই বিষয়ে সচেষ্ট ও তৎপর হতে হবে। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইনের সুষ্ঠু ব্যবহার নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ তথ্য আয়োগের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক আবেদনকারি সরকারি পরিষেবা বিষয়ে তথ্য কমিশনের মাধ্যমে যথোপযুক্ত উত্তর পেয়েছেন; যা তার সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। একজন সমর্থ, দায়বদ্ধ ও সক্রিয় নাগরিকের কাছে তথ্য এক অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। গণমাধ্যমও তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের জন্য বহুলাংশে সঠিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল। স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও সংবেদনশীল প্রশাসন গড়ার ক্ষেত্রেও তথ্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায় যে সঠিক তথ্য পাওয়া অনেক সময়ই দুরূহ ও সমস্যাসংকুল হয়ে দাঁড়ায়। নানা তুচ্ছ বা আপাতজটিল কারণে নাগরিক তার তথ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং তার জীবন ও জীবিকা নির্বাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

তথ্যকে সীমিত বৃত্তে কুক্ষিগত করে এক কঠোর নিয়ন্ত্রণ-নির্ভর ক্ষমতার কাঠামো আমাদের দেশে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তথ্যের বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ভারত সরকারের উদ্যোগে 'তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫' (Right to Information Act, 2005) সংসদে গৃহীত হয় ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। এই আইনবলে জন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকা তথ্যে নাগরিকের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে ও ব্যবহারের মাত্রা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনের দ্বারা তথ্যের গণতন্ত্রীকরণে সাহায্য হবে ও ত্বরান্বিত হবে সুস্থ ও দায়বদ্ধ সমাজ গড়ার কাজ। ভারতীয় জনজীবনে তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে এই আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "যেহেতু ভারতীয় সংবিধান ভারতকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে আকার দিয়েছে এবং গণতন্ত্রের যথাযথ কার্যকারিতার জন্য সচেতন ও ওয়াকিবহাল নাগরিক ও তথ্যের স্বচ্ছতা নিতান্ত প্রয়োজন এবং দুর্নীতি রোধকে সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে শাসিতের কাছে শাসকবর্গকে ও তাদের পরিচালন কাঠামোকে দায়বদ্ধ করার প্রয়োজন; সেহেতু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জনস্বার্থ ও সরকারি কর্মদক্ষতা ও সীমিত রাজস্বের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং স্পর্শকাতর সংসদের গোপনীয়তা বজায় রাখার সঙ্গে তথ্যের প্রকাশের সংঘাত খুবই স্বাভাবিক। যেহেতু গণতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রাধিকার বজায় রেখে পরস্পরবিরোধী এই বিষয়গুলির সমন্বয় ঘটানোর প্রয়োজন, সেইজন্য যেসব নাগরিক কোনও তথ্য পেতে ইচ্ছুক, তাদের এই তথ্য পাওয়ার অধিকার আইন মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করা বিধেয় বিবেচনা করে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ছাপান্নতম বর্ষে নিম্নলিখিত আইনটি প্রণীত হল।"

তথ্য অভিজ্ঞমহল এই আইনের প্রণয়নকে সাধুবাদ জানিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, এটি একটি 'Sunrise Act', অর্থাৎ উষাকালের উদীয়মান সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনই এই আইন জনমানসকে আলোকিত করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

সরকারি পরিষেবা ও তৎসংক্রান্ত অভিযোগের সুরাহা

বিভিন্ন সময়ে নাগরিকরা তাদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নে নানা সমস্যার

[লেখক রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস কমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপক। ই-মেল : chanda_debjyoti@yahoo.co.in]

সম্মুখীন হন। যেসমস্ত পরিষেবা সরকারি ক্ষেত্র থেকে তাদের পাওয়ার কথা তা অনেক সময় পাওয়া যায় না বা পেতে নির্ধারিত সময়ের থেকে অনেক বেশি সময় লাগতে পারে বা প্রাপ্ত পরিষেবায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে। এই অবস্থায় জনগণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়, যা পুঞ্জীভূত হলে সমাজজীবনে অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকারি পরিবহণ, পঞ্চায়েত ও পুরসভা কর্তৃক প্রদত্ত পরিষেবাসমূহ, শিশু ও নারী কল্যাণ, তপশিলি জাতি ও জনজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তথা নিম্ন আয়ভুক্ত মানুষের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ, ব্যাঙ্ক ও সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পরিষেবা ইত্যাদি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সমস্ত পরিষেবা প্রদানকালে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার সমাধানে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার কিছু বিধিব্যবস্থা বলবৎ করেছে, যা আজ অনেকাংশে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Order No. 1838(150)-PAR(AR) dated 23.12.14 দ্বারা Public Grievance and Assistance Office পয়লা এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে গঠিত হয়েছে; যা নাগরিকের সমস্যার সমাধানে কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তত্ত্বাবধানে খোলা হয়েছে Grievance Redressal Management Cell। home.wb.gov.in>portal> wbhome>cms site-এ গেলে আমজনতা এর কার্যকলাপ বিষয়ে অবগত হবেন। রাজ্যের প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ ও কেন্দ্রের জন অভিযোগ নির্দেশালয় যৌথভাবে সরকারি মন্ত্রক এবং দপ্তরগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য নানা ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে।

রাজ্যের খাদ্য ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরও এই লক্ষ্যে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে।

অভিযোগ সুরাহায় তথ্যের অধিকার আইনের সদ্ব্যবহার

এতসব উদ্যোগ সত্ত্বেও কিন্তু নানা সমস্যার তৎক্ষণাৎ সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। এই অবস্থায় তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইনের সুষ্ঠু ব্যবহার নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ তথ্য আয়োগের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক আবেদনকারি সরকারি পরিষেবা বিষয়ে তথ্য কমিশনের মাধ্যমে যথোপযুক্ত উত্তর পেয়েছেন; যা তার সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়েছে।

তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ সারা দেশে কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে এই আইনের ব্যবহার এত কম যে পর্যবেক্ষকদের তা অনেকাংশে হতাশ করেছে। ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারগুলির সাহায্যে Transparency International India-র সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ২০০৫ থেকে ২০১৬, এই এগারো বছরে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৭৭,৩০২-টি RTI আবেদন গৃহীত হয়েছে, যা সারা দেশের মধ্যে আবেদন সংখ্যার নিরিখে তালিকার নিচের দিক থেকে চতুর্থ। সেই তুলনায় মহারাষ্ট্রে জমা পড়েছে ৫৪,৯৫,৭৮৮-টি আবেদন, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই একই সময়ে কর্ণাটকে ২২,৭৮,০৮২, কেরালায় ২১,৯২,৫৭১, তামিলনাড়ু ১৯,২৩,৩৮৮, গুজরাট রাজ্যে ১০,৩৬,০৬৫-টি RTI আবেদন জমা পড়েছে।

দেশের গড় বার্ষিক RTI আবেদনের প্রেক্ষিতেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তথৈবচ। এই রাজ্যে জমা পড়া গড় বার্ষিক RTI আবেদনের সংখ্যা ৬৬৩.৮, যা উত্তর-পূর্বে কয়েকটি রাজ্যের সাথে তুলনীয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যার দিক থেকে চতুর্থ ও আয়তনের দিকে থেকে ভারতের সপ্তম বৃহত্তম রাজ্য।

অথচ এই আইন লালফিতের ফাঁস সরিয়ে জনগণকে এক অমিতশক্তির অধিকারি করে, যার মাধ্যমে তারা সরকারের কাছ থেকে নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে উত্তর জানতে পারেন। এই সমস্ত উত্তরে কেবল যে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ হয় তা নয়; সমাজজীবনেও এই আইনের গুরুত্ব অসীম। এই আইনকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তাতে দেশের ও দশের প্রভূত উন্নতির অবকাশ সম্ভব।

দেশের এক প্রথম সারির সংবাদপত্র, The Times of India ৬ জানুয়ারি, ২০১৮-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে রাজ্য তথ্য আয়োগের বরিষ্ঠ আধিকারিক সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে যে, RTI সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও উত্তর পেতে দীর্ঘসূত্রিতা পশ্চিমবঙ্গে RTI ব্যবহারের প্রতি নাগরিকদের অনীহার প্রধান কারণ।

এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ তথ্য আয়োগ ও রাজ্যের জনগণ উভয়কেই এই বিষয়ে সচেষ্ট ও তৎপর হতে হবে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৮-'১৯

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্ষোভ-অভিযোগ মেটানো জরুরি

ড. সঞ্জীব কুমার

সম্প্রতি সংশোধিত ক্রেতা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ মাফিক গ্রাহক তার অভিযোগ পেশ করতে পারে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন আদালতে "ক্রেতা" এবং "পরিষেবা" এই শব্দ দু'টির ব্যাখ্যায় ফারাক থাকায় সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এই আইনের প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ক্রেতা সুরক্ষা আইন মোতাবেক, ক্রেতা হচ্ছে কোনও জিনিস বা পরিষেবা খরিদকারী এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা পড়ে পরিষেবার আওতায়। কিন্তু মুফতে এই পরিষেবা মিললে তা এর আওতায় আসে না। সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মোটামুটিভাবে পয়সাকড়ি লাগে না বললে চলে, এক্ষেত্রে তাই ক্রেতা সুরক্ষা আইন প্রয়োগের অবকাশ নেই বলে মনে হয়। এই ধারণা অবশ্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় ক্রেতা বিবাদ নিষ্পত্তি কমিশনের কিছু কিছু রায়ে তার ব্যাখ্যা আছে।

সুপ্রিম কোর্ট স্বাস্থ্যের অধিকারকে সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের আওতায় জীবনের অধিকারের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে স্বীকৃতি দিলেও, সেই অধিকার বলবৎ করার ব্যবস্থাপত্র নেই বললেই চলে। স্বাস্থ্যের অধিকার ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্তব্য এখনও আইনি রূপ না পাওয়ায়, তা বলবৎ করার প্রশ্নটি বস্তুত এ মুহূর্তে ওঠে না বলেই মনে হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবা জোগান এবং পরিষেবার গড়মানের (স্ট্যান্ডার্ড) উৎকর্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ক্ষোভ-নালিশের সুরাহা। এব্যাপারে বহুদিন, বিশেষত হালফিলের কিছু বছরে, রুগি ও সাধারণ মানুষের অসন্তোষ ও নালিশের সুরাহার উপর আরও নজর দিতে, সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ধরনের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্র বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। অভিযোগ জানানো ও তার জলদি নিষ্পত্তির জন্য দুর্ভাগ্যবশত, রুগি বা লোকজনের হাতের কাছে কোনও একক সংস্থা, নীতি বা প্রতিষ্ঠান নেই। বোঝার উপর শাকের আঁটি, ক্ষোভ-অভিযোগ পেশের অন্ধিসন্ধি আদৌ সহজসরল নয়।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ২০১৭-র জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে। এতে মন্তব্য করা হয়েছে, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ (ক্লিনিকাল এসট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১০) মেনে নিয়েছে মাত্র গুটি কয়েক রাজ্য। আইনটি গ্রহণের জন্য বাদবাকি রাজ্যকে বোঝানো হবে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিভাগ এবং চিকিৎসার নীতিনির্দেশিকার গড়মান গ্রহণ ও তার বিকাশে সক্রিয় হওয়াটা হবে এক দিককার শুরু। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে রুগির অধিকার সুরক্ষা (যেমন, তথ্য, চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র, রিপোর্ট মেলা; কোনও বিষয়ে রাজি হওয়ার আগে সেসম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া; অন্য কারও অভিমত জানা এবং গোপনীয়তার অধিকার) আর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্বাস্থ্য পরিচর্যার গড়মান, পরিষেবার খরচপাতি, গাফিলতি ও অনিয়ম নিয়ে বিবাদবিংসবাদ সত্বর নিষ্পত্তির জন্য এই নীতিতে এক স্বতন্ত্র, ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসা ট্রাইব্যুনাল গড়ে তোলার সুপারিশ[i] আছে। ল্যাবরেটরি, স্ক্যান, এক্স-রে ইত্যাদি করার কেন্দ্র; নতুন নতুন পরিষেবা, যেমন, অ্যাসিস্টেড রিপ্রডাকটিভ টেকনিক, সারোগ্যাসি (অন্যের ভ্রূণ গর্ভে ধারণ), স্টেম সেল ব্যাঙ্ক, অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন, ন্যানো মেডিসিন-এর ক্ষেত্রে গড়ে তোলা হবে যথাযথ, স্ট্যান্ডার্ড নিয়ামক কাঠামো। চিকিৎসা ট্রাইব্যুনাল অবশ্য এখনও পর্যন্ত গড়ে তোলা হয়নি।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০, হল দেশের সরকারি বা বেসরকারি যাবতীয় চিকিৎসা সংস্থার রেজিস্ট্রি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এক কেন্দ্রীয় বিধি। আইনটি এসব সংস্থায় সুযোগসুবিধে ও পরিষেবার ন্যূনতম গড়মান ঠিক করে দিয়েছে। রুগিদের কাছ থেকে কতটা ফি নেওয়া যাবে, এতে বলা আছে

[লেখক বরিষ্ঠ গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ। তার কাজকর্মের পরিধির মধ্যে পড়ছে স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন, পুষ্টি এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি ক্ষেত্র। ই-মেল : sanjeevbcc@gmail.com]

তাও। এসব বিধান না মানলে লাইসেন্স বাতিল এবং জরিমানা হতে পারে। বেশ কিছু সংখ্যক রাজ্যে বলবৎ না হওয়াটা এ আইনের সবচেয়ে বড়ো খামতি। ফলে, গোটা দেশে সব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের ন্যূনতম গড়মান নেই। আইনটি সব রাজ্যে চালু হলেও অবশ্য রুগিদের ক্ষোভ-নালিশের ক্ষেত্রে ইতরবিশেষ হ'ত না, কারণ এতে নির্দিষ্ট ন্যূনতম গড়মান ও সেই সঙ্গে এসম্পর্কিত বিধিতে অভিযোগ সুরাহার কোনও সংস্থান নেই। এই আইনমাফিক, সাময়িক বা স্থায়ী লাইসেন্স পেতে গেলে, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ সেল না থাকলেও চলে। কয়েক শ্রেণির হাসপাতালের ক্ষেত্রে নামকাওয়াস্তে এক রুগি নাগরিক সনদ থাকা চাই। এমনকি, এই সনদেও অভিযোগ সুরাহা সেল গড়ে তোলার কথা নাও বলা থাকতে পারে। এথেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দেশে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্ কেন্দ্রীয় নিয়ামক কাঠামোয় রুগির অধিকার বলবৎ করার নেই কোনও সংস্থানই।

সম্প্রতি সংশোধিত ক্রেতা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ মাফিক গ্রাহক তার অভিযোগ পেশ করতে পারে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন আদালতে "ক্রেতা" এবং "পরিষেবা" এই শব্দ দু'টির ব্যাখ্যায় ফারাক থাকায় সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এই আইনের প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ক্রেতা সুরক্ষা আইন মোতাবেক, ক্রেতা হচ্ছে কোনও জিনিস বা পরিষেবা খরিদকারী এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা পড়ে পরিষেবার আওতায়। কিন্তু মুফতে এই পরিষেবা মিললে তা এর আওতায় আসে না। সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মোটামুটিভাবে পয়সাকড়ি লাগে না বললে চলে, এক্ষেত্রে তাই ক্রেতা সুরক্ষা আইন প্রয়োগের অবকাশ নেই বলে মনে হয়। এই ধারণা অবশ্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় ক্রেতা বিবাদ নিষ্পত্তি কমিশনের কিছু কিছু রায়ে তার ব্যাখ্যা আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের "হাসপাতাল সংক্রান্ত নির্দেশগ্রন্থে" (হসপিটাল ম্যানুয়াল) ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, বিভিন্ন বিভাগ ও ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালে সুষ্ঠু কাজকর্মের জন্য বিধান দেওয়া আছে। নির্দেশগ্রন্থটিতে নাগরিক সনদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে নালিশ ফয়সালা ব্যবস্থার কথাও ভাবা হয়েছে ম্যানুয়ালটিতে। এর পরিশিষ্টে কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালের জন্য নাগরিক সনদের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক হাসপাতালে একজন অভিযোগ মীমাংসাকারী আধিকারিক রাখার কথা বলা হয়েছে। থাকবে অভিযোগপত্র জমা নেওয়ার বাক্স। জমা পড়া অভিযোগ পঞ্জিভুক্ত করতে হবে। নিতে হবে ফয়সালার ব্যবস্থা। অভিযোগের দিকে নজর রাখা ও তার সুরাহার জন্য হাসপাতাল প্রধানের নেতৃত্বে থাকবে এক কমিটি। নাগরিক সনদ রূপায়ণের বিষয়াদি দেখভাল করতে নিয়োগ করতে হবে একজন নোডাল অফিসার।

এব্যাপারে একটি উদ্যোগ বেশ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় স্বাস্থ্য পোর্টাল মারফত, ২০১৭ সালে 'মেরা আসপাতাল'[ii] অ্যাপ চালু করেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই উদ্যোগের লক্ষ্য শর্ট মেসেজ সার্ভিস (এসএমএস), আউটবাউন্ড ডায়ালিং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও ওয়েব পোর্টালের মতো ব্যবহারকারী-বান্ধব উপায়ের মাধ্যমে হাসপাতাল পরিষেবা বিষয়ে রুগিদের প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) জানা। মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব পোর্টালে সাতটি ভাষায় রুগি তার মতামত জানাতে পারে; গত ৭ দিনে তার হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারে।

রুগি ইতোপূর্বে তার জমা দেওয়া ফিডব্যাকের বিষয়ে কী করা হয়েছে, তা যাচাই করে নিতেও পারে। ফিডব্যাক সংকলন ও বিশ্লেষণ করার পর তা অ্যাপের ড্যাশবোর্ডে রেখে হাসপাতাল, জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সংশ্লিষ্ট সকলের গোচরে আনার ব্যবস্থা আছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরিষেবার উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য 'মেরা আসপাতাল' যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সরকারকে সাহায্য করে। এর দরুন বাড়ে রুগির অভিজ্ঞতা। রুগি ঠিকঠাক যত্নআত্তি পেতে সক্ষম হয়। 'মেরা আসপাতাল' এক দায়বদ্ধ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এটি দয়াদাক্ষিণ্য পাওয়া নয়; এই ব্যবস্থায় লাগাম

থাকবে রুগিদের হাতে। অ্যাপের ড্যাশবোর্ডে ফিডব্যাকের মোট সংখ্যা, হাসপাতালের নামধাম, ফিডব্যাক পাঠানো রুগিদের মধ্যে কত জন তার মতামত নিয়ে গৃহীত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট, তার উল্লেখ থাকবে।

কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার অধীন ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর হসপিটালস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারসও (NABH)[iii] ক্ষোভ-অসন্তোষ ও আবেদন খাতিয়ে দেখে। স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নির্দিষ্ট গুণমানের স্বীকৃতি দিতে গড়ে তোলা হয় এই ন্যাভ। গ্রাহকদের বহু প্রতীক্ষিত প্রয়োজন পূরণ এবং স্বাস্থ্য শিল্প ক্ষেত্রের উন্নতির স্বার্থে মাপকাঠি নির্ণয়ের জন্য এই বোর্ডের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শিল্প, গ্রাহক, সরকার-সহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় পক্ষ একে সহায়তা করলেও, বোর্ড কাজকর্ম চালায় তার নিজস্ব বিচারবিবেচনা মতো। ন্যাভের কাজকর্ম মূলত বোর্ডে রেজিস্ট্রিকৃত বা তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট গুণমানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য পরিচর্যাকারী সংস্থাগুলিকে কেন্দ্র করে।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল আইন, ১৯৫৬ মোতাবেক, ভারতের মেডিক্যাল কাউন্সিল[iv] নৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংহিতা (কোড) ২০০২ জারি করেছে। এতে চিকিৎসকদের জন্য পেশাদারি আচার, কেতা ও নীতগত গড়মানের নির্দেশ আছে। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল বা ভারতের মেডিক্যাল কাউন্সিলে অভিযোগ পেশ করা যায়। পেশাদারি অসদাচারণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল চিকিৎসককে যথোপযুক্ত সাজা বা তার নাম একটি নির্দিষ্ট

কালের জন্য বা চিরতরে রেজিস্টার থেকে কেটে দেবে। অন্য কোনও চিকিৎসক যাতে এপথে পা না বাড়ায়, সেজন্য, এই শাস্তির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা থাকে। কোড ভাঙার মধ্যে পড়ে রুগিকে অবহেলা, রুগির স্বার্থকে গুরুত্ব না দেওয়া, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা, রুগি ধরার চেষ্টা ইত্যাদি।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন[v] হল চিকিৎসার আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার ডাক্তারদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য ডাক্তারদের স্বার্থের পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ। এই প্রতিষ্ঠানের সালিশি ও অভিযোগ সেল আছে। ফি মাসে একবার সেলের বৈঠকে নালিশ খতিয়ে দেখা হয় এবং সংস্থার রাজ্য সদর দপ্তর ও অন্যান্য শাখার মাধ্যমে তার নিষ্পত্তির চেষ্টা চলে। এযাবৎ অ্যাসোসিয়েশনের সদর দপ্তরের সালিশি ও অভিযোগ সেলে জমা পড়ে ১৬২-টি নালিশ। এর মধ্যে ৮৮-টি অভিযোগ পাঠানো হয় রাজ্য ও স্থানীয় শাখায়। সদর কার্যালয়ে ফয়সালা হয় ৫৫-টি অভিযোগ। নিষ্পত্তির জন্য বকেয়া আছে ১৯-টি কেস। জাতীয় গ্রাহক হেল্পলাইনেও চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো যেতে পারে। ডাক্তারি এক মহান পেশা এবং চিকিৎসক অবশ্যই তার কাজে যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করবেন এবং যথোচিত মাত্রায় যত্ন নেবেন। আইন একথা বলে না, যে খুব উঁচুমানের

কুশলতা ও যত্ন চাই। তবে একেবারে নিরেস যত্ন এবং দক্ষতাও সে বরদাস্ত করে না।

দিল্লি ও গুড়গাঁও (অধুনা গুরুগ্রাম)-এর কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল, সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি হাসপাতালে হালফিলের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার সুবাদে এটা স্পষ্ট যে ক্ষোভ-অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির উপায় বের করা জরুরি দরকার। সব সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে এব্যবস্থার অভাব নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১৭-র দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এক নিয়ামক কর্তৃপক্ষ গঠন রুগিদের ক্ষোভ-নালিশ সত্বর সুরাহার লক্ষ্যে অনেক সাহায্য করবে।❑

সহায়ক সূত্র :

(i) National Health Policy, 2017, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, 2017
(ii) Mera Aspatal, http://meraaspataal.nhp.gov.in/about us accessed on 9th January 2018
(iii) http://www.nabh.co/a accessed on 9th January 2018
(iv) https://www.mciindia.org/Activit/WebClient/footer/guidelineForComplaint accessed on 9th January 2018
(v) http://ima-india.org/ima/free-way-page.php?pid=2
(vi) https://imahg.blogspot.in/2017/12/straight-from-heart-ima-grievances-cell.html
(vii) http://nationalconsumerhelpline.in/medicalnegligence.aspx

উল্লেখপঞ্জি :

http://cghs.gov.in/index1.php?lang-1&level-1&sublinkid-6022&lib-3947
http://meraaspataal.nhp.gov.in/
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=149307
http://www.mciindia.org/documents/vigilance/whistle blower policy PIDPI.pdf
https://imahg.blogspot.in/2017/12-straight-from-heart-ima-grievances-cell.html
http://nationalconsumerhelpline.in/Annual Report 2016-17.pdf
http://nationalconsumerhelpline.in/medicalnegligence.aspx

রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য উপযোগী

প্রকাশিত হল সামিম সরকারের

মিসলেনিয়াস স্ক্যানার এন্ড প্র্যাকটিস সেট

●ডব্লুবিসিএস স্ক্যানারের মতো বিগত বছরের (২০০০-২০১৩) প্রশ্নের সংকলন ও ট্রেন্ড অ্যানালিসিস ●১৫ টি প্র্যাকটিস সেট ●বিভিন্ন পরীক্ষায় আগত ১০০০+ জেনারেল স্টাডিজের প্রশ্ন এবং সমাধানসহ অঙ্ক ●১২০০+ জেনারেল স্টাডিজ এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স **MCQ**

8599955633
9038786000

প্রকাশিত হল

সামিম সরকারের

ডব্লুবিসিএস প্ল্যানার

●কেরিয়ার হিসাবে WBCS ●WBCS এর সাত সতেরো ●কেরিয়ার কাউন্সেলিং ●কাদের জন্য নয় WBCS ●প্রস্তুতির গোড়ার কথা ●প্রাক্ প্রস্তুতি উদ্যোগ ●সাফল্যের রোডম্যাপ ●কেন প্রিলিম ? ● বিগত বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগত প্রশ্নের পরিসংখ্যান ও ট্রেন্ড বিশ্লেষণ ●বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোক পাত ●প্রিলিম পাশের কেমিস্ট্রি ●নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ●উত্তরপত্র পূরণের টিপস ● কাট অফও টার্গেট স্কোর ● অপশনাল চয়নের কাউন্সেলিং ●অপশনাল বিষয়গুলি ভালো-মন্দ দিক ● কোয়ালিটি উত্তর লেখার কৌশল এবং আরো অনেক কিছু।

পোস্টাল কোর্স

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের 'Inclusive Postal Course'। পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস। সঙ্গে থাকছে অজস্র ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট। নোটসগুলি তৈরি করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং সম্পাদনা করেছেন **সামিম সরকার**। মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু ক্লাস করার সুযোগও। **কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন**। পোস্টাল কোর্সে রয়েছে—•প্রিলি এবং মেনসের ১০০% কমনযোগ্য নোটস্ •১৫০টিরও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট • ডব্লুবিসিএস অফিসার দ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন • নির্বাচিত কিছু ক্লাস। • প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজি এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

আপনি কি গ্র্যাজুয়েট ?

তাহলে আপনার লক্ষ্য হওয়া উচিত WBCS

কারণ **WBCS** সহজ পরীক্ষা এবং **WBCS** কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। অতি সাধারণ মেধার ছাত্রছাত্রীরা **WBCS** অফিসার হতে পারে যদি থাকে তার তীব্র জেদ, পরিশ্রম করার মানসিকতা এবং সঠিক গাইডেন্স। **WBCS** এর প্রস্তুতি নিলে কোনও না কোন একটা চাকরি পাওয়াই যায়।

WBCS 2019 - এর ব্যাচে ভর্তি চলছে।
আসন সংখ্যা সীমিত।

WBCS 2019 - এর ক্লাস শুরু 17 ই মার্চ, 2018 থেকে

সামিম স্যারের কাছে কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় চলে আসুন যেকোনো শনিবার / রবিবার

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in

9038786000
9674478600
9674478644

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

বৈদ্যুতিন-প্রশাসন মারফত জন অভিযোগ সুরাহা

ড. যোগেশ সুরি, দেশগৌরব সেখরি

ভারতে পরিষেবার গড়মান বিশ্বে সেরাদের সমতুল হয়ে ওঠা দরকার। সুতরাং, নয়া ভারত, ২০২২-এর লক্ষ্যে পৌঁছতে কিছু সর্বাধুনিক ও উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগ মারফত জন অভিযোগ মেটানোর জন্য কৌশলগত পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিন-প্রশাসন প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে এবং সেগুলির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। এর সঙ্গে বৈদ্যুতিন-প্রশাসনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য পৌঁছে দেওয়া ও মানুষের আরও বেশি অংশগ্রহণ জন অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থায় ভারতকে বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী দেশ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। কারণ, পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগে ই-পরিষেবা ক্রমশ বড়ো ভূমিকা নিচ্ছে।

'ন্যূনতম সরকার সর্বাধিক প্রশাসন' (অর্থাৎ, সরকারি কেতাকানুনের বোঝা কমানো ও জনমুখী দায়বদ্ধ প্রশাসন)-এর বুনিয়াদ রূপে জন অভিযোগ ফয়সালা নতুন ভারত, ২০২২-র এক প্রধান দিক। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে ভারতে বিগত ক'বছরে অসাধারণ ও আনকোরা সব উদ্যোগের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন-প্রশাসনের বাড়বৃদ্ধি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির দৌলতে বহু অনলাইন জন পরিষেবার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও রাজ্য সরকার সাড়ে তিন হাজারের বেশি বৈদ্যুতিন পরিষেবা দিচ্ছে। এহিসেব বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের জাতীয় বৈদ্যুতিন-প্রশাসন বিভাগের তরফে দেওয়া। ন্যাশনাল ইনফরমেটিকস সেন্টার জানিয়েছে, তারা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের ৮ হাজারের বেশি পোর্টাল ও ওয়েবসাইটের দেখভালের দায়িত্বে আছে।

সেবোত্তম ও কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ নিষ্পত্তি ও নজরদারি ব্যবস্থা

ভারত সরকারের মন্ত্রক/দপ্তরগুলির কাজকর্মজনিত জন ক্ষোভ-অভিযোগের জন্য নীতি নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের কাজে নিয়োজিত প্রধান দপ্তর হল প্রশাসন সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ। এই দপ্তর "সেবোত্তম" নামে এক কাঠামো তৈরি করেছে। সেবোত্তম মানে জন পরিষেবায় উৎকর্ষ। এই প্রকল্প অনুসারে, প্রতিটি সরকারি দপ্তরে অবশ্যই একটি করে নাগরিক সনদ থাকবে। সনদটি হচ্ছে পরিষেবার গড়মান (স্ট্যান্ডার্ড) ও সময়োপযোগিতা-সহ প্রধান প্রধান পরিষেবা, জন অভিযোগ ফয়সালা ব্যবস্থা, জন পরিষেবার গড়মানের উন্নতি ও মূল্যায়নের বিবরণ। পরিষেবা জোগানে প্রভাব ফেলে বলে গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া, কর্মীদের প্রেরণা এবং পরিকাঠামোও গুরুত্ব পেয়েছে।

দপ্তর এই কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থা চালু করেছে ২০০৭ সাল থেকে। কেন্দ্রীভূত, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও দক্ষভাবে জন অভিযোগের নিষ্পত্তির দিকে নজর রাখতে ভারত সরকারের এ এক অগ্রণী উদ্যোগ। নির্দিষ্ট মানের (স্ট্যান্ডার্ডআইজড) ওয়েব-ভিত্তিক সমাধান এবং অনলাইন, ডাক ও হাতে জমা দেওয়া অভিযোগ রেজিস্ট্রি ও তা নিষ্পত্তির এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা এটি। এতে বর্তমানে যুক্ত আছে ১৩৯-টি মন্ত্রক/দপ্তর/রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং অন্যান্য বড়ো প্রতিষ্ঠান। হরিয়ানা, ওড়িশা, মিজোরাম, রাজস্থান, মেঘালয়, পুদুচেরি, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড এবং পাঞ্জাব এই ৯-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সরকারি দপ্তরে চালু এই ব্যবস্থায় স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ আছে।

কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা মারফত পাওয়া অভিযোগ পাঠিয়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/দপ্তরে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/দপ্তর সেসবের

[ড. যোগেশ সুরি, উপদেষ্টা ও দেশ গৌরব সেখরি, পরামর্শদাতা (অভিযোগ এবং গবেষণা), নীতি আয়োগ। ই-মেল : yogesh.suri@gov.in, dg.sekhri@nic.in]

ফয়সালা করে। প্রশাসন সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অভিযোগ মীমাংসার কতটা কী অগ্রগতি হল খতিয়ে দেখে। অভিযোগে নজর রাখতে এব্যবস্থা কাজে লাগাচ্ছে অনেক রাজ্য সরকারও। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার শুরুটা তো বেশ ভালোই, জন অভিযোগ পেশ ও তা নিষ্পত্তির এক বড়ো উপায় হয়ে উঠতে এর ব্যাপ্তি অনেক বাড়ানো প্রয়োজন। বেশি অভিযোগ জমা পড়া দপ্তরগুলিতে সংস্কারের জন্য মূল কারণাদি ও মনোযোগ দেওয়ার দিকগুলি চিহ্নিত করতে এব্যবস্থায় প্রাপ্ত তথ্য আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা দরকার। এই ব্যবস্থায় সংহতি আনতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/মন্ত্রক/ প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

প্রশাসন সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ, জন অভিযোগ কল সেন্টার ও ট্যুইটার পরিষেবার মতো প্রকল্প চালু করে উদ্ভাবনামূলক কাজকর্মে অবদান রাখছে। সত্বর চালু হতে চলেছে বাড়তি সুযোগসুবিধে সমেত কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার এক নয়া সংস্করণও। তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সুরাহার দিকে যেতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শংসাপত্র দিচ্ছে। সংস্কারে নজরদারি করতে অনলাইন ড্যাশবোর্ড শীঘ্রই চালু হতে চলার কথাটিও উল্লেখযোগ্য।

জন পরিষেবা আইন

বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া ও অভিযোগ সুরাহার জন্য ২০১১-র ডিসেম্বরে লোকসভায় পেশ করা এক বিলে সরকার নাগরিক অধিকারের প্রস্তাব রেখেছিল। এই বিলে বাধ্যতামূলক নাগরিক সনদ ঘোষণা, নাগরিক সনদ লঙ্ঘিত হলে অভিযোগ ফয়সালার ব্যবস্থা, দোষী আধিকারিকের জরিমানা এবং সেই জরিমানার টাকা আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণরূপে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। পঞ্চদশ লোকসভা ভেঙে দেওয়ায় বিলটি অবশ্য তামাদি হয়ে যায়। এক নয়া আইন তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে। জন অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি কর্মসূচি চালুর আশা করা হচ্ছে এবং কর্মসূচি থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা নতুন আইন বানাতে সাহায্য করবে।

উমাঙ্গ

বৈদ্যুতিন প্রশাসনে মোবাইল ফোনের গুরুত্ব বেড়ে চলায়, সরকার সম্প্রতি চালু করেছে ইউনিফায়েড মোবাইল অ্যাপলিকেশন ফর নিউ-এজ গভর্ন্যান্স (UMANG)। এটি উদ্ভাবন করেছে বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং জাতীয় বৈদ্যুতিন প্রশাসন বিভাগ। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবা—দেশের যাবতীয় বৈদ্যুতিন প্রশাসন পরিষেবার নাগাল পেতে নাগরিকদের জন্য একটি মঞ্চের (প্ল্যাটফর্ম) ব্যবস্থা করেছে এই উমাঙ্গ। এতে একটি অ্যাপ্লিকেশন মারফত নাগরিকরা পেতে পারে বহু রকম সরকারি পরিষেবা। স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট এবং ডেস্কটপের মাধ্যমে একাজ সারা যায়।

মাইগভ

MyGov.in হচ্ছে সাধারণ নাগরিককে যুক্ত করে এক অসাধারণ ও সর্বাধুনিক অংশগ্রহণমূলক শাসন উদ্যোগ। ২০১৪-এ এর সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তথ্য মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে এবং জনমত জানতে এখন এই প্ল্যাটফর্ম এক অপরিহার্য হাতিয়ার। এর দৌলতে দেশের শাসন প্রক্রিয়ায় মানুষ তাদের মতামত জানানোর সুযোগ পায়। MyGov কাজে লাগাচ্ছে ১৭ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি ব্যবহারকারী। সপ্তাহে এটা ১০ হাজারের বেশি পোস্ট পায়।

অন্যান্য নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবা

এটা বেশ আশার কথা যে, বেশ কিছু রাজ্য সরকার নাগরিকদের অভিযোগ পেশের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করেছে। উত্তরপ্রদেশে লোকবাণী প্রকল্প সহজ উপায়ে সরকারি পরিষেবার ব্যাপারে ক্ষোভ-অভিযোগ জানাতে মানুষকে সাহায্য করে। কিয়স্ক সেন্টার মারফত নালিশ জানানোর ১৫ দিনের মধ্যে তার ফয়সালা করে ফেলা হয়। এছাড়াও, আছে বৈদ্যুতিন-প্রশাসনের মাধ্যমে অভিযোগ সুরাহার্থে জনশুনানি বা ই-সম্বাদ পোর্টাল। এখন সমস্ত লোকবাণী অভিযোগ এই পোর্টালে পাওয়া যায়।

সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে বৈদ্যুতিন-সংযোগের জন্য রাজ্যগুলির উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হল অন্ধ্রপ্রদেশের অনলাইন পোর্টাল 'aponline.gov.in'। এর real-time governance initiative-এর অঙ্গ হিসেবে যুক্ত আছে একটি অভিযোগ সুরাহা চ্যানেল। এই চ্যানেলটির নাম পিপল ফার্স্ট বা www.meekosam.ap.gov.in। পিপল ফার্স্ট মোবাইল অ্যাপ-এর সূচনা হয় ২০১৭-র সেপ্টেম্বরে। অনলাইন অভিযোগ জানানোর জন্য কেরলে আছে ই-পরিবহণ।

এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ, ই-মেল ইত্যাদির মাধ্যমেও অভিযোগ করা যায়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে জন অভিযোগ

সরকার ও সরকারি সংস্থার ব্যাপারেই কেবলমাত্র জন অভিযোগ সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটা মাথায় রাখা দরকার। পণ্য বা পরিষেবা কিনলে, তা নিয়ে মানুষের ভূরি ভূরি অভিযোগ থাকতে পারে, যা কি না ক্রেতা সুরক্ষার আওতায় পড়ে। এসব ক্ষেত্রে গ্রাহককে নালিশ জানানোর সুযোগ দিতে ক্রেতা বিষয়ক দপ্তর সংযুক্ত অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থার (ইনটিগ্রেটেড গ্রিভান্স রিড্রেসাল মেকানিজম—INGRAM) পোর্টাল চালু করেছে। এই প্ল্যাটফর্মে শামিল করা হয়েছে ক্রেতা, সরকারি সংস্থা, বেসরকারি কোম্পানি, বিভিন্ন নিয়ামক কর্তৃপক্ষ, কল সেন্টার-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে।

ভবিষ্যতের ছবি

জন পরিষেবা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরও অগ্রগতির জন্য গুটিকয়েক মৌল নীতি অনুসরণ করা দরকার। এসবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নগদবিহীন পরিষেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা; সকলের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তি ও পরিচয়; আধার নির্ভর সরাসরি উপকার হস্তান্তরের লক্ষ্য; ফর্ম ও প্রক্রিয়া সহজসরল করা ও বৈদ্যুতিন প্ল্যাটফর্ম।

সচিব গোষ্ঠী সুশাসন নিয়ে তার প্রতিবেদনে বলেছে যে পরিষেবা জোগান দেওয়ার জন্য নিযুক্ত কর্মীদের সামর্থ্য বাড়ানো, হালফিলের জ্ঞানগম্যি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা, প্রক্রিয়াগুলি মসৃণ করা, যথাযথ নজরদারি এবং আরও স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মীদের মনোভাবে পরিবর্তন আনা দরকার। পরিষেবার অধিকার আইন মোতাবেক, তাদের প্রাপ্য অধিকারের বিষয়ে লোকজনের সচেতনতাও জরুরি। এই আইনের আওতায় আবেদন ও অনুরোধ জানানোর ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়া সহজ করে তোলা চাই। বৈদ্যুতিন-প্রশাসনের মাধ্যমে অভিযোগ পেশের জন্য বিকল্প উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এর পাশাপাশি, সচেতনতা বাড়ানো ও ঝুটঝামেলা ছাড়াই অভিযোগ পেশের ক্ষেত্রে গঠনমূলক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য নাগরিক সমাজ ও গণ মাধ্যমের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ রেখে চলতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে এসব ইস্যু অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবাদে সরকারের বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। সরকারি কর্মীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা, বিভিন্ন প্রকল্পে উপকৃতদের তথ্যভাণ্ডারের ডিজিটাইজেশন, আধারের সঙ্গে সংযুক্ত করা, পয়েন্ট অব সেলস যন্ত্র ব্যবহার এবং আধার সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা হস্তান্তরের দরুন মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ায় যথেষ্ট উন্নতি নজরে এসেছে। আধারের জন্য টাকাকড়ি নয়ছয় রোখা সম্ভব হয়েছে। উপকৃতদের তালিকা থেকে ভুতুড়ে নাম কাটা পড়েছে। সরাসরি উপকার হস্তান্তর প্রকল্পের আওতায়, রান্নার গ্যাস ও কিছু রাজ্যে খাদ্যে ভরতুকি চালু হয়ে গেছে। আধার সংযুক্তির কারণে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনাও আরও বেশি ফলপ্রদ।

ই-তাল ওয়েব পোর্টাল থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালে ৩ হাজার কোটির বেশি বৈদ্যুতিন লেনদেন হয়েছে। দিনপিছু ৮.২০ কোটি। ২০১৩-তে প্রতিদিন এই লেনদেনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৫ লক্ষ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। এই পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগে ই-পরিষেবা ক্রমশ বড়ো ভূমিকা নিচ্ছে। এমনকি দেশের দূরদূরান্তেও লোকজনের হাতে হাতে মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোন থেকে বোঝা যায়, বছর কয়েক বাদে নগদ লেনদেনের দিন প্রায় শেষ হয়ে যাবে।

জন অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে এক অগ্রণী উদ্যোগ। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার নয়, রাজ্য সরকারের জন্যও জন অভিযোগ মীমাংসার এ এক বড়ো প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠতে পারে। প্রধান প্রধান সব আঞ্চলিক ভাষায় এই পোর্টালের সুযোগ মেলা উচিত।

বছর পনেরোর মধ্যে, ভারতে পরিষেবার গড়মান (স্ট্যান্ডার্ড) বিশ্বে সেরাদের সমতুল হয়ে ওঠা দরকার। নাগরিকদের জন্য যাবতীয় সরকারি পরিষেবা অনলাইন করার উদ্যোগ নিতে হবে। লাইসেন্স, পারমিট, সার্টিফিকেট, রেজিস্ট্রি ইত্যাদির জন্য মানুষকে যেন সরকারি অফিসে হাঁটাহাঁটি বা সরকারি কর্মীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলার দরকার না পড়ে। ইতোমধ্যে ২০-টি রাজ্যে জন পরিষেবা জোগান আইন চালু হয়েছে। বাদবাকি রাজ্যগুলিরও এব্যাপারে এগোনো দরকার।

সারণি-১
ই-তাল-এ লেনদেনের সংখ্যা (১০ লক্ষে)

বছর	মোট লেনদেন	মাসপিছু লেনদেন
২০১৩	২,৪১৮	৬.৫
২০১৪	৩,৫৭৭	৯.৬
২০১৫	৭,৬০৮	২০.৭
২০১৬	১০,৮৯৮	২৯.৬
২০১৭	৩০,১৯১	৮২.৫

সূত্র : etaal.gov.in

ক্রেতা অভিযোগের ব্যাপারে, সুরাহা ব্যবস্থাকে আরও নিপুণ ও খোলামেলা করতে তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম সদ্ব্যবহারে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। তাদের অধিকার ও অভিযোগ নিষ্পত্তির সুযোগ সম্বন্ধে নাগরিকদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্য পূরণের জন্য 'জাগো গ্রাহক জাগো'-এর মতো উদ্যোগকে প্রধান অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া কনফোনেট (Computerisation and Computer Networking of Consumer Forums—CONFONET) প্রকল্পে গ্রাহক অধিকার সম্পর্কিত তথ্যাদি অনলাইন জানানো ও কেস সত্বর নিষ্পত্তির জন্য সব ক্রেতা সংগঠনকে কম্পিউটারচালিত এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলার (নেটওয়ার্ক) ব্যবস্থা করতে হবে।

সুতরাং, নয়া ভারত, ২০২২-এর লক্ষ্যে পৌঁছতে কিছু সর্বাধুনিক ও উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগ মারফত জন অভিযোগ মেটানোর জন্য কৌশলগত পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিন-প্রশাসন প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে এবং সেগুলির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। এর সঙ্গে বৈদ্যুতিন-প্রশাসনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য পৌঁছে দেওয়া ও মানুষের আরও বেশি অংশগ্রহণ জন অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থায় ভারতকে বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী দেশ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।❑

অভিযোগ নিষ্পত্তি : মেয়েদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ

ভি. আমুথাভাল্লি

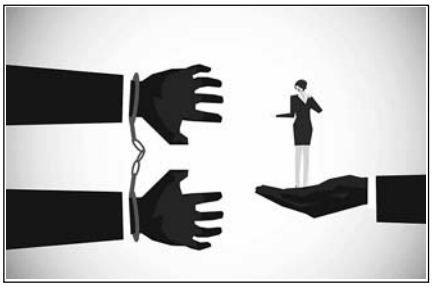

কর্মস্থল এবং পারিবারিক গণ্ডিতে মহিলাদের তোলা বিভিন্ন অভিযোগ নিরসনের জন্য নানান পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা পথ এগিয়েছে সরকার। মহিলাদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত চুক্তির (কনভেনশন অন এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন (CEDAW), তথা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল), মহিলাদের ক্ষমতায়নে জাতীয় নীতি এবং বৈষম্যবিহীন এক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শর্তানুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে সরকার। মহিলাদের বিশেষ প্রয়োজনগুলি মেটাতে এই সমস্ত প্রকল্প ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

জন অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপত্র কেমন, তার ওপরেই নির্ভর করে কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও দক্ষতা। ধরেই নেওয়া যেতে পারে যেকোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের বিভিন্ন ধরনের অভাব-অভিযোগ থাকবেই। সময়মতো এইসব অভিযোগের খবরাখবর নেওয়া ও তার নিষ্পত্তির ব্যবস্থাই নাগরিকদের কল্যাণে সচেষ্ট সুষ্ঠু প্রশাসনের লক্ষণ। এই লক্ষ্যে ভারত সরকারের তরফে বেশ কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। একেবারে শীর্ষ স্তরে এই ধরনের অভিযোগের দেখভাল করার জন্য প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে দু'টি নির্দিষ্ট সমন্বয়কারী সংস্থা রয়েছে :

(১) কর্মীবর্গ, জন অভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রকের অধীন প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ।

(২) ক্যাবিনেট সচিবালয়ের জন অভিযোগ মহানির্দেশালয়। ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বে গঠিত অভিযোগ নিরসনের জন্য সচিবদের স্থায়ী কমিটি ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক/দপ্তরের অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাপত্র খতিয়ে দেখে।

প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সেই সমস্যার দিকটি চিহ্নিত করে, যেখান থেকে বার বার অভিযোগ আসছে। সমস্যার এই দিকগুলি প্রথমে খতিয়ে দেখা হয়; তারপর সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতে কোনও সংশোধন আনা প্রয়োজন কি না, তা সুপারিশ করা হয়। বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ ও সেবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারি দপ্তরগুলি নির্দিষ্ট আধিকারিক মোতায়েন করেছে। রিসেপশন ও অন্যান্য সুবিধাজনক স্থানে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নাম, পদমর্যাদা, রুম নম্বর, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি সব টাঙিয়ে দেওয়া থাকে।

কর্মস্থল এবং পারিবারিক গণ্ডিতে মহিলাদের তোলা বিভিন্ন অভিযোগ নিরসনের জন্য নানান পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা পথ এগিয়েছে সরকার। মহিলাদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত চুক্তির (কনভেনশন অন এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন (CEDAW), তথা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল), মহিলাদের ক্ষমতায়নে জাতীয় নীতি এবং বৈষম্যবিহীন এক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শর্তানুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে সরকার। মহিলাদের বিশেষ প্রয়োজনগুলি মেটাতে এই সমস্ত প্রকল্প ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, শিশুদের মধ্যে ছেলে-মেয়ের অনুপাতের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং শিশুকন্যা হত্যার মতো সামাজিক ব্যাধি দূর করতে নারী ও শিশু বিকাশ দপ্তর, এবং কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। কর্মরত মহিলাদের জন্য হস্টেল, ওয়ান স্টপ সেন্টার, অল্প সময় থাকার জন্য আবাস, বৃদ্ধাশ্রম ইতাদি তথা নারী, শিশু ও প্রবীণদের জন্য হেল্পলাইনের ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য

[লেখক আইএএস, তামিলনাড়ু সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের অধিকর্তা। ই-মেল : amuthakalyan@gmail.com]

পদক্ষেপ নিয়েছে এই দপ্তর। সামাজিক বিভিন্ন আইনকানুন, যেমন, পারিবারিক হিংসা আইন, ২০০৫; পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৬১; বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬; কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানির হাত থেকে সুরক্ষা প্রদানের আইন, ২০০৭ এবং পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের দেখভাল ও কল্যাণ আইনের রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে এই দপ্তর, যাতে ভারতীয় সংবিধানে মহিলা, শিশু ও প্রবীণ নাগরিকদের যে সুরক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে তা সুনিশ্চিত করা যায়।

ভারতীয় সংবিধানের ১৫(১) এবং (৩) ধারায় সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। আবার ১৪ নং ধারার এমন সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে যা কোনওমতেই লঙ্ঘন করা যায় না। ১৫ নং ধারায় বৈষম্য দূরীকরণের যে বক্তব্য স্পষ্টভাবে পেশ করা হয়েছে তার বলে বলীয়ান হয়েই রাজ্যগুলি মহিলাদের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারে; যার মাধ্যমে ১৪ নং ধারায় উল্লিখিত সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব। সংবিধানে ২১ নং ধারায় দেশের প্রতিটি নাগরিকদের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২১ নং ধারার সেই অধিকারের শর্ত তখনই পূরণ হবে যখন মানুষ 'সম্মান' নিয়ে বাঁচতে পারবে।

পরিবারের মধ্যে মহিলাদের জন্য অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থাপত্র

পারিবারিক হিংসা আদতে সম্মান নিয়ে বাঁচার অধিকারকেই লঙ্ঘন করে। সম্মানজনক জীবনের শর্তপূরণ করতে শুধু কিছু পদ্ধতিগত রক্ষাকবচের কথাই বলা হয়নি, বরং এ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা তথা 'কার্যকরী প্রক্রিয়া' হাতে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে ২১ নং ধারায়। ব্যক্তিগত পরিসরে 'বেসরকারি পক্ষ' বা 'রাষ্ট্রবহির্ভূত পক্ষ' যে হিংসা চালায়, যেমন কি না গার্হস্থ্য হিংসার কথাই ধরা যাক—এগুলির সমাধানের পথ খোঁজাটা বেশ কঠিনই বটে। ন্যায়বিচার সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তা নিয়েও একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। ব্যক্তিগত পরিসরে

যে হিংসা চলে, তাকে স্পষ্টভাবে বিবৃত করতে হবে আইনে এবং সেই সঙ্গে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও করতে হবে।

দিল্লিতে ২০১২ সালে নৃশংস সেই ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর সরকার বিশেষভাবে একটি 'নির্ভয়া' তহবিল গঠন করেছে। মহিলাদের নিরাপত্তায় গৃহীত বিশেষ প্রকল্পগুলির রূপায়ণ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, তার দেখভালের জন্যই এই তহবিল গঠন। ভারতীয় সংবিধানে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যে বিধান রয়েছে, তার পাশাপাশি নারী ও শিশু বিকাশ দপ্তর আরও বেশ কিছু উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত বিভিন্ন রাজ্য সরকাররের উপর।

মহিলাদের নিরাপত্তা বিধান তথা মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই পথ অনুসরণ করে মহিলাদের অধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনার মোকাবিলার জন্য রাজ্যগুলি মহিলাদের জন্য নিজস্ব রাজ্য কমিশনও গঠন করেছে। যেসমস্ত মহিলা পণপ্রথা, পারিবারিক হিংসা, যৌন হয়রানি, অপহরণ ও যৌন নিগ্রহের মতো ঘটনার শিকার হয়েছেন, তারা দ্রুত সুবিচার চাইতে রাজ্যের মহিলা কমিশনগুলির দ্বারস্থ হতে পারেন। জনগণের মতামত, ইত্যাদি শোনার জন্য রাজ্য মহিলা কমিশন গণশুনানিরও আয়োজন করে থাকে। এর পাশাপাশি রয়েছে স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য শিশু অধিকার কমিটি। অন্যান্য শ্রেণি, যেমন সর্বসাধারণের অভিযোগ নিরসনের পাশাপাশি শিশুর অধিকারের ওপর আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এই কমিটি।

কর্মস্থলে মহিলাদের অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা

সামাজিক আইনগুলি সম্বন্ধে একটা পুস্তিকা তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। 'কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি (নিষিদ্ধকরণ, প্রতিরোধ এবং নিরসন) আইন, ২০১৩'-এর বিষয়ে পোস্টার তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলি মুদ্রিত করে সমস্ত জেলায় পাঠানো হয়েছে, যাতে সবার চোখে পড়ে এমন কোনও জায়গায় সেগুলো টাঙানো যায়। মেট্রোরেল এবং এমটিসি-র বাসেও এই পোস্টারগুলো সাঁটা হয়েছে। নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ নেওয়ার একটা অভিনব ব্যবস্থা চালু করেছে সরকার, যার পোশাকি নাম—SHe–Box (www.mwcdshebox.nic.in)।

কোনও মহিলা সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করুন বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে, তিনি সরকারি ক্ষেত্রে কাজ করুন বা বেসরকারি ক্ষেত্রে,

এই ইলেকট্রনিক বক্সের সুবিধা সবাই নিতে পারবেন তথা সেখানে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন। প্রত্যেক মহিলার জন্য এই একক জানালা অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সরকারের তরফে এক অভিনব উদ্যোগ। কর্মস্থলে যৌন হয়রানির শিকার যেকোনও মহিলা এই পোর্টালের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন। SHe–box-এ অভিযোগ জমা পড়লে, সরাসরি সেই কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যার এবিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে।

সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্র, পরিবারে, সমাজে বা কর্মস্থলে হিংসার শিকার হয়েছেন এমন মহিলাদের সাহায্য করার লক্ষ্যে ভারত সরকার 'সখী' নামক এক বিশেষ প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছে। এটি একটি ওয়ান স্টপ সেন্টার (OSC)। সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে হিংসার শিকার হওয়া মহিলাদের একই ছাতার তলায় এক সুসংহত (চিকিৎসা সংক্রান্ত, আইনি, পুলিশি সাহায্য) সহায়তা দেওয়াই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

নিপীড়িত মহিলাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই ওয়ান স্পট সেন্টারের কর্মকর্তাদের তাদের করণীয় বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করা হচ্ছে। নিপীড়িত মহিলাদের সহায়তা দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক, সুরক্ষা আধিকারিক, স্থানীয় পুলিশকর্মী, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ জনগোষ্ঠী ভিত্তিক সংস্থাগুলিকেও সচেতন করা হচ্ছে। ওয়ান স্টপ সেন্টারগুলিতে কাউন্সেলর নিয়োগ করা হয়েছে নিপীড়িত যেসব মহিলা এই সেন্টারে নিজে থেকে এসেছেন বা কারও সূত্র ধরে এসেছেন, তাদের মানসিক ও সামাজিক সহায়তা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে এই সেন্টার।

সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া মহিলাদের হেল্পলাইনের সর্বজনীনকরণ বা ইউনিভার্সালাইজেশন অব উইমেন হেল্পলাইন প্রকল্পের সূত্রে একটি একক অভিন্ন নম্বরের মাধ্যমে দুর্দশায় পড়া মহিলাদের ২৪ ঘণ্টা ধরে তাৎক্ষণিক ও আপৎকালীন পরিষেবা দেওয়ার সংস্থান করা হচ্ছে। হেল্পলাইনে সংশ্লিষ্ট মহিলার বিষয়টিকে হয় রেফার (যেমন, পুলিশ, ওয়ান স্টপ সেন্টার ও হাসপাতালের মধ্যে সংযোগসাধনের মাধ্যমে) করে দেওয়া হয়, নতুবা সংশ্লিষ্ট মহিলার জন্য কোন সরকারি প্রকল্প প্রযোজ্য, সেবিষয়ে তাদেরকে অবগত করানো হয়।

আরও বেশি করে তথ্য ভাগাভাগি করে নেওয়া এবং দপ্তরের মধ্যে আরও উন্নত নলেজ ম্যানেজমেন্টের জন্য সহজে ব্যবহারোপযোগী অনলাইন এমআইএস রিপোর্টিং ব্যবস্থার সুবিধা-সহ একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। দপ্তরের নানা প্রকল্প, আইনি বিষয় ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে ওয়েবসাইটটিকে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

অভিযোগ নিরসনের অন্যান্য ব্যবস্থা

তথ্যের অধিকার আইন। জনকল্যাণ ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, জনসাধারণকে সেবিষয়ে অবগত করার জন্যই এই আইন। বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেতেও সাহায্য করে এই আইন। জন অভিযোগ নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার ও বিভিন্ন পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি এই কাজে কত সময় লাগতে পারে, অভিযোগের নিরসনের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, অভিযোগ জমা দেওয়ার নিয়মাবলী, অভিযোগ প্রমাণে কোনও তথ্য প্রমাণ লাগবে কি না, পরিষেবার মান, যিনি অভিযোগ জানাচ্ছেন তার অধিকার; তথা অভিযোগকারী, আবেদনকারী এবং পরিষেবা প্রদানের কাজে যে কর্মীরা নিয়োজিত রয়েছেন, তাদের কাছ থেকে কী কী আশা করা হচ্ছে, এসবই রয়েছে **নাগরিক সনদে (সিটিজেন্স চার্টার)।**

গ্রামের মানুষের অভিযোগ নিরসনের জন্য গ্রাম স্তরে **গ্রামসভার** বৈঠক আহ্বান করা হয়। মজবুত পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে।

নাবালক বিচার আইন (জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট)-এর মাধ্যমে শিশুদের হোমগুলির ওপর নজরদারি চালানো হয়। শিশুদের চিহ্নিত করার ব্যবস্থাও চালু রয়েছে। শিশুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে কি না বা শিশুদের পাচার করা হচ্ছে কি না ইত্যাদির ওপরও নজরদারি চালানো হয় ও তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ৪০ হাজারেরও বেশি মহিলার কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের মীমংসা করেছে এই দপ্তর এবং বিভিন্ন রাজ্যে ৬ হাজারেরও বেশি বাল্য বিবাহের ঘটনা রুখে দিয়েছে।

কর্মরত মহিলাদের প্রভূত সাহায্য করেছে **হস্টেল আইন**। হস্টেলগুলিকে কর্মরত মহিলাদের নিরপত্তা-সহ খাদ্য ও বাসস্থানের মৌলিক সুযোগসুবিধাগুলি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পিতা, মাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য **প্রবীণ নাগরিক আইনের** আওতায় রাজস্ব বিভাগ স্তরে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। সন্তানরা পিতা-মাতার দেখভাল না করলে তাদের কাছ থেকে ভরণপোষণের খরচ আদায় করতে সাহায্য করে এই ট্রাইব্যুনাল।

পরিশেষে

অভিযোগ নিরসনের যেকোনও ব্যবস্থায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের একটা মজবুত কাঠামো থাকা চাই। প্রাপ্ত ও নিরসন হওয়া অভিযোগের সংখ্যা, মীমাংসা হওয়ার ঘটনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো বিষয়গুলির পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে হবে। একই সঙ্গে প্রায়শই যেসমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় বা সরকারি দপ্তরগুলি বার বার যে ভুলগুলি করে, সেগুলির নথি তৈরি করে পর্যালোচনা করা উচিত। জন পরিষেবার প্রতি দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি একটি কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি।

সবশেষে একটা কথা বলা যায় যে, যেকোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন শক্তিশালী হয়, তেমনই এই প্রতিষ্ঠানগুলি সুনাম তথা এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি জনগণের আস্থা দুই-ই বাড়ে। তাই অভিযোগগুলিকে উপকারী বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করে এই সমস্ত অভিযোগকে উন্নতির সোপান হিসাবেই দেখা দরকার।❑

স্বচ্ছ ভারত : অভ্যাস বদলে জনসংযোগই চাবিকাঠি

পরমেশ্বরণ আইয়ার

স্বচ্ছতার লক্ষ্যে এক কদম

কেবল কতগুলো শৌচালয় বানানো হল, নিছক সেই সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস ত্যাগ করা জনগোষ্ঠীর মাপকাঠিতেই ফলাফল বা সাফল্যের খতিয়ান পরিমাপ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই বিষয়টি সঞ্চালন করছেন, স্বচ্ছ ভারত মিশনের মুখ্য প্রচারক হিসাবে। এই মিশনের অগ্রগতিতে তা এক জবরদস্ত অনুঘটকের কাজ করেছে, আর এই ব্যাপারটাই আগেকার স্যানিটেশন কর্মসূচিগুলির সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত মিশনের মৌলিক পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

বিগত চার দশক সময়পর্ব জুড়ে দেশে বেশ কিছু গ্রামীণ স্বাস্থ্য-বিধান কর্মসূচি চালানো হয়েছে। যে সরকারই যখন ক্ষমতায় এসেছে, এই ধরনের কোনও-না-কোনও প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এদেশের গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধান বা স্যানিটেশনের প্রথম দিকের উদ্যোগগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালের কেন্দ্রীয় 'গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি' (Central Rural Sanitation Programme) এবং ১৯৯৯ সালে প্রথমোক্ত কর্মসূচিটিরই খোলনলচে বদলে 'সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধান প্রচারাভিযান' (Total Sanitation Campaign বা TSC) নাম দিয়ে চালু করা প্রকল্পটি। এছাড়াও অতি অবশ্যই নামোল্লেখের দাবি রাখে 'নির্মল ভারত অভিযান' কর্মসূচিটিও। কিন্তু 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' প্রকল্পটি বিপুল সাড়া জাগানো এক জন-আন্দোলনের রূপ নিয়ে আগের কর্মসূচিগুলির থেকে ধারে ভারে নিঃসন্দেহে অনেক এগিয়ে। বিশ্বের বৃহত্তম স্যানিটেশন কর্মসূচি, 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' শুধুমাত্র শৌচাগার নির্মাণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সীমিত গণ্ডি পেরিয়ে আজ এক বৃহত্তর জন-আন্দোলনে পরিণত, যাতে শামিল জনগোষ্ঠীগুলি।

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা, অর্থাৎ গোটা দেশকে পূর্ণ স্যানিটেশনের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এযাবৎ কতটা কী অগ্রগতি ঘটেছে সেই বিষয়েই এক ঝলক আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। শুরুতেই কর্মসূচিটির সারসংক্ষেপ দেখে নেব এক ঝলকে। তারপর এযাবৎ অগ্রগতি এবং লক্ষ্যমাত্রার কতটা কাছাকাছি পৌঁছানো গেছে, সেই আলোচনার শেষে তৃণমূল স্তরে কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরার চেষ্টা করব। যার মধ্যে দিয়ে, জনগোষ্ঠী নেতৃত্বে শামিল হওয়ার দরুন কর্মসূচিটির মাধ্যমে সুফললাভের নিরিখে যে সর্বোচ্চ মানের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে, সেই আলোচনায় ফিরব। এছাড়াও বর্তমান নিবন্ধটিতে এসংক্রান্ত বিবিধ প্রচারাভিযান এবং আয়োজিত অনুষ্ঠান কীভাবে সংগত করে চলেছে একে এক জন-আন্দোলন রূপে এগিয়ে নিয়ে যেতে, তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। জনমানসে দীর্ঘদিন ধরে লালিত বদভ্যাসে বদল ঘটাতে জনসংযোগের গুরুত্ব এবং এসংক্রান্ত প্রচারের সময় যে মানুষটি যেভাবে বুঝবেন, ঠিক সেইভাবে তার কাছে বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া, এই দু'টি বিষয়ের প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে ২০১৯ সাল নাগাদ 'স্বচ্ছ ভারত' গঠন এবং তা বজায় রাখার লক্ষ্য অর্জনের পথের দিশা খোঁজা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

বিগত ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর তারিখে লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে তার অনবদ্য ভাষণে আহ্বান জানিয়েছিলেন এক পরিচ্ছন্ন ভারত গঠনের জন্য। আর সেই ব্যতিক্রমী অ্যাডভেঞ্চারে শামিল হয়ে সাফল্য পেতে সফলভাবে ভারতকে পথপ্রদর্শনও করেন। বাড়িতে শৌচাগার আছে, শতকরা হিসাবে দেশে এমন পরিবারের সংখ্যা ২০১৪ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে,

[লেখক কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : param.iyer@gov.in]

এমনটাই প্রত্যক্ষ করছি আমরা। গৃহস্থ বাড়িতে বিগত মাত্র তিন বছরের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক, ৬ কোটি শৌচালয় তৈরি হয়েছে। শৌচালয় আছে এমন পরিবারে সংখ্যা ২০১৪ সালে ছিল ৩৯ শতাংশ, আর বর্তমানে সেই সংখ্যাটাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬ শতাংশেরও বেশি। কাজেই বলা যেতে পারে, স্বাস্থ্যবিধানের বা স্যানিটেশনের নিরিখে স্বাধীনতার পর গত ৬৭ বছর লেগে গেছে যে সাফল্য অর্জন করতে, বিগত মাত্র তিন বছরেই ভারত তার সমপরিমাণ সাফল্য অর্জন করে দেখিয়েছে। সিকিম, কেরালা, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, গুজরাট এবং অরুণাচলপ্রদেশ, এই সাতটি অঙ্গরাজ্য তথা চণ্ডীগড় ও দমন এবং দিউ, এই দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকায় উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজ পুরোপুরি বন্ধ করা গেছে। ওই সব এলাকাকে ঘোষণা করা হয়েছে Open Defecation Free (ODF) অঞ্চল হিসাবে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন মারফত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রত্যক্ষ করা গেছে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের প্রবণতা কমাতে। মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনে চেষ্টা চালানো, প্রয়োজনের ভিত্তিতে ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, ফলাফল ক্রমাগত পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ে নজর দেওয়ার সম্মিলিত ফলস্বরূপই এই সাফল্য এসেছে। এই কর্মসূচিতে শুধু উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধই নয়, সেই অভ্যাস যাতে মানুষ বরাবর বজায় রাখে তার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাই কেবল কতগুলো শৌচালয় বানানো হল, নিছক সেই সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস ত্যাগ করা জনগোষ্ঠীর মাপকাঠিতেই ফলাফল বা সাফল্যের খতিয়ান পরিমাপ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই বিষয়টি সঞ্চালনা করেছেন, স্বচ্ছ ভারত মিশনের মুখ্য প্রচারক হিসাবে। এই মিশনের অগ্রগতিতে তা এক জবরদস্ত অনুঘটকের কাজ করেছে, আর এই ব্যাপারটাই আগেকার স্যানিটেশন কর্মসূচিগুলির সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত মিশনের মৌলিক পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন যেহেতু ইতোমধ্যে অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে, তাই এই মুহূর্তে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে জনগোষ্ঠীগুলি তথা ব্যক্তি বিশেষও যেন ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের স্যানিটেশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার পাশাপাশি নিজেদের আশপাশের বাতাবরণকে নির্মল রাখাকে নিজের দায় হিসাবে দেখে সক্রিয়ভাবে সেকাজে লেগে পড়েন। মানুষ যদি নিজের সাবেক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটায় এবং অস্থিমজ্জায় মিশে থাকা দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙে নিজের অভ্যাসকে চিরতরে পালটে ফেলার পথে হাঁটেন, একমাত্র তা হলেই সেব্যাপারটা সম্ভবপর হতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ভারত মিশনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে মানুষের সাথে মুখোমুখি জনসংযোগ বা Interpersonal Communication (IPC)। ঘরে ঘরে গিয়ে সচেতনতার বার্তা প্রচার, গ্রামে ভোরের দিকে মাঠঘাটের মতো যেসব জায়গায় সাধারণভাবে মানুষজন প্রাতকৃত্য সারতে যান, সেখানে তাদের পিছনে পিছনে উপস্থিত হয়ে তাদের লজ্জায় ফেলা এসবই মুখোমুখি জনসংযোগেরই ধরন বিশেষ। মিশনের কর্মকাণ্ডে গতি আনতে সংস্কারসাধনের জন্য আমজনতাকে শামিল করা তথা সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রচারাভিযান চালানো, এই দুয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশের সমস্ত গ্রামে বিভিন্ন বিষয়ে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এক অনন্য 'স্বচ্ছগ্রহী বাহিনী' গড়ে তোলা হয়েছে। এরা হলেন স্বচ্ছতা কর্মকাণ্ডের পদাতিক সেনা। গ্রামের লোকেদের একেবারে ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে সরাসরি কথাবার্তা বলে স্বচ্ছতার বার্তা পৌঁছাবেন তারা। Management Information System (MIS)-এ মোটের উপর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ স্বচ্ছগ্রহী নাম নথিভুক্ত করেছেন এবং দিন দিন সেই সংখ্যাটা দ্রুত বাড়ছে। গ্রামে গ্রামে মিটিং চলাকালীন স্বচ্ছগ্রহীরা স্পর্শকাতর দিকগুলিকে টার্গেট করে জনমানসে সরাসরি ধাক্কা দেওয়ার নীতিকে হাতিয়ার করেছে। Community Approaches to Sanitation (CAS) Programme নামক কর্মসূচিটির সূত্রে দেশের সমস্ত জেলায় মাস্টার ট্রেনারদের মাধ্যমে সমীক্ষা এবং মিটিং পরিচালনা করা হয়। এই জায়গাতেই, গ্রামবাসীদের মধ্যে, শৌচাগারের সঙ্গে যেসব স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি জড়িত রয়েছে তথা মানুষের মজ্জাগত সাবেক অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটাতে শৌচাগার কীভাবে সহায়ক হয়ে ওঠে, সেই বোধ চাগিয়ে তোলা হয়। যেমন কি না কেউ যদি নিজের পরিবার ও সন্তানদের প্রতি যত্নবান ও চিন্তাশীল হন, নিজের সামাজিক মর্যাদা বিষয়ে গর্ববোধ করেন, সমাজে গণ্যমান্য হয়ে উঠতে চান, তাকে বাড়িতে শৌচাগার বানাতেই হবে। শৌচাগারের সঙ্গে যে ঘরের মেয়ে-বৌদের নিরাপত্তা ও মানসম্মানের প্রশ্নটি বিশেষভাবে জড়িত, পরিবারের সকলের শরীর স্বাস্থ্যের ভালোমন্দের দিকটি জড়িত, এই বোধটা গ্রামবাসীদের জনমানসে ছড়িয়ে দিতে পারা গেছে বলেই তারা আজ নিজে থেকেই বাড়িতে শৌচালয় বানাতে ও তা ব্যবহারে উৎসাহিত হচ্ছেন। সরাসরি বাড়িতে শৌচাগার বানাতে উপদেশ না দিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা-ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর পর্ব চালিয়ে যাওয়া হয়। এই আলোচনার দৌলতেই এক সময় গ্রামবাসীরা নিজে থেকেই বুঝে যান যে, তাদের নিজের তো বটেই, গোটা পরিবারের জন্যও বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ ও তার নিয়মিত ব্যবহার এক অন্যতম সেরা বিকল্প। এভাবেই তারা নিজে থেকেই বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এই ধরনের আলোচনার একটা উদাহরণ পেশ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বচ্ছগ্রহীরা প্রথমেই খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন করে থাকেন, একজন মানুষ একবারে কতটা মলত্যাগ করে; ২০০ থেকে ৪০০ গ্রাম, ৪০০ থেকে ৬০০ গ্রাম, নাকি ৬০০ গ্রামের থেকে বেশি? প্রশ্নের কয়েকটি বিকল্প উত্তরও তাদের জানিয়ে দেয় প্রশ্নকর্তা নিজেই। অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকেই উত্তর মেলে, ৫০০ গ্রামের মতো। ফের উত্তরদাতাকে হিসাব কষে জানানো হয়, সেক্ষেত্রে পাঁচজনের একটি পরিবার দিনে একবার মলত্যাগ করলে সেই বর্জ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় আড়াই কেজি। আর এরকম চারটি পরিবার ধরলেই দিনে ১০ কেজির মতো মল উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকছে। মাছি ইত্যাদির মাধ্যমে সেই মল বাহিত হয়ে

গ্রামের প্রায় সব মানুষের খাবারে মিশে যাচ্ছে। এবারে আপনি বুঝুন এর ফলাফল কী হতে পারে? এইভাবে ক্যুইজের আকারে যদি সমস্ত আলোচনাটি চালানো হয়, তবে তা জনমানসে সরাসরি গিয়ে জোরে ধাক্কাটা দেয়। সে ধাক্কায় কাজের কাজটাও হয় খুব বেশি রকম।

বয়স, জাতি, ধর্ম, স্ত্রী বা পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই স্বচ্ছগ্রহী হতে পারেন। শিশু, কিশোরেরা বিশেষ করে সবচেয়ে উৎসাহী স্যানিটেশন চ্যাম্পিয়ন হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে ইতোমধ্যেই। 'বানরসেনা' নাম দিয়ে ছোটো বাচ্চাদের একটি দল গড়া হয়েছে। দেশের সব জেলাতেই কিছু মানুষের বদভ্যাসই হল সব সময়ই উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ। তারা যাতে তা না করতে পারেন, সেটা দেখাই এই বাচ্চাদের কাজ। কোনও লোককে সেই অপকর্ম করতে দেখলেই তারা কখনও বাঁশি ফুঁকে, কখনও গান জুড়ে, এমন বালখিল্য উপায়ে তাদের শান্তিভঙ্গ করে উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগে বাধা সৃষ্টি করে। আবার কখনও বা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের কুপ্রভাবের সম্পর্কে বার্তা দিয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করার কাজটা করে থাকে। বানরসেনা সকাল সকাল দল বেঁধে হাজির হয়ে যায় গ্রামের মধ্যে মাঠেঘাটে যেখানে মানুষ প্রাতঃকৃত্য সারতে যান সেখানে। এইসব মানুষকে ডেকে ডেকে তারা বাড়িতে শৌচালয় তৈরি ও ব্যবহার করতে বলে। সাময়িকভাবে তারা উন্মুক্ত স্থানে ত্যাগ করা বিষ্ঠা মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে দিতে অনুরোধ জানায়, যাতে করে মলের মাধ্যমে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব না দেখা দেয়। পাড়ায় পাড়ায় লোকের বাড়ি বয়ে গিয়েও এইসব বাচ্চা স্বচ্ছ ভারত মিশনের বার্তা প্রচার করে থাকে। যেহেতু এসব বাচ্চা তাদের পাড়া বা মহল্লারই বাসিন্দা, তাই মানুষজন এদের এই একনাগাড়ে স্বচ্ছ ভারতের গুণগান গেয়ে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হন না বা কিছু মনে করেন না। এভাবেই বানরসেনা গঠনের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে গোষ্ঠীরই একটা অংশকে শামিল করে বেশ জোরদার এক সামাজিক ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ভারতের প্রচারকার্যে লাগানো গেছে। প্রশাসন তথা সমাজের উপর

তলা থেকে নির্দেশ দিয়ে কাজ না করিয়ে বানরসেনার মতোই অন্যান্য আরও সব উদাহরণ থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে যে, জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকেই এই মিশনের কাজে নেতৃত্বদানে সক্ষম এমন উপযুক্ত চ্যাম্পিয়ানকে চিহ্নিত করলে তার দৌলতে কাজের কাজ হয় বেশি। তিনি বা তারাই অনেক বেশি সুষ্ঠুভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে চাগিয়ে তুলতে পারেন। এভাবে এগোলে জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সংশ্লিষ্ট গ্রামকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন করে তোলার লক্ষ্যপূরণে একজোট হয়ে কাজ করার তাগিদ দেখা দেবে।

ক্ষেত্রীয় স্তরে মিশনের আওতায় যেসমস্ত কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে, তার আরও জোরদার ও ব্যাপক মাত্রায় প্রচারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রচারাভিযানের রূপরেখা তৈরি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাধ্যমে দেশে কতটা কী কাজকর্ম হচ্ছে, সেই তথ্য, পরিসংখ্যান ও বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও এসব ক্যাম্পেন বা প্রচারাভিযানের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য, মানুষকে উত্তরোত্তর আরও বেশি করে এই মিশনে শামিল হওয়ার আহ্বান জারি রাখা তথা স্বচ্ছ ভারত মিশনের এই জন-আন্দোলনের রূপটিকে ধরে রাখা। গত ২০১৭ সালের মে মাসে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রক এক আগ্রাসী নতুন ক্যাম্পেন শুরু করে। 'দরজা বন্ধ' নামক এই প্রচারাভিযানে প্রতীকী অর্থে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম চিরতরে বন্ধ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন এই প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছেন। বাড়িতে শৌচালয় থাকা সত্ত্বেও যেসব মানুষ তা ব্যবহার না করে মাঠেঘাটে শৌচকর্ম করে থাকেন, মূলত তাদের জন্যই এই বিজ্ঞাপন। চিত্রাভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মাও স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রচারাভিযানে অংশ নিয়ে মহিলাদের এই ইস্যুতে সামনে এগিয়ে আসতে উৎসাহ জুগিয়েছেন, নিজের নিজের গ্রামে একাজে তাদের নেতৃত্বদানে শামিল হয়ে সরব হতে বলেছেন। এই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরেরা স্বচ্ছ ভারত মিশনকে জাতীয় মাত্রায় এক অনবদ্য স্বীকৃতি এনে দিয়েছে গণমাধ্যমের দৌলতে জনমানসে সামাজিক চেতনার বীজ বুনে। এমনকি মূলধারার হিন্দি সিনেমাতেও স্বচ্ছতা বিষয়বস্তু হিসাবে ঠাঁই করে নিয়েছে। অক্ষয় কুমার ও ভূমি পেডনেকর অভিনীত 'টয়লেট : এক প্রেম কথা' আদ্যান্ত একটি মশালা হিন্দি সিনেমা হওয়া সত্ত্বেও তার মূল কাহিনীটি এগিয়েছে স্বচ্ছতার মতো একটি সামাজিক ইস্যুকে ঘিরে। বাস্তব পরিস্থিতি কী এবং তৃণমূল স্তরে স্বচ্ছ ভারত মিশন কী ধরনের কাজ করছে সেই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে বার্তা দেওয়া হয়েছে ছবির গল্পের পরতে পরতে। শ্বশুর কুসংস্কারের বশে বিরোধিতা করে বাড়িতে শৌচালয় বানাতে মানা করায় ছবির সদ্যবিবাহিতা নায়িকা তার স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে এগিয়েছে ঘটনাক্রম। বাস্তব জীবনে এই ধরনের চরম পদক্ষেপ নেওয়ার উদাহরণ হয়তো ব্যতিক্রমী হিসাবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু

যবে থেকে স্বচ্ছ ভারত মিশন চালু হয়েছে, শৌচালয়ের দাবি জানিয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষায় গ্রাম ভারতের মেয়েরা যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তার বহু নমুনা আমরা ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি। আর এধরনের প্রতিবাদের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে পালন করা হয় 'স্বচ্ছতাই সেবা' পক্ষ। গোটা দেশে এই স্বচ্ছতা পক্ষ পালনে শামিল হয়েছিলেন নয় কোটিরও বেশি মানুষ। এদের মধ্যে ওই সময়ে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে স্বচ্ছতা কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাশ্রম দান করেছেন, স্বচ্ছতার জন্য শপথবাক্য পাঠ করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন আর কেউ বা পরিচ্ছন্নতাকে বিষয়বস্তু করে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা তৈরি করেছেন। এই রকম এক বড়োমাপের কর্মযজ্ঞে এত বিপুল সংখ্যক নাগরিক শামিল হওয়ার দৌলতে এই পক্ষ এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে যায়। যা কিনা আগামী দিনের কাজের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এদেশের সেলিব্রিটি মহলের তরফ থেকেও এই স্বচ্ছতা অভিযান দরাজ সহায়তা পেয়েছে। ভারতীয় হকি দল বেঙ্গালুরুকে পরিচ্ছন্ন করতে হাত লাগিয়েছে। গোটা দেশজুড়েই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বচ্ছতা অভিযানে বেঙ্গালুরুকে পরিচ্ছন্ন করতে হাত লাগিয়েছে। গোটা দেশজুড়েই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বচ্ছতা অভিযানে শামিল। নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় স্বচ্ছতা অভিযানে শামিল হয়ে তথা স্বচ্ছতার উপর স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও তৈরি করে ভারতীয় ক্রিকেট দলও এই জন-আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ভিডিওগুলি তাদের ম্যাচ চলাকালীন টিভিতে সম্প্রচারিত হয়। এই রকম ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে কর্মযজ্ঞ চালানোর ফলে স্বচ্ছতা আন্দোলন এক অন্য মাত্রা পায়। ফলত, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের বিষয়টি এক ধাক্কায় অনেকটা ব্যাপক পরিসর লাভ করে। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের অগ্রগতির উপরও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে স্বাস্থ্যবিধি বা স্যানিটেশনের বিষয়টির সঙ্গে বহু ফ্যাক্টর জড়িত থাকে। যেগুলি কি না আবার স্বচ্ছ ভারত মিশনে সাফল্য পেতে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। এইসব ইস্যুগুলির সঠিকভাবে সুরাহা করে নিরাপদ স্যানিটেশনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এক অতি জটিল কাজ। স্বচ্ছ ভারত মিশনে তাই দেশের রাজ্যগুলিকে নিজের নিজের প্রয়োজনমতো কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে লক্ষ্যপূরণে যথেষ্ট নমনীয়তার সঙ্গে কাজ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনায় দরকার মতো আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারাভিযান চালানো, স্থানীয় লোকশিল্পীদের প্রচারের কাজে লাগানো, বয়স্ক নাগরিক ও ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজনের ব্যবহার উপযোগী বিশেষ ধরনের টয়লেট প্রযুক্তি শামিল করা-সহ আরও দরকারি উদ্যোগ গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

দেশে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজ-বিহীন গ্রামের সংখ্যা ইতোমধ্যে ৩ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। কীভাবে গ্রামগুলি এই বাহবা পাওয়ার মতো কাজটি করে দেখালো, কোন কোন জেলা তাদের এই যাত্রাপথে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তাদের সেই সাফল্য কাহিনীকে তুলে ধরাটাও কিন্তু মিশনের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। কারণ এখনও এমন বহু জেলা রয়ে গেছে, যারা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের থেকে বেশ অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। এদের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে তারা দরকারি শিক্ষা নিতে পারবে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রকও জেলা ও ব্লক স্তরীয় আধিকারিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বা শিবিরের বন্দোবস্ত করে থাকে। এই প্রসঙ্গে, রাজস্থানের বিকানের জেলার স্যানিটেশন কর্মসূচির উদাহরণ টানা যেতে পারে। শুষ্ক থর মরুভূমির মাঝে অবস্থিত এই জেলাটিতে উল্লিখিত কর্মসূচি চালানোর সময় বহু ধরনের কৃষ্টিগত ও ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু যখন 'Banko Bikano' অভিযান চালানো হয়, তা সব্বাইকে চমকে দেয়। অন্যান্য সরকারি কর্মসূচিগুলি যখন কেবল লক্ষ্যমাত্রা পূরণকে পাখির চোখ করে এগিয়েছে, এই ক্যাম্পেনে ফোকাস করা হয়েছে জনগোষ্ঠীকে শামিল করে তাদের মাধ্যমে ও নেতৃত্বেই কর্মসূচি পরিচালনার উপর। সর্বোপরি এই কর্মসূচির মূল সুরটি রাখা হয় মহিলাদের আত্মসম্মান, ইজ্জত ও আব্রু রক্ষা, পরিবারের সম্মান, গ্রামের ইজ্জত, এভাবে সবশেষে টানা হয় জেলার সম্মানরক্ষার প্রসঙ্গ। এই ভাবনাকে ঘিরেই স্থানীয় ভাষায় তথা রীতিকে ব্যবহার করে গ্রামীণ বিকানেরের গোটা সমাজজীবনের চালচিত্রকে মুড়ে ফেলা হয়। এবং কর্মসূচিটি তখন নিজের ঠিক করা অভিমুখ অনুযায়ী উড়াল দেয়, নিতান্ত এক সরকারি প্রকল্পের ঘেরাটোপে আবদ্ধ না থেকে।

গ্রাম ভারতের জনমানসে স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতার সুঅভ্যাসকে চারিয়ে দিতে হলে, গতানুগতিক পথে হেঁটে জমি পাওয়া যাবে না, এজন্য সুসংহত ও উদ্ভাবনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোতে হবে। আর মানুষের সাবেক অভ্যাস বদলের লক্ষ্যে প্রচারের কাজ কিন্তু একনাগাড়ে চালিয়েই যেতে হবে, ODF তকমা মেলার পরই তা থামিয়ে দিলে চলবে না। কারণ, মানুষ পুরোনো অভ্যাস সহজে ছাড়তে চান না, একটু ঢিলে দিলেই সে অভ্যাস চাগিয়ে উঠতে বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না। নিগরানি বা নজরদারি সমিতির মাধ্যমে তাই মাঠঘাটের মতো সেসব জায়গায় গ্রামের মানুষ আগে মলত্যাগ করতে যেত, সেখানে নিয়মিত হানা দিতে হবে। এই রকম আঁটোসাঁটো নজরদারি দীর্ঘদিন যাবৎ চালিয়ে গেলে তবেই মানুষ ধীরে ধীরে সাবেক অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় প্রসঙ্গ টেনে যেমন বলেছেন যে, ODF মর্যাদা বা তকমা অর্জন তথা তা বজায় রাখাটা গোটা দেশের যৌথ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ সবার দায়, দায়িত্বও তাই সকলের। স্বচ্ছ ভারত মিশনের মধ্যে মানুষের কল্পনার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। সব্বাইকে শামিল করে এই মিশন এখন জনগণের জন্য জনগণ চালিত জন-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। মাত্র ৩ বছরের মধ্যেই ৩০ কোটির বেশি গ্রামবাসী ভারতীয় শৌচালয়ের নাগাল পেয়েছেন। মিশন দ্রুতগতিতে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রাকে ছুঁতে চলেছে, ২০১৯ সালের ২ অক্টোবর তারিখের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রীতিবিহীন এক আক্ষরিক অর্থে পুরোদস্তুর স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন সফল করতে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকীতে সেটাই হবে তাঁর উদ্দেশে দেশের আপামর মানুষজনের যথাযথ শ্রদ্ধার্ঘ্য।❑

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অর্থসংস্থান : নতুন প্রস্তাবনা

কবিতা সিং

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের হালচালের ওপর অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেরই প্রভাব পড়ে। ভারতে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য সংস্থান বাড়াতে হলে, কর ও ভরতুকি ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও পুনঃপরীক্ষণ জরুরি। কারণ, এর অনেকগুলিই রোগভোগের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। স্বাস্থ্যহানিকর পণ্যের ওপর বেশি কর চাপানোর কিংবা স্বাস্থ্যকর পণ্যের ওপর ভরতুকি প্রদানের বিষয়টি এখানে এসে পড়ে। ২০১৭-'১৮-র বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম জিনিসপত্রে (যেমন, খাবারদাবার, সার, পেট্রোপণ্য) ভরতুকি বাবদ সরকারের ব্যয়ের ১০ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে।

উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং নীরোগ এবং সুস্থসবল নাগরিকের সংখ্যা বাড়ানো যে-কোনও দেশেরই অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই খাতে দেশের বাইরে থেকে অর্থসংস্থানের পরিসর খুব দ্রুত কমে আসছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয় বৃদ্ধির সুযোগও বেশি নেই, কারণ কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির কাজটিও এসব দেশে বেশ কঠিন।

ভারতে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়াতে গেলে অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে খরচ কমাতে হবে। কিন্তু, ওই সব ক্ষেত্রগুলিও ইতোমধ্যেই অপ্রতুল ব্যয়বরাদ্দের সংকটের সম্মুখীন।

অথচ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলি (MDG বা Millennium Development Goals) অর্জন করে সুস্থায়ী বিকাশ লক্ষ্যের (SDG বা Sustainable Development Goals) পথে এগোনোর প্রাথমিক শর্ত হল উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা। সেজন্য, সব দিক বিচার করে ভারসাম্যযুক্ত অর্থসংস্থান ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলার জন্য চাই নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবনী দিশানির্দেশ।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা MDG-র পথে অনেকটাই এগোনো সম্ভব হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার, পানীয় জলের সরবরাহ—এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ হয়েছে অনেকটাই। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও নির্ধারিত দিশায় বেশ কিছু দূর এগিয়েছি আমরা। বিশ্বের আঙিনার দিকে তাকালে দেখা যাবে এইচআইভি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়ার মোকাবিলায় ভালো কাজ হয়েছে। ১৯৯০-এর পর শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার যথাক্রমে ৫৩ ও ৪৪ শতাংশ কমেছে। ভারতে শিশুমৃত্যুর (Infant Mortality Rate—IMR) হার ১৯৯০-এর প্রতি হাজারে ৮৮ থেকে নেমে ২০১৫-এ প্রতি হাজারে ৩৫ হয়েছে। প্রসূতি মৃত্যুর হার (Maternal Mortality Rate—MMR) এই সময়ে প্রতি লক্ষে ৫৫৬ থেকে নেমে হয়েছে ১৬৭। কিন্তু, IMR দুই-তৃতীয়াংশ এবং MMR তিন-চতুর্থাংশ কমানোর লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অনুযায়ী, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রসার, এবং বর্তমানে সুস্থায়ী বিকাশ লক্ষ্যমাত্রার (SDG) দিশায় অগ্রগমণের পথে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের কাজে নতুন উদ্ভাবনমুখী চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গেই এই নিবন্ধের অবতারণা। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ভারত এখন জনবিন্যাসগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সামনে আসা চ্যালেঞ্জগুলিরও চরিত্র বদলাচ্ছে দ্রুতগতিতে।

২০১৪ সালে বেসরকারি এবং সরকারি ক্ষেত্র মিলিয়ে ভারতে স্বাস্থ্য খাতে খরচ করা হয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪.৭ শতাংশ। এই পরিমাণ হল মাথাপিছু ৭৫ মার্কিন ডলার। তিন-চতুর্থাংশ খরচই করা হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। জাতীয় স্বাস্থ্য হিসাবরক্ষণ (National Health Account)-এর হিসেব অনুযায়ী, ২০১৩-'১৪ সালে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের খরচ ছিল সরকারের মোট ব্যয়ের (Total Government Expenditure—TCE) ৩.৮ শতাংশ। এর মধ্যে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের সরকার—দুই তরফেরই হিসেব ধরা আছে। দেশে স্বাস্থ্য খাতে মোট সরকারি খরচের ৬৬ শতাংশ করে থাকে রাজ্যগুলি।

[লেখক অধিকর্তা (অর্থ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। ই-মেল : kavitasinghnrhm@gmail.com]

২০১৭-র জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে ২০২৪-'২৫ নাগাদ স্বাস্থ্য খাতে খরচ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.৫ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা

২০০০ সালে সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' ঘোষণা গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী, ২০১৫-র মধ্যে আটটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন দেশ এবং সংস্থা আন্তর্জাতিক আঙিনায় একটি স্বেচ্ছা অংশীদারিত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই আটটি বিষয় হল—(ক) চূড়ান্ত দারিদ্র্য এবং ক্ষুধার অবসান, (খ) প্রতিটি মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা, (গ) লিঙ্গসমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন, (ঘ) শিশুমৃত্যু কমানো, (ঙ) প্রসূতি স্বাস্থ্য উন্নয়ন, (চ) এইচআইভি, এইডস, ম্যালেরিয়ার মতো রোগের প্রকোপ দূর করা, (ছ) পরিবেশ রক্ষা এবং (জ) সার্বিক উন্নয়নের দিশায় বোঝাপড়া।

এই আটটি ক্ষেত্রের তিনটি সরাসরি স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কিত। তবে অন্যগুলির সঙ্গেও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের যোগ রয়েছে। ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়ভার শুধুমাত্র কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক কিংবা রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের সমধর্মী দপ্তরের হাতেই ন্যস্ত নয়। জল, শৌচালয় ব্যবস্থা, নারী ও শিশু কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ, আদিবাসী উন্নয়ন, নগরোন্নয়ন, কৃষি, শিল্প, পরিবেশ, গ্রামোন্নয়ন, পরিবহণ—এই সব বিষয়গুলিই এক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কাজেই সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন, সরাসরি এক্ষেত্রে বরাদ্দের মাপকাঠির পরিসর ছাড়িয়ে আরও অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে।

আসলে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের হালচালের ওপর অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেরই প্রভাব পড়ে। ভারতে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য সংস্থান বাড়াতে হলে, কর ও ভরতুকি ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও পুনঃপরীক্ষণ জরুরি। কারণ, এর অনেকগুলিই রোগভোগের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। স্বাস্থ্যহানিকর পণ্যের ওপর বেশি কর চাপানোর কিংবা স্বাস্থ্যকর পণ্যের ওপর ভরতুকি প্রদানের বিষয়টি এখানে এসে পড়ে। ২০১৭-'১৮-র বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম জিনিসপত্রে (যেমন, খাবারদাবার, সার, পেট্রোপণ্য) ভরতুকি বাবদ সরকারের ব্যয়ের ১০ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জমানায় (২০১২-'১৩ থেকে ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষ) এবাবদ ভরতুকি দেওয়া হয়েছে বছর প্রতি ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা। এই পরিমাণ স্বাস্থ্য বাবদ কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির বাজেট বরাদ্দের এক দশমিক সাত চার গুণ। কাজেই ভরতুকির বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা দরকার।

হানিকর পণ্যে কর বাড়ালে নাগরিকদের স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব কম পড়ার পাশাপাশি সংগৃহীত অর্থ পরিষেবা উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করার পরিসর তৈরি হয়। ভারতে, অ্যালকোহল, তামাক, নুন বা চিনির ওপর বর্ধিত কর বাবদ সংগৃহীত অর্থ রোগ মোকাবিলার কাজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বর্তমানে সংক্রামক এবং সংক্রামক নয়, এমন রোগে মৃত্যু সার্বিকভাবে মৃত্যুর ঘটনার ৬৫ শতাংশেরও বেশি। আর, হানিকর পণ্যে বর্ধিত কর, নিম্ন আয় কিংবা মধ্য আয়ের পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরেও সদর্থক প্রভাব ফেলতে পারে। তামাকজাত পণ্যের ওপর কর বাড়িয়ে সংগৃহীত রাজস্ব ক্যান্সার বা হৃদ্‌রোগের মোকাবিলায় ব্যয় করা সম্ভব। কৃষকদের তামাক চাষের পথ থেকে সরিয়ে এনে অন্য লাভজনক চাষে শামিল করতেও এই টাকা কাজে লাগাতে পারে প্রশাসন। তাতে পরিবেশের ওপরেও সদর্থক প্রভাব পড়বে।

ঠিক একইভাবে, অ্যালকোহলের ওপর বসানো কর থেকে পাওয়া টাকা স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার কাজে লাগানো যেতে পারে। এটা ঠিকই যে, তামাক, অ্যালকোহল বা স্বাস্থ্যহানিকর খাদ্যদ্রব্যের ওপর ধার্য কর সরকারের রাজস্বের অন্যতম উৎস। কিন্তু রোগব্যাধির বিস্তারের পরিবর্তিত ধরনধারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এখন এদেশে ৬২ শতাংশ মৃত্যুর কারণই সংক্রামক নয় এমন ব্যাধি। এই সব রোগের প্রবণতা বাড়ে তামাক, অতিরিক্ত মদ্যপান, বেশি নুন খাওয়ার ফলে উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলত্ব, চিনিযুক্ত অস্বাস্থ্যকর পানীয় বা খাবার ব্যবহারের ফলস্বরূপ মধুমেহ এবং শারীরিক সচলতার অভাবের মতো কারণে।

চিনি, ডিজেল, কোরোসিন এবং কয়লার মতো পণ্যে ভরতুকির বিষয়টি পর্যালোচনা করা এবং পুষ্টিকর খাবার তথা স্বচ্ছ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে আরও বিনিয়োগ করা দরকার।

ডিজেল, কেরোসিন কয়লায় না দিয়ে রান্নার LPG-তে বরং অনেক বেশি ভরতুকি দেওয়া ভালো। ফল, দুগ্ধজাত পণ্য, প্রোটিনসমৃদ্ধ আহার্যের ব্যবহার বাড়ানো গেলে সাধারণ মানুষের জীবনশৈলী অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত হয়ে উঠবে। রাজস্ব বাড়াতে তামাক, অ্যালকোহল, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যপণ্য, চিনিযুক্ত পানীয়ের ওপর কর বসানো হয়েছে। কিন্তু এই করের হার এমন একটা উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া দরকার যাতে এই সব পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। আজকের দুনিয়ায় এই ধরনের করকে 'পাপ কর' বা Sin Tax বলা হচ্ছে। এর উপযুক্ত প্রয়োগ হলে মানুষের রোগভোগ কমবে।

সুস্থসবল নাগরিক সমাজ আমাদের দেশের জনসংখ্যা এবং জনবিন্যাসগত বৈশিষ্ট্যকে উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি করে তুলতে পারে। তামাক এবং অ্যালকোহলের ওপর ধার্য কর বাবদ সংগৃহীত রাজস্ব উন্নয়নের কাজে লাগানো, কিংবা ক্যান্সার হাসপাতাল, রোগ উপশম কেন্দ্র বা রোগীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলার মধ্যে সম্ভবত নৈতিকতার দিক থেকেও লজ্জাজনক।

আসলে 'পাপ কর' বা Sin Tax একটু-আধটু বাড়ানো বিশেষ কার্যকর হবে না। তা অনেকটা বাড়লে তবেই স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর পণ্যের ব্যবহার কমবে এবং এক সময়ে এসবের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবে সমাজ। ভারতের মতো দেশে মুদ্রাস্ফীতির হারের ওঠা-পড়া সামান্য কর বৃদ্ধির প্রভাব বুঝতে দেয় না। তা এড়াতে মুদ্রাস্ফীতির হার উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর এধরনের কর লাগু হওয়ার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে দরকার কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরে কড়া নজরদারি। কর ফাঁকি রোধ এবং চোরাচালান বন্ধ করতে গড়তে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র। কারণ কর বাড়লে বহু সময়েই সংশ্লিষ্ট পণ্যের বেআইনি আদান-প্রদান বেড়ে থাকে। আলোচ্য পণ্যগুলির ওপর বর্ধিত কর বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যাতে এগুলির ব্যবহারজনিত ক্ষতিকর প্রভাব দূর করার প্রয়াস সফল করার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তাও দেখতে হবে। শুধু তামাক বা অ্যালকোহল নয়, যেসব পণ্যের ভোগ স্থূলত্ব বা মধুমেহ-র মতো রোগ ডেকে আনে

সেগুলির ক্ষেত্রেও এই ধরনের উচ্চহারে কর প্রযুক্ত হওয়া দরকার।

রাজস্বের যথোপযুক্ত ব্যবহারের স্বার্থে সংগৃহীত অর্থের কিছুটা রোগ প্রতিরোধক পরিষেবা, বায়ু এবং জলের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং মধুমেহ, হৃদরোগ, ক্যান্সার তথা শ্বাসরোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় লাগানো যেতে পারে। পুষ্টিকর খাবারদাবারের ক্ষেত্রে ভরতুকি বাড়ানোর কাজেও তা ব্যবহার করতে পারে সরকার।

ভারতে ডালের উৎপাদন সেভাবে বাড়েনি। বেড়েছে খাদ্যশস্য এবং চিনির উৎপাদন। ২০১৩-র জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী, ফি বছর খাদ্যশস্যে ভরতুকি বাবদ সরকারের কোষাগার থেকে ২ হাজার ৫০০ কোটি ডলার খরচ হওয়ার কথা। এই ভরতুকি দেওয়া উচিত ডাল, ফল, শাকসবজি, দুধের মতো পুষ্টিকর খাদ্যপণ্যের ওপর।

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, মদ্যপান বা ধূমপানই শুধু নয়, ভরতুকিযুক্ত কয়লা, গ্যাসোলিন এবং অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে বায়ুদূষণ শ্বাসরোগ, ক্যান্সার, হৃদরোগ বা যক্ষ্মার মতো সমস্যা ডেকে আনে। সেজন্যই, এই সব ক্ষেত্রে ভরতুকির বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখা জরুরি।

২০১৫-এ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা IMF-এর প্রতিবেদন বলছে যে, বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬.৫ শতাংশ ব্যয় হয় শক্তি ক্ষেত্রে ভরতুকি দেওয়ার জন্য। এবাবদ ভরতুকির পরিমাণ সরকারের তরফে স্বাস্থ্য বা শিল্প ক্ষেত্রে ব্যয়ের তুলনায় বেশি। জ্বালানি বাবদ প্রদেয় ভরতুকি প্রদানের ক্ষেত্রে যদি স্বচ্ছ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির অগ্রাধিকার থাকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে। সীমিত সম্পদের অপচয়ও রোধ করা যায় এভাবে।

ভরতুকি সংক্রান্ত পুনঃপর্যালোচনা কিংবা কর বসানো রাজনৈতিকভাবে লাভজনক নাও হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তামাক বা অ্যালকোহলের কুপ্রভাব স্বাস্থ্যগত এবং অর্থনৈতিক—দু'দিক থেকেই বেশি পড়ে গরিব মানুষজনেরই ওপর। হৃদ্‌রোগ বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (Stroke)-জনিত অসুস্থতার চিকিৎসায় এদেশে মানুষের সবচেয়ে বেশি খরচ হয়। তা মেটাতে অনেক পরিবারই চলে যায় দারিদ্র্যসীমার নিচে।

আরও একটি জটিল বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা দরকার। কৃষি ক্ষেত্রে ভরতুকি

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কার—উদ্ভাবনমূলক (প্রস্তাবিত নতুন) অর্থ সংস্থান সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক সংখ্যা	পণ্য বা পরিষেবা	বিপদের কারণ	ফলাফল	স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর দায়ভার	প্রতিরোধের উপায় বা সমাধান
১।	তামাক	● ধূমপান ● চিবনো	ক্যান্সার/কর্কট রোগ, হৃদ্‌রোগ	নিরাময়মূলক, উপশমমূলক, পুনর্বাসনমূলক	উচ্চহারে কর
২।	অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যালকোহলের ব্যবহার	● মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো ● সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছাড়া যৌনাচার ● নিজের ও অপরের ক্ষতি	পথ দুর্ঘটনা, ক্যান্সার, যকৃতের রোগ, যৌন সংক্রমণজনিত রোগ	নিরাময়মূলক	উচ্চহারে কর
৩।	নুন	উচ্চ রক্তচাপ	স্ট্রোক, পক্ষাঘাত	নিরাময়মূলক	উচ্চহারে কর
৪।	চিনিযুক্ত পানীয়	স্থূলত্ব বা স্থূলতা	ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ, মধুমেহ বা ডায়াবেটিস	নিরাময়মূলক, উপশমমূলক, পুনর্বাসনমূলক	উচ্চহারে কর
৫।	খাদ্যশস্য	স্থূলত্ব বা স্থূলতা	মধুমেহ বা ডায়াবেটিস	নিরাময়মূলক, উপশমমূলক	উচ্চহারে কর
৬।	চর্বিযুক্ত খাবার	স্থূলত্ব বা স্থূলতা	ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ	নিরাময়মূলক, উপশমমূলক	উচ্চহারে কর
৭।	জ্বালানি ডিজেল	বায়ুদূষণ	শ্বাসনালীতে সংক্রমণ, হাঁপানি	নিরাময়মূলক	উচ্চহারে কর
৮।	জন্মনিরোধক বা কনডোম	সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছাড়া যৌনাচার, অনভিপ্রেত গর্ভধারণ	যৌন সংক্রমণজনিত রোগ	বহু স্তরীয় পরিচর্যা, যত্ন ও সচেতনতা	ভরতুকি
৯।	টিকা বা প্রতিষেধক	হাম এবং সমগোত্রীয় প্রতিরোধযোগ্য রোগ	সংক্রমণজনিত রোগ	বহু স্তরীয় পরিচর্যা, যত্ন ও সচেতনতা	ভরতুকি
১০।	সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ওষুধ	চিকিৎসার অভাব	এইচআইভি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, ব্যাক্টেরিয়াজনিত সংক্রমণ	বহু স্তরীয় পরিচর্যা, যত্ন ও সচেতনতা	ভরতুকি
১১।	যক্ষ্মার পূর্ব-নির্ণয়	রোগ নির্ণয় না হওয়া	প্রকাশ্যে না আসা যক্ষ্মা	বহু স্তরীয় পরিচর্যা, যত্ন ও সচেতনতা	ভরতুকি
১২।	কেরোসিন বা জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্ত হিসেবে এলপিজি	বায়ুদূষণ	যক্ষ্মা, শ্বাসনালীতে সংক্রমণ	বহু স্তরীয় পরিচর্যা, যত্ন ও সচেতনতা	ভরতুকি

উঠে গেলে কৃষক এবং অতিক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বিড়ি শিল্প যাদের জীবিকা, তারাও। হানিকর পণ্যের ওপর লাগু উচ্চহারে প্রযুক্ত কর বাবদ রাজস্ব তামাক বা আখ চাষীদের অন্য জীবিকার সংস্থানের কাজে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। নীতি প্রণয়নকারীদের সব সময় সব কিছু বিবেচনা করে এগোতে হবে।

কর ও ভরতুকি কাঠামোকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো দরকার, যাতে এসংক্রান্ত পরিবর্তনের ফলে কারও রুজিরোজগার বন্ধ না হয়ে যায়।❑

বস্ত্র শিল্পে পণ্য ও পরিষেবা করের প্রভাব

সি. চিন্নাপা

ভারতে শিল্পোৎপাদনের ১৩.৫ শতাংশ আসে বস্ত্রক্ষেত্র থেকে। কৃষির পর সবচেয়ে বেশি লোক কাজ করে বস্ত্র শিল্পে। ভারতের বস্ত্রক্ষেত্র নানান চ্যালেঞ্জের মুখে। বস্ত্রশিল্প কর কমানোর দাবি জানিয়ে আসছে বহুকাল ধরে। ইতোমধ্যে, চালু হয়েছে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি)।

জিএসটি রূপায়ণকালে, বস্ত্রক্ষেত্র কিছুটা মার খেলেও, আগামী দিনে বস্ত্রক্ষেত্রে, বিশেষত উৎপাদন, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থানে বিকাশ ক্রমশ দ্রুত হবে। আশা করা যায়, বিশ্বের উৎপাদন ও চাহিদার ধাঁচের সঙ্গে মানানসই হয়ে বস্ত্রশিল্প ক্ষেত্রের বিকাশ হবে।

ভারতে শিল্পোৎপাদনের ১৩.৫ শতাংশ আসে বস্ত্রক্ষেত্র থেকে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এর অংশভাক ২.১ শতাংশ। ২০১৬-'১৭-এ দেশের রপ্তানিতে এর অবদান ছিল ১৪ শতাংশ। কৃষির পর সবচেয়ে বেশি লোক কাজ করে বস্ত্রশিল্পে (২০১১-র জনগণনা অনুসারে, ১০ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের রুজিরোজগার হয়, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ কর্মী ৪ কোটি ৫০ লক্ষ)। লক্ষণীয়, পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে মহিলা কর্মী ৭০ শতাংশ। ভারতের বস্ত্রক্ষেত্র নানান চ্যালেঞ্জের মুখে। যেমন, আন্তর্জাতিক বাজারে কড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় এখানে উৎপাদন উপকরণের দাম বেশি, কর চড়া। বস্ত্র শিল্প কর কমানোর দাবি জানিয়ে আসছে বহুকাল ধরে। ইতোমধ্যে, সংবিধানের ১২২তম সংশোধন মাফিক, পয়লা জুলাই, ২০১৭ থেকে চালু হয়েছে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি)। উৎপাদনকারী থেকে গ্রাহক অবধি, পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের উপর এ এক অবিভক্ত বা একক (সিঙ্গল) কর। জিএসটি-তে জুড়ে গেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের যাবতীয় পরোক্ষ কর। প্রতিটি পর্যায়ে দেওয়া উপাদান করের জন্য ক্রেডিট (আইটিসি) মিলবে পরবর্তী স্তরের মূল্য সংযোজনে—কর বসবে কেবলমাত্র প্রতি স্তরে সংযোজিত মূল্যের ওপর। জিএসটি কাউন্সিল পণ্য ও পরিষেবায় করের হার চূড়ান্ত/সুপারিশ করে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই কাউন্সিলের প্রধান এবং সদস্য হচ্ছেন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অর্থমন্ত্রীরা।

● **বস্ত্রে জিএসটি হার :** রেশম ও পাট ছাড়া সব বস্ত্রসামগ্রীতে দিতে হয় এই কর। শুরুতে করের হার ছিল : (১) কার্পাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু (৫ শতাংশ); (২) প্রাকৃতিক সুতো (৫ শতাংশ); (৩) কৃত্রিম সুতোয় ১৮ শতাংশ; (৪) কুরুশকাঠি এবং তাঁতে বোনা কাপড়-সহ ফ্যাব্রিক ৫ শতাংশ; (৫) ১০০০ টাকার কম দামের পোশাক ও টেবিল ঢাকা, জানালা-দরজার পর্দার মতো সামগ্রীতে ৫ শতাংশ এবং তার বেশি দাম হলে ১২ শতাংশ; (৬) কার্পেট ও মেঝে ঢাকার অন্যান্য জিনিস ১২ শতাংশ। খুচরো কাজে (job works) জিএসটি ৫ শতাংশ (১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে)। বস্ত্র শিল্প/বাণিজ্য সংগঠনগুলি এই হারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে যাবতীয় বস্ত্র সংক্রান্ত কাজকর্মে ৫ শতাংশ কর বসানোর দাবি করেছে। এ দাবি জিএসটি কাউন্সিলের কাছে পেশ করা হয়েছে।

● **বস্ত্রে জিএসটি-র প্রভাব :** দাম, উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, কর্মসংস্থান ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে বস্ত্রক্ষেত্রে জিএসটি-র কোনও প্রভাব পড়েছে কি না তা যাচাই করা যায়। বস্ত্র শিল্প সংগঠনগুলির দাবি, বস্ত্রক্ষেত্রে জিএসটি, বিশেষত বিপ্রতীপ কর (Inverted Tax), অর্থাৎ, কৃত্রিম সুতোয় ১৮ শতাংশ এবং পোশাক ও খুচরো কাজে ৫ শতাংশ, আমদানি শুল্ক হ্রাস (২৯ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ)-এর দরুন দাম বেড়েছে/দেশি শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমেছে, উৎপাদন ও রপ্তানি নিম্নমুখী, কলকারখানার ঝাঁপ বন্ধ, কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। দাম, উৎপাদন, রপ্তানির উপর জিএসটি-র প্রভাব বুঝতে তিন মাস

[লেখক কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অর্থনীতি বিষয়ক অতিরিক্ত উপদেষ্টা। ই-মেল : c.chinnappa@nic.in]

যথেষ্ট না হলেও, তা খতিয়ে দেখার একটা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এজন্য কাজে লাগানো হয় বস্ত্র কমিশনার কার্যালয় (মুম্বাই), ডিরেক্টর জেনারেল অব কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস, কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষৎ, ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র শিল্প নিগম, কটন কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, ভারতের পাট নিগম ও জাতীয় হস্তচালিত তাঁত উন্নয়ন নিগমের তথ্য-পরিসংখ্যান।

● **বস্ত্রসামগ্রীর দামে জিএসটি-র প্রভাব :** সূতির হোশিয়ারি, ভিসকোস, পলিয়েস্টার-এর মতো প্রধান প্রধান বস্ত্রসামগ্রীর দাম ২০১৭-র জুন থেকে জুলাইয়ে বেড়েছে ১৫ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে অবশ্য জুনের চেয়ে দাম ৮ শতাংশ কমে যায়। ওই সময়, কৃত্রিম সূতিপণ্যে দাম বেড়েছে ৫ থেকে ১৫ শতাংশ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

● **বস্ত্র উৎপাদনে জিএসটি-র প্রভাব :** জিএসটি-র আগে ও পরে বস্ত্র পণ্য উৎপাদনের কোনও মাসিক হিসেব পাওয়া যায় না। যাই হোক, ২০১৬-র এপ্রিল-জুলাই এবং ২০১৭-র এপ্রিল-জুলাইয়ে বস্ত্র তৈরির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি কাজে লাগানো হয়েছে বস্ত্র উৎপাদনের উপর জিএসটি-র প্রভাব খতিয়ে দেখার জন্য। সারণি-২ থেকে বোঝা যায়, ২০১৭-র এপ্রিল-জুলাইয়ে কৃত্রিম সুতো ও ফিলামেন্ট সুতোর উৎপাদন কমেছে তার আগের বছরের ওই সময়কার সাপেক্ষে যথাক্রমে ০.৮ শতাংশ ও ৬.৪ শতাংশ। ২০১৭-র এপ্রিল-জুলাই-তে, তার আগের বছরকার ওই সময়ের তুলনায়, সূতি এবং মিশ্র ও ১০০ শতাংশ কৃত্রিম বস্ত্রর উৎপাদন কমার পরিমাণ যথাক্রমে ২.৭ শতাংশ এবং ১.৮ শতাংশ। অনুরূপভাবে, ২০১৭-র এপ্রিল-জুলাই বস্ত্র উৎপাদন হ্রাস পায় ০.১ শতাংশ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে অবশ্য সেসময়কালে উৎপাদন বেড়েছে ০.২ শতাংশ।

● **বস্ত্র রপ্তানিতে জিএসটি-র প্রভাব :** সারণি-৩ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৭-র জুনে বস্ত্রক্ষেত্রের রপ্তানি ছিল একুনে ৩০০ কোটি ৮৭ লক্ষ ডলার। পরের মাসে তা কমে দাঁড়ায় ২৬৮ কোটি ৬৮ লক্ষ ডলার (অর্থাৎ ১০.৭ শতাংশ কম)। আগস্টে অবশ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৮৪ কোটি ৩ লক্ষ ডলার (অর্থাৎ, জুলাই-এর সাপেক্ষে ৫.৭১ শতাংশ বেশি)।

সারণি-১

ক্রমিক সংখ্যা	বস্ত্রসামগ্রী	গড় দাম (টাকা)		বৃদ্ধি/হ্রাস (কলম ৩-এর কলম ৪-এ	গড় দাম (টাকা) সেপ্টেম্বর, ২০১৭	বৃদ্ধি/হ্রাস (কলম ৩-এর তুলনায় কলম ৬-এ)
		জুন, ২০১৭	জুলাই, ২০১৭			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	তুলোর সুতো (মোটা)	২০০	১৯৫	(–) ৫ (–২.৫%)	১৯০	(–) ১০ (– ৫%)
২.	তুলোর সুতোর হোশিয়ারি (মাঝারি)	২২৯	২২৯	০	২১২	(–) ১৭ (– ৭.৪%)
৩.	পলিয়েস্টার/ভিসকোস	১৯৯	২১৪.৭৬	(+) ১৫.৮ (+ ৭.৯%)	২১৫	(+) ১৬ (+ ৮%)
৪.	পলিয়েস্টার/তুলোর সুতো (৭০ : ৩০%)	১৬১.২৮	১৭৩.২৩	(+) ১১.৯ (+ ৭%)	১৪৩.৪	(–) ১৭.৯ (– ১১%)
৫.	কৃত্রিম (মাঝারি ভিসকোস সুতো)	২১০	২১৭	(+) ৭ (+ ৩.৩%)	২২০	(+) ১০ (+ ৫%)
৬.	কৃত্রিম (৩০০ডি পলিয়েস্টার)	১৪৭	১৭৩	(+) ২৬ (+ ১৮%)	১৭৩	(+) ২৬ (+ ১৮%)
৭.	ব্যান্ডেজের কাপড় : ৩৫৫.৬২ কেজি	৪২.৬৪২	৪২,৪২২	(–) ২২০ (০.৫%)	৪০,৯৩০	(–) ১,৭১২ (– ৪%)

উৎস : বস্ত্র কমিশনার কার্যালয়, মুম্বাই ও কটন কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া

সারণি-২

ক্রমিক সংখ্যা	বস্ত্রসামগ্রী	উৎপাদন (১০ লক্ষ ডলারে)			
		২০১৬-'১৭	২০১৬ (পি) এপ্রিল-জুলাই	২০১৭ (পি) এপ্রিল-জুলাই	কলম ৪ ও কলম ৫-এর মধ্যে শতাংশ কম-বেশি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	কৃত্রিম তন্তু	১৩৬৪	৪৫৯	৪৫৫	– ০.৯
২.	কৃত্রিম ফিলামেন্ট সুতো	১১৫৯	৩৭৭	৪০১	+ ৬.৪
৩.	তুলোর সুতো	৪০৫৬	১৩৮৮	১৩৫১	– ২.৭
৪.	মিশ্র ও ১০০ শতাংশ তুলো ছাড়া অন্য কিছুর সুতো	১৬০৬	৫৪৩	৫৩৩	– ১.৮
৫.	মোট সুতো	৫৬৬২	১৯৩১	১৮৮৪	– ২.৪
৬.	বস্ত্র				
(i)	কলকারখানা ক্ষেত্র	২২৬৪	৭৮৫	৭৩১	– ৬.৯
(ii)	অসংগঠিত ক্ষেত্র	৬১৬৩০	২০৮৯৬	২০৯৩০	+ ০.২
	মোট	**৬৩৫৯১**	**২১৬৮১**	**২১৬৬১**	**– ০.১**

উৎস : বস্ত্র কমিশনার কার্যালয়, মুম্বাই ও কটন কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া

এমনকি, ২০১৭-র জুনের সাপেক্ষে ২০১৭-র আগস্টে বস্ত্রের রপ্তানি কমেছে ৫.৬ শতাংশ, সেখানে ২০১৭-র জুলাই এবং আগস্টে রপ্তানি হ্রাস পেয়েছিল ১০.৭ শতাংশ। এর অর্থ, বস্ত্র রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে।

● **বস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে জিএসটি-র প্রভাব :** সারণি-৪-এ দেখা যায়, ২০১৭-র জুলাইতে বস্ত্রক্ষেত্রে আমদানি কমেছে ২৪.৫৯ শতাংশ। আগস্টে আমদানি বাড়ে ৩৮.৬১ শতাংশ। আমদানি শুল্ক কমা ও অন্যান্য কারণে এটা হতে পারে। ২০১৭-র

জুনের তুলনায় ২০১৭-র আগস্টেও বস্ত্র সামগ্রী আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

● **নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জিএসটি-র প্রভাব :**

■ **রেশম :** রেশম ক্ষেত্রে ২০১৭-র জুন-আগস্ট সময়পর্বে কাঁচা রেশম উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান দুইই বেড়েছে ৭০ শতাংশের বেশি (সারণি-৫ দ্রষ্টব্য)।

রেশম গুটির দাম কমছে ২০১৭-র জুন থেকে সেপ্টেম্বরে। কাঁচা রেশমের দাম অবশ্য ২০১৭-র আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বেড়েছে (সারণি-৬ দ্রষ্টব্য)।

■ **তুলো ও পাট :** অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে দাম নামার দরুন, ২০১৭-র জুন থেকে সেপ্টেম্বরে কাঁচা তুলোর মূল্য কমে ৪ শতাংশ। জিএসটি-র কোনও প্রভাব পড়েনি কাঁচা তুলোর দামে। কাঁচা পাটের দামেও জিএসটি-র দরুন কোনও ইতরবিশেষ হয়নি। বহু ব্যবহারকারী (হস্তচালিত তাঁতশিল্পী) জিএসটি-তে নাম রেজিস্ট্রি না করায়, ২০১৭-র জুলাইতে তুলো ও রেশম সুতোর জোগান যায় কমে। এদের প্রায় সবাই পরে নাম রেজিস্ট্রি করেছে এবং আগস্ট/সেপ্টেম্বর থেকে সরবরাহ বেড়ে যায়। এসব পণ্যে জিএসটি ধার্য হওয়ার দরুন তাঁতের সামগ্রীর দাম বেড়েছে ৫-১২ শতাংশ।

● **বস্ত্রে জিএসটি নিয়ে বস্ত্র বণিক সংগঠন/তাঁতশিল্পীদের প্রতিবাদ/উদ্বেগ :** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বস্ত্র বাণিজ্য সংগঠন, বিদ্যুৎচালিত তাঁতশিল্পী, তৈরি পোশাক কারখানা ও বস্ত্রশিল্প তালুকগুলি ২০১৭-র ১-২০ জুলাই প্রতিবাদ জানায় এবং সুতো থেকে ফ্যাব্রিক ও খুচরো কাজের ইউনিটগুলির উপর জিএসটি তুলে নেওয়া, কৃত্রিম তন্তু/সুতো, খুচরো কাজ ইত্যাদিতে জিএসটি-র হার কমানোর দাবি করে। বস্ত্র বণিক ও শিল্প মহলের এই প্রতিবাদ/বিক্ষোভের ফলে, বাজারে মালের চাহিদা না থাকায় উৎপাদন সাময়িক কমে যায়।

● **কয়েকটি বস্ত্রপণ্যে পরে জিএসটি হার সংশোধনের প্রভাব :** বস্ত্র সংগঠনগুলি/ বণিকদের পক্ষ থেকে জিএসটি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুর ব্যাপারে সরকারের কাছে আর্জি জানানো হয়। এর মধ্যে অন্যতম : (১) কৃত্রিম তন্তুর উপর ধার্য জিএসটি ১৮ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ বা নিদেনপক্ষে ১২ শতাংশ করা (২) বস্ত্র তৈরির যাবতীয় খুচরো

সারণি-৩

ক্রমিক সংখ্যা	বস্ত্রসামগ্রী	বস্ত্র রপ্তানি ২০১৭ (১০ লক্ষ ডলারে)					
		জুন	জুলাই	কলম ৩ থেকে কলম ৪-এর পার্থক্যের শতাংশ	আগস্ট	কলম ৪ থেকে কলম ৬-এর পার্থক্যের শতাংশ	কলম ৩ থেকে কলম ৬-এর পার্থক্যের শতাংশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১.	রেডিমেড পোশাক	১৫১৫.৯	১২৪৩.৮	– ১৭.৯	১৩১১.৪	+ ৫.৪৩	(–) ১৩.৫
২.	সুতি বস্ত্র	৮১৪.৬	৭৬৬.৬	– ৫.৯	৭৮৯.৭	+ ৩.০১	(–) ৩.১
৩.	কৃত্রিম বস্ত্র	৪২৫.১	৪৩০.৯	+ ১.৪	৪৬২.৫	+ ৭.৩৩	(–) ৮.৮
৪.	পশম ও পশম বস্ত্র	০.০	৩০.৮	—	৩১.৪	+ ১.৯৫	—
৫.	রেশম পণ্য	১৮.৮	১৬.৬	– ১১.৭	১৪.৫	– ১২.৬৫	(–) ২২.৯
৬.	তাঁত পণ্য	৩৩.৪	৩২.৩	– ৩.২	৩২.৮	+ ১.৫৫	(–) ১.৮
৭.	কার্পেট	১১৩.০	১০৫.৭	–৬.৫	১৩১.৮	+ ২৪.৬৯	(+) ১৬.৬
৮.	পাটজাত পণ্য	২৭.৯	৩০.৭	+ ১০.০	৩৬.১	+ ১৭.৫৯	(+) ২৯.৪
৯.	নারকেল ছোবড়ার সামগ্রী	২৬.৯	২৯.৩	+ ৮.৯	২৯.৯	+ ২.০৪	(+) ১১.২
	মোট বস্ত্র ও পোশাক	**৩০০৮.৭**	**২৬৮৬.৮**	**– ১০.৭**	**২৮৪০.৩**	**+ ৫.৭১**	**(–) ৫.৬**

উৎস : ডাইরেক্টর জেনারেল অব কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস, কলকাতা

সারণি-৪

ক্রমিক সংখ্যা	বস্ত্রসামগ্রী	বস্ত্র আমদানি ২০১৭ (১০ লক্ষ ডলারে)					
		জুন	জুলাই	কলম ৩-এর তুলনায় পরিবর্তন শতাংশ	আগস্ট	কলম ৪-এর তুলনায় পরিবর্তন শতাংশ	কলম ৩-এর তুলনায় পরিবর্তন শতাংশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১.	রেডিমেড পোশাক	৪৯.১৩	৫০.৭৭	(+) ৩.৩৪	৭৬.৯৫	(+) ৫১.৫৬	(+) ৫৬.৬
২.	সুতি বস্ত্র	২৮৩.৯৫	১৫৭.৪৪	(–) ৪৪.৫৫	২৬৮.২০	(+) ৭০.৩৫	(+) ৫.৫
৩.	কৃত্রিম বস্ত্র	১৮৮.৯৪	১৫৮.৩৯	(–) ১৬.১৭	১৮১.৭৭	(+) ১৪.৭৬	(–) ৩.৮
৪.	পশম ও পশম বস্ত্র	২৯.৭২	৩০.১১	(+) ১.৩১	৩৯.৬১	(+) ৩১.৫৮	(–) ৩৩.৩
৫.	রেশম পণ্য	১৯.১১	১৮.৬০	(–) ২.৭০	২০.৯২	(+) ১২.৫১	(+) ৯.৫
৬.	তাঁত পণ্য	০.৯	০.৩	(–) ৬২.৪৭	০.৮	(+) ১২৫.৪১	(–) ১১.১
৭.	কার্পেট	৬.৫২	৪.৭৩	(–) ২৭.৩৮	৭.১১	(+) ৫০.২৪	(–) ৯.০
৮.	পাটজাত পণ্য	৭.২৩	২০.৯৭	(+) ১৮৯.৯৭	১৬.৬৬	(–) ২০.৫৬	(+) ১৩০.৪
৯.	নারকেল ছোবড়ার সামগ্রী	০.৫	০.৬	(+) ১২.৫১	০.৬	(+) ০.৪৭	(+) ২০
	মোট বস্ত্র ও পোশাক	**৫৮৬.০৫**	**৪৪১.৯৬**	**(–) ২৪.৫৯**	**৬১২.৬২**	**(+) ৩৮.৬১**	**(+) ৪.৪৫**

উৎস : ডাইরেক্টর জেনারেল অব কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস, কলকাতা

কাজকর্মে (joy work) জিএসটি পুরোপুরি রদ (৩) বস্ত্র আমদানি শুল্ক বাড়ানো (৪) হস্তশিল্প ও হাতে চালানো তাঁতসামগ্রীতে জিএসটি ছাড়। এই অনুরোধ বিচার-বিবেচনার পর, সরকার কিছু কিছু বস্ত্রসামগ্রী ও বস্ত্র তৈরির সবরকম খুচরো কাজে জিএসটি ১৮ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করে। কৃত্রিম সুতোয় জিএসটি ১৮ থেকে ১২ এবং সাচ্চা জরিতে ১২ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ ধার্য হয়। এছাড়া, বার্ষিক লেনদেনের অঙ্ক ২০ লক্ষ টাকার কম হলে, (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতিরেকে বিশেষ শ্রেণির রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ১০ লক্ষের নিচে) আন্তঃরাজ্য জোগানদার হলেও জিএসটি-র আওতায় রেজিস্ট্রি করতে হবে না। বছরে ১.৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসায়, এখন সিকি বছরে রিটার্ন জমা দেওয়া এবং মাসিক ভিত্তিতে উপাদান কর ক্রেডিট পাওয়া যায়। বার্ষিক ১.৫০ কোটি টাকা অবধি ব্যবসাকারীদের মাল সরবরাহের জন্য আগাম টাকা পাওয়ার সময় জিএসটি দেওয়ার দরকার নেই। জোগান দেওয়ার পালা চোকার পর জিএসটি লাগবে। এসব ব্যবস্থার সুবাদে, আশা করা যায়, বিশ্বের উৎপাদন ও চাহিদার ধাঁচের সঙ্গে মানানসই হয়ে ফ্যাব্রিক ক্ষেত্রের বিকাশ হবে।

● বণিক ও শিল্প সংগঠনগুলি মনে করে, কৃত্রিম তন্তুতে জিএসটি ১৮ থেকে ১২ শতাংশে কমানো এবং ফ্যাব্রিকে ৫ শতাংশ জিএসটি-র দরুন তন্তুজীবীদের ক্ষেত্রে অফেরতযোগ্য উপাদান কর ক্রেডিটের বোঝা কমেছে এবং চলতি মূলধনের জোগাড় সহজ হয়েছে। আপাতত এই ক্রেডিট ফেরত এবং ২০১৮-র পয়লা এপ্রিল থেকে ই-ওয়ালেটে তা মিটিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে রপ্তানিকারীদের নগদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। খাঁটি জরির উপর জিএসটি ১২ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করায় উৎপাদন বাড়বে এবং কাজ পাবেন আরও বেশি মহিলা, কেননা জরি শিল্পের কর্মী বেশিরভাগই নারী। বছরে দেড় কোটি টাকা অবধি ব্যবসা করা ছোটো ও মাঝারি সংস্থাকে ত্রৈমাসিক আয়কর রিটার্ন ও কর জমার সুযোগদান এবং বিদেশে মাল পাঠানোর সময় বন্ড ও ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি গচ্ছিত রাখা থেকে রপ্তানিকারীকে ছাড় দেওয়ায় ব্যবসা করা সহজ হবে। এসত্ত্বেও, কিছু ইস্যু কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্র শিল্পে দারুণ প্রভাব ফেলবে। এর মধ্যে আছে : (১) কৃত্রিম সুতোয় ১৮ শতাংশ জিএসটি (২) বস্ত্র আমদানি (৩) সঞ্চিত উপাদান কর ক্রেডিট ফেরতের অনুমতি না দেওয়া (৪) মাল পরিবহণের ভাড়ায় ১৮ শতাংশ জিএসটি (৫) হাতে চালানো তাঁত ও হস্তশিল্প পণ্যকে জিএসটি-র আওতামুক্ত না করা।

সারণি-৫

সামগ্রী	জিএসটি-র আগে	জিএসটি-র পরে			
	জুন, ২০১৭	জুলাই, ২০১৭	কলম ২-এর তুলনায় বৃদ্ধি/হ্রাস	আগস্ট, ২০১৭	কলম ২-এর তুলনায় বৃদ্ধি/হ্রাস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
কাঁচা রেশম উৎপাদন (টন)	৫৪৭৪	৭৪৪৭	(+) ১৯৭৩ (+ ৩৬%)	৯৭১৩	(+) ৪২৩৯ (+ ৭৭%)
আনুমানিক কর্মসংস্থান (লক্ষ)	১৫.০৫	২০.০২	(+) ৪.৯৭ (+ ৩৩%)	২৬.২৫	(+) ১১.২ (+ ৭৪%)

উৎস : কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষৎ, বেঙ্গালুরু;
টীকা : রেশমকীট পালনের শুরু আগস্টে ও রেশম উৎপাদন বাড়ে জুলাই থেকে

সারণি-৬
রেশমগুটির দাম (রামানানারাম রেশমগুটি বাজার)

সামগ্রী	জিএসটি-র আগে দাম	জিএসটি-র পরে দাম					
	(জুন, ২০১৭) (গড় মান) (টাকা/ কেজি)	জুলাই, ২০১৭	কলম ২-এর তুলনায় বৃদ্ধি/হ্রাস	আগস্ট, ২০১৭	কলম ২-এর তুলনায় বৃদ্ধি/হ্রাস	সেপ্টেম্বর, ২০১৭	কলম ২-এর তুলনায় বৃদ্ধি/হ্রাস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
সংকর রেশম-কীট	৩৮৭	৩৪৪	(–) ৪৩ (– ১১%)	৩৭৬	(–) ১১ (– ৩%)	৩৬৩	(–) ২৪ (– ৬%)
বাইভোলটাইন	৪৮৯	৪০৮	(–) ৮১	৪৫৯	(–) ৩০ (– ৬%)	৪৬২	(–) ২৭ (– ৬%)
কাঁচা রেশম	৩২৯৬	৩২৪৮	(–) ৪৮	৩২৫৫	(–) ৪১ (– ১৫%)	৩৪৮৮	(+) ১৯২ (+ ৬%)

উৎস : কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষৎ, বেঙ্গালুরু

পরিশেষ

বস্ত্র উৎপাদনে জিএসটি-র প্রভাব প্রসঙ্গে বলতে হয়, ২০১৭-র জুলাইতে ভিসকোস, পলিয়েস্টার ইত্যাদি বস্ত্রসামগ্রীর দাম কিছুটা বেড়েছিল এবং আগস্টে তা কমে যায়। ওই সময় কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্রের দাম বেড়েছিল। সামান্য হলেও, তখন বস্ত্রের উৎপাদন যায় কমে। ২০১৭-র জুন-জুলাইতে বস্ত্র রপ্তানি কমে ১০.৭ শতাংশ এবং তারপর আগস্টে রপ্তানি বাড়ে ৬ শতাংশ। ২০১৭-র আগস্টে বস্ত্র ও পোশাক আমদানি লাফিয়ে ৩৮.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য কারণ ছাড়াও, আমদানি শুল্ক হ্রাসের হেতু হতে পারে। আমদানি শুল্ক তাই এমনভাবে বাড়ানো দরকার যাতে আমদানি করা বস্ত্রসামগ্রীর দাম ভারতে তৈরি বস্ত্র পণ্যের মূল্যের সমান হয়। রেশমক্ষেত্রে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বেড়েছে। এথেকে স্পষ্ট যে, জিএসটি রূপায়ণকালে, বস্ত্রক্ষেত্র কিছুটা মার খেলেও, আগামী দিনে বস্ত্রক্ষেত্রে, বিশেষত উৎপাদন, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থানে বিকাশ ক্রমশ দ্রুত হবে।❑

আধুনিক কৃষির ক্ষতিকর প্রভাবে পরিবেশের দূষণ

ড. সিতাংশু সরকার

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের, এমনকি অনেক বড়ো চাষিদেরও কৃষি-বিষের দূষণ বা ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বছরের পর বছর সুপারিশ মাত্রার থেকে বহুগুণ বেশি হারে কৃষি-বিষ প্রয়োগের ফলে, রোগ-পোকার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রযুক্ত কৃষি-বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে এবং দিন দিন যথেচ্ছ বেশি পরিমাণে কৃষি-বিষ প্রয়োগ করেও তার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

ভারতের শতকরা ৬৫ শতাংশ বা তারও কিছু বেশি মানুষ সরাসরি কৃষির সঙ্গে যুক্ত, তাই ভারত প্রধানত কৃষিনির্ভর দেশ। আরও একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে জানা দরকার যে, ১৯৬০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৪৫ কোটি, যা ২০১৫ সালে বেড়ে প্রায় ১৩১ কোটি হয়েছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারতের মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ কোটি ৮ লক্ষ টন, যা বর্তমানে ২৬ কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে। গত শতকের ষাটের দশকের তুলনায়, ২০১৫ সালে দানাশস্যের উৎপাদন ৩.৪ গুণ, তৈলবীজের উৎপাদন ৩.৯ গুণ, তন্তু ফসলের উৎপাদন ৩.৩ গুণ, সবজির উৎপাদন ৬.৯ গুণ এবং ফলের উৎপাদন ৬.৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরোত্তর বেড়ে চলা জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে যাতে কোনওভাবেই খাদ্য আমদানি করতে না হয়, সেই কারণেই এই পরিমাণ উৎপাদন আবশ্যিক। ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে ভারত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ, কিন্তু জনসংখ্যার ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থানে আছে (চিনের পরে)। স্বাধীনতার সময় থেকে বর্তমানে জনসংখ্যা সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে, সেই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়েছে ৫ গুণেরও বেশি। সেই কারণে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের জোগানও বেড়েছে। ১৯৫১ সালে বছরে জনপ্রতি খাদ্যের জোগান ছিল ১৪৪ কিলোগ্রাম, তা বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ১৮৬ কিলোগ্রাম/প্রতি বছরে। ভারত বর্তমানে খাদ্যশস্যে শুধু স্বনির্ভরই নয়, বরং যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানিও করছে। গত অর্থ বছরে, ভারত ২০ হাজার কোটি টাকার বাসমতী চাল, ১৫ হাজার কোটি টাকার অন্য চাল, ১১ হাজার কোটি টাকার গম, ১৬ হাজার কোটি টাকার মশলাপাতি রপ্তানি করেছে। এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুকূল কৃষি-প্রযুক্তিগুলি হল : উন্নত ও অধিক ফলনশীল বীজ, হাইব্রিড বা সংকর জাত, রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীট ও মাকড় নাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, ফলন বৃদ্ধিকারী বিভিন্ন প্রকারের হরমোন, সেচ ব্যবস্থা (প্রধানত ভূগর্ভস্থ জল), নিবিড় শস্য পর্যায়ের ব্যবহার ইত্যাদি।

কৃষি-রাসায়নিক ব্যবহার ব্যতিরেকে শুধুমাত্র উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার বা সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে এত পরিমাণে কৃষিপণ্যের উৎপাদন সম্ভব হয় না। কেননা, তথ্যানুযায়ী ভারতে খাদ্যশস্যের ফলন, আগাছার প্রকোপে শতকরা ৩৩ শতাংশ, রোগের জন্য ২৬ শতাংশ, কীটশত্রুর জন্য ২০ শতাংশ, খাদ্যশস্যের গোলার পোকার দ্বারা ৭ শতাংশ ও ইঁদুরের উৎপাতে ৬ শতাংশ নষ্ট হয়। তাই বেশিমাত্রায় শস্যের উৎপাদনের জন্য এই কৃষি-রাসায়নিকের ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হয়।

সমস্যা

কৃষি-বিষের আলোচনার শুরুতে জেনে নেওয়া যেতে পারে যে, বিষাক্ততার মাত্রা হিসাবে কৃষি-বিষের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি কৃষি-বিষের মোড়কের উপর

[লেখক প্রধান বিজ্ঞানী (শস্যবিজ্ঞান), ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ—কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থা। ই-মেল : sitangshu.sarkar@icar.gov.in]

ত্রিভূজাকৃতি বিশেষ চিহ্ন দেওয়া থাকে। লাল রংয়ের ত্রিভূজের অর্থ 'খুবই বিষাক্ত', হলুদ রংয়ের ত্রিভূজে 'যথেষ্ট বিষাক্ত', নীল ত্রিভূজে 'মাঝারি বিষাক্ত' ও সবুজ ত্রিভূজে 'কম বিষাক্ত' বোঝায়। কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের উদ্ভাবন কাল হিসাবেও এই কৃষি-বিষগুলির শ্রেণিবিভাগ আছে। সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত কৃষি-বিষগুলি প্রকৃতির জন্য কম ক্ষতিকর। ১৯৪০ সালের আগে বিভিন্ন অজৈব যৌগ কীটনাশক হিসাবে বহুল প্রচলিত ছিল। যেমন, আর্সেনিক, পারদ (মার্কারি), সিসার বিভিন্ন যৌগ। এগুলিকে প্রথম পর্যায়ের কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত, প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রভাব ছিল খুবই বেশি। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৯৪০ সালের পরে ক্লোরিন-যুক্ত হাইড্রোকার্বন (যেমন, ডি.ডি.টি.) ব্যবহৃত হ'ত। এই ডি.ডি.টি.-ও যথেষ্ট ক্ষতিকারক, কারণ এর অর্ধস্থিতিকাল (half-life) খুব বেশি (৩০ বছর)। কৃষি-বিষের তৃতীয় পর্যায়ে এসেছিল জৈব ফসফেট-জাতীয় কীটনাশক, যেমন—ডাইমেথয়েট, ম্যালাথিয়ন ইত্যাদি। এগুলি আগের পর্যায়ের কীটনাশকগুলির তুলনায় কম ক্ষতিকারক। এদের অর্ধস্থিতিকাল ১৫-৯০ দিনের বেশি নয়। তবে এইসব কীটনাশকও ক্রমশ উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজী প্রাণী ও পরে মানুষের মধ্যে বেশি বেশি মাত্রায় জমতে থাকে, যা একধরনের অতি ক্ষতিকর জৈব-বিবর্ধকের (bio-magnification) রূপ নেয়। আধুনিক কৃষিতে চতুর্থ পর্যায়ের কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পর্যায়ের কীট নিয়ন্ত্রক যৌগগুলির মধ্যে কীট-হরমোন (বা ফেরোমন), বৃদ্ধি সাহায্যকারী হরমোন, সাহায্যকারী জীবাণু (ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস) উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ পর্যায়ের কীট নিয়ন্ত্রক যৌগগুলির কার্যকারিতা যথেষ্ট আশাপ্রদ এবং প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রভাব সাময়িক ও সীমিত মাত্রার হয়। তবে এই পর্যায়ের কীট নিয়ন্ত্রক যৌগের ব্যবহার সাধারণ চাষিদের মধ্যে এখনও তেমন প্রচলিত নয়। বরং চাষিরা এখনও তৃতীয় পর্যায়ের কীটনাশকের উপর বেশি আস্থা রাখেন। প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের কৃষি-বিষের প্রয়োগের মাত্রা হেক্টর প্রতি ২-৫ কিলোগ্রাম বা তার বেশি ছিল, পরবর্তী পর্যায়ের কৃষি-বিষের জন্য প্রয়োগমাত্রা ১০০-৫০০ গ্রাম এবং আরও পরের পর্যায়ের কৃষি-বিষের প্রয়োগমাত্রা ১০-৫০ গ্রাম প্রতি হেক্টরে। সারণি-১ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সময়ের সঙ্গে রাসায়নিক-নির্ভর নিবিড় চাষ পদ্ধতি বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট কৃষি-রাসায়নিকের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিমাণ কমেছে। তবে প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা যাবে, কৃষি-বিষের আমদানি মূল্য বিশ্লেষণ করলে (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ২০০০ সালের পর থেকে মাত্র ১৫ বছরের মধ্যেই কৃষি-বিষের আমদানি মূল্য ১৮ গুণেরও বেশি বেড়েছে।

চিত্র-১
ভারতে মোট আমদানিকৃত কৃষি-বিষের মূল্য
(হাজার মার্কিন ডলার)

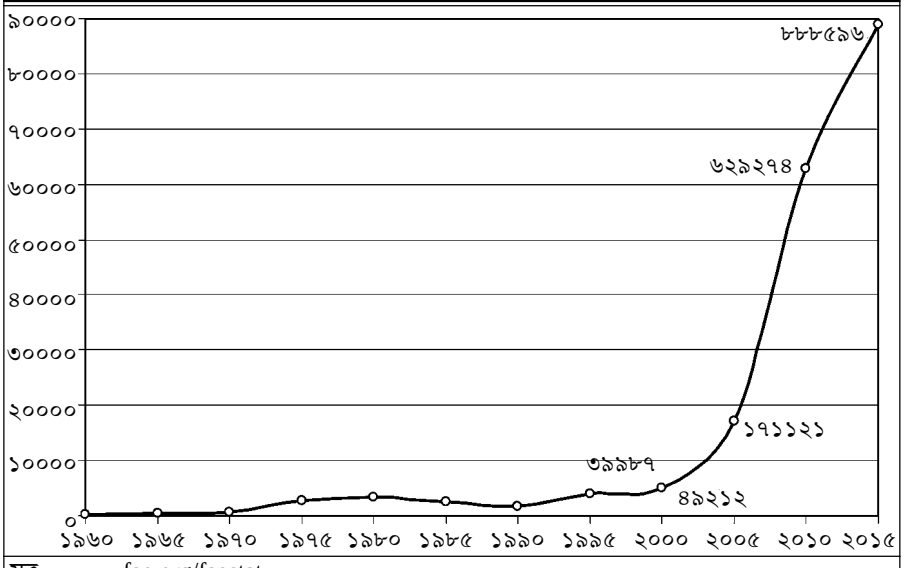

সূত্র : www.fao.org/faostat

কৃষি-বিষের দূষণের কার্যকারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, শুধুমাত্র এই রাসায়নিক পদার্থগুলির দূষণ ক্ষমতাই নয়, তার সঙ্গে ব্যবহারকারীর মানসিক ও সামাজিক কারণগুলিও জড়িত। এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। ধরা যাক, কোনও একটি কৃষি-বিষের সুপারিশ মাত্রা, ১ মিলিলিটার/প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। কিন্তু চাষি তার জমির পরিমাণ এবং সুপারিশ অনুসারে যতটা প্রয়োগ করা উচিত, তার থেকে বেশি লাগবে মনে করে বাজার থেকে কিনে নিলেন। কৃষি-বিষ বিক্রেতাও লাভের কথা ভেবে চাষিকে বা ক্রেতাকে প্রভাবিত করেন বেশি পরিমাণে কৃষি-বিষ প্রয়োগের জন্য। তা ছাড়া কৃষি-বিষ বিক্রয়কারী ডিলারদের উপর যৌগ উৎপাদনকারী ও বিপণনকারী সংস্থার বিভিন্ন প্রলোভনমূলক প্ররোচনা থাকে। তাতে ওই ডিলার অল্প সময়ে বেশি পরিমাণে কৃষি-বিষ বিক্রির ধান্দায় থাকেন। ফলত, চাষিরা তাদের জমিতে সুপারিশ মাত্রার থেকে বহুগুণ বেশি হারে এই বিষ প্রয়োগ করে চলেছেন। যেখানে ১ মিলিলিটার হারে প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল, বাস্তবে তা ৪-৫ গুণ বেশি হারে হচ্ছে। ইদানীংকালে এই কৃষি-রাসায়নিকের দাম চাষিদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই থাকে। ফসল উৎপাদনের মোট ব্যয়ের মাত্র ৩-৫ শতাংশ কৃষি-বিষের জন্য খরচ হয়। তা ছাড়া ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের, এমনকি অনেক বড়ো চাষিদেরও কৃষি-বিষের দূষণ বা ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বছরের পর বছর সুপারিশ মাত্রার থেকে বহুগুণ বেশি হারে কৃষি-বিষ প্রয়োগের ফলে, রোগ-পোকার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রযুক্ত কৃষি-বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে এবং দিন দিন যথেচ্ছ বেশি পরিমাণে কৃষি-বিষ প্রয়োগ করেও তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

কৃষি-বিষের ব্যবহারগত ও পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য যে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তাতে সন্দেহের অবকাশই নেই। অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত কৃষি-বিষ চাষের জমি থেকে ক্রমশ মনুষ্যবসতির চারপাশের পুকুর, ডোবা, মাটি, স্কুল-কলেজের খোলা মাঠ, পার্ক, বেড়ানোর

জায়গা এসবই দূষিত করছে। কখনও কখনও দুর্ঘটনাজনিত কারণেও কৃষি-বিষ ব্যাপক দূষণের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ ১৯৮৪ সালের ২ ডিসেম্বরের ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা। ভোপালের একটি কীটনাশক উৎপাদনকারী সংস্থার কারখানায় দুর্ঘটনাক্রমে এক রাত্রে ৪০ টন মিথাইল আইসোসায়ানেট, যা অতিমাত্রা বিষাক্ত গ্যাস, বাতাসে মিশে ভোপাল শহরের বেশ কয়েক হাজার মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়। যারা প্রাণে বেঁচে যান, তাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায় ও দেহে নানারকম বিরূপ প্রভাব পড়ে।

শুধুমাত্র রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, এমনকি ফল, সবজি বাজারজাত করার সময় যাতে বেশিদিন টাটকা থাকে, পচন না ধরে বা তাজা দেখায় তার জন্যও বিভিন্ন ধরনের অনুমতিহীন ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগের বেআইনি ব্যবহার হচ্ছে। যেমন, নীল রংয়ের জন্য তুঁতে (কপার সালফেট), গোলাপি বা লাল রংয়ের জন্য রোডামাইন অক্সাইড, সবুজের জন্য ম্যালাসাইট গ্রিন যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। বেগুন জাতীয় সবজির বাইরেটা চকচকে করার জন্য পেট্রোলিয়াম-জাতীয় তেল ব্যবহৃত হচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে যে তরমুজের ভিতরের শাঁস লাল করার জন্য ক্ষতিকর লাল রংয়ের যৌগ (রোডামাইন) ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি-বিষ ছাড়াও রাসায়নিক সারের মাধ্যমেও দূষণ ছড়ায়। একই জমি থেকে বেশি উৎপাদনের লক্ষ্যে ইউরিয়া সারের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

নাইট্রোজেন ঘটিত সার, যেমন—ইউরিয়া মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে কিছুটা মাটির নিচে চলে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করে এবং জমির প্রবাহমান জল বা বৃষ্টির জলের সঙ্গে বাহিত হয়ে পুকুর বা অন্য জলাশয়ে দূষণের কারণ হয়। এছাড়াও অতিরিক্ত মাত্রায় ফসফেট সারও দূষণের জন্য দায়ি হতে পারে। চাষ পদ্ধতির কিছু ত্রুটির কারণেও দূষণ ঘটে। যেমন, বোরো ধান চাষে প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল তোলা হয় এবং এই একটি কারণেই পশ্চিমবঙ্গের ১১১-টি ব্লকে আর্সেনিকের সমস্যা রীতিমতো ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ও চাকদা ব্লকের পানীয় জলে প্রচুর পরিমাণে (০.৮৯ মিলিগ্রাম/প্রতি লিটারে) এবং উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা ব্লকে খুব বেশি (০.৫০ মিলিগ্রাম/প্রতি লিটারে) পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। কলকাতা শহরের পূর্বদিকের সীমানা বরাবর অঞ্চল, যাকে 'ধাপা' নামে ডাকা হয়, সেখানকার মাটিতে দূষণ সৃষ্টিকারী ক্যাডমিয়াম, নিকেল, সিসা, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় মিশে আছে। সরকারি নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই ধাপা অঞ্চলে সংগঠিত (এবং অসংগঠিত)-ভাবে প্রচুর সবজি উৎপাদন করা হয়। এই অঞ্চলের উৎপাদিত সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকর ভারী ধাতু মিশে থাকে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর।

সারণি-১
ভারতে প্রধান প্রধান কৃষি রাসায়নিকের ব্যবহার

(হাজার টন)

সাল	কীটনাশক	ছত্রাকনাশক ও ব্যাক্টিরিয়ানাশক	আগাছানাশক	ইঁদুরের বিষ	মোট কৃষি-রাসায়নিক
১৯৯০	৫৭.৯৪	১০.৯০	৫.৮২	০.৩০৪	৭৫.০০
১৯৯৫	৪০.০৪	৯.৬৩	৬.১২	০.২৩৬	৬১.২৬
২০০০	২৭.৪০	৭.৮০	৭.৪৮	০.৫৬৩	৪৬.১৯
২০০৫	২১.৭৮	৬.৫৬	৬.৯৬	০.৩৪৩	৩৫.৩৪
২০১০	২০.৬২	১৩.০৫	৬.৩৩	—	৪০.০৯
২০১৫	—	—	—	—	৫৬.১২

সূত্র : www.fao.org/faostat

ধাপা অঞ্চলে উৎপন্ন সবজিতে ভালোভাবে জলে ধোয়ার পরেও প্রচুর পরিমাণে ভারী ধাতু থেকে যায়। ক্যাডমিয়াম সহনশীল মাত্রার থেকে লাউশাকে ৫.৬, লালশাকে ৪.৭, পুঁইশাকে ১.৮ এবং বেগুনে ২.৫ গুণ বেশি মাত্রায় পাওয়া গেছে। আরও একটি ভারী ধাতু, সিসাও ধাপার সবজিতে খুব বেশি পরিমাণে দূষণ ঘটিয়ে থাকে। এখানকার লালশাকে ৫৭.৯, লাউশাকে ২১.৬, পুঁইশাকে ১৬.৬ এবং বেগুনে ১৪.০ মাইক্রোগ্রাম/প্রতি গ্রাম সিসা পাওয়া গেছে। এই মাত্রা সহনশীল মাত্রার থেকে ১৩-১৯৩ গুণ বেশি, যা খুবই ভীতির কারণ (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র-২
ভারতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার

(লক্ষ টন)

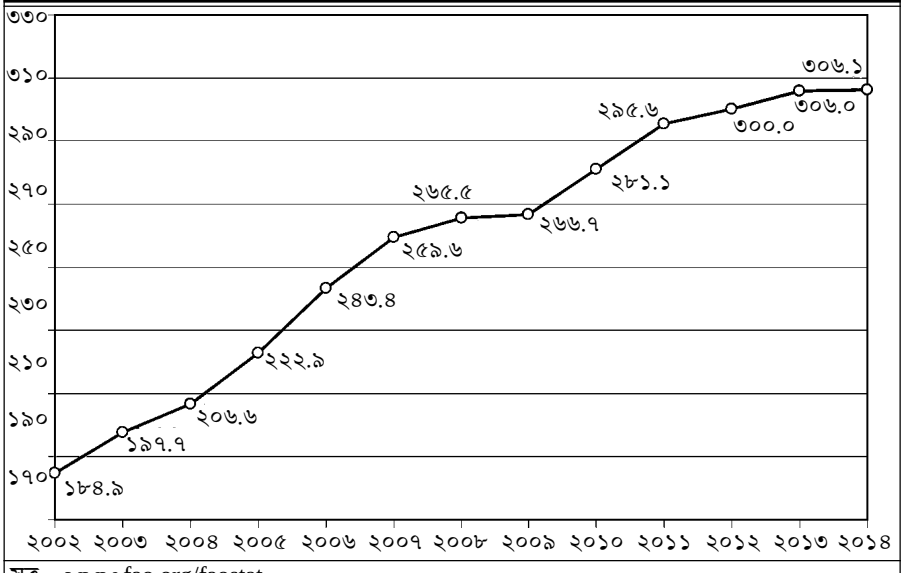

সূত্র : www.fao.org/faostat

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফসলের অবশেষ অংশের পরিমাণও বহুগুণ বেড়েছে। গত কয়েক দশক ধরে ফসল উৎপাদনে উন্নত কৃষি-প্রযুক্তির গবেষণা খাতে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং তার আশানুরূপ ফলও পাওয়া গেছে। কিন্তু বিপুল পরিমাণ ফসলের অবশেষ অংশের সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা অপ্রতুল। যতটুকু সাফল্য পাওয়া গেছে, তাও হয় চাষিদের কাছে এখনও পৌঁছায়নি বা গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাছাড়া একই জমি থেকে বছরে তিন বা তার বেশি বার ফসল ফলানোর ফলে, জমিতে ফসলের অবশেষের পচন প্রক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। তাই, বিশেষত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চাষিরা ব্যাপকভাবে ফসলের অবশেষ পোড়ান। এর ফলে মাটিতে জীবাণুর ভারসাম্য নষ্ট হয়, সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ধূলিকণা বাতাসে মিশে দূষণের কারণ হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫ সালে ৪৮২ লক্ষ টন ফসলের অবশেষ পোড়ানো হয়েছে (চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য) এবং তার দরুন ৩৭.৮ লক্ষ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে নির্গত হয়েছে (চিত্র-৪ দ্রষ্টব্য)। এই বিপুল পরিমাণ দূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাস ও ধূলিকণা ওই অঞ্চলের এবং পাশাপাশি অনেকটা জায়গার নাগরিকদের সুস্থ জীবনযাপনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। বিগত বছরগুলির মতো চলতি বছরেও (২০১৭) কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জানিয়েছে যে, দিল্লি এবং তার আশপাশের বাতাসের গুণগত মান (Air Quality Index) শস্য অবশেষ পোড়ানোর সময় (নভেম্বর থেকে জানুয়ারি) খারাপ (২০১-৩০০) থেকে অতি খারাপ (৩০১-৪০০) হয়েছে।

সারণি-২
সবজিতে ভারী ধাতুর পরিমাণ
(মাইক্রো গ্রাম প্রতি গ্রাম শুকনো ওজন হিসাবে)

সবজি	ক্যাডমিয়াম	সিসা	তামা	ক্রোমিয়াম
বেগুন	০.৫১	১৪.০০	১১.৭৫	১.২১
পুঁইশাক	০.৩৭	১৬.৫৭	১৬.১৩	১.১৩
লালশাক	০.৯৪	৫৭.৯২	১৭.১৪	০.৬৯
ফুলকপি	০.১১	৩.৯৩	৬.১১	২.৪৫
বাঁধাকপি	০.০৭	৫.১৪	০.৪৫	০.২১
লাউশাক	১.১২	২১.৬১	১০.৮৫	৩.৩৮
সহনশীল মাত্রা	০.২০	০.৩০	৪০.০০	২.৩০

সূত্র : Bairagi *et al.*, 2010

সমাধান

কৃষি-বিষের সমস্যা যে ইতোমধ্যেই ব্যাপক আকার নিয়েছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে এবং কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে, তবেই এই দূষণের হাত থেকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে বাঁচানো সম্ভব। যেহেতু চাষিদের অনুসৃত আধুনিক কৃষিব্যবস্থা এই কৃষি-বিষের দূষণের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেও দায়ি, তাই এই কৃষিব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। এখানে বলে রাখা ভালো, বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় কৃষিবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও নব নব প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সুফল অনেক সময়ই কৃষকরা কাঙ্ক্ষিত দ্রুততার সঙ্গে গ্রহণ করেন না। তার জন্য কৃষকদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি, সরকারি বা অ-সরকারি স্তরে কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতির দুর্বলতা ও প্রায়শই সম্প্রসারণ কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতাই মূলত দায়ি। কৃষকরা খানিকটা পুরোনো ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভর করেই চাষ করেন। একথা জোরের সঙ্গে বলা যায়, চাষিরা যদি কেবলমাত্র সুপারিশমতো আধুনিক কৃষি পদ্ধতি মেনে ফসল উৎপাদন করেন, তবে ফলন যেমন ভালো হবে, সেই সঙ্গে সীমিত মাত্রায় কৃষি-বিষের প্রয়োগে দূষণও বিপদসীমা অতিক্রম করবে না। আধুনিক কৃষিতে যে সুসংহত রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (Integrated Pest Management বা IMP) কথা বলা হয়, তার স্পষ্ট ধারণা ও সঠিক ব্যবহার জরুরি। এই সুসংহত পদ্ধতিতে, কৃষি-বিষের ব্যবহারের আগে, চাষ পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ধারণা মান্য করা হয়। এই ধারণায়, ফসলের কীটশত্রু ও রোগ সহনশীল জাত নির্বাচন, বীজ লাগানোর সঠিক সময় নিরূপণ, সারি করে শস্য লাগানোর পদ্ধতি (যাতে ফসলের

চিত্র-৩
ভারতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর পরিমাণ
(লক্ষ টন)

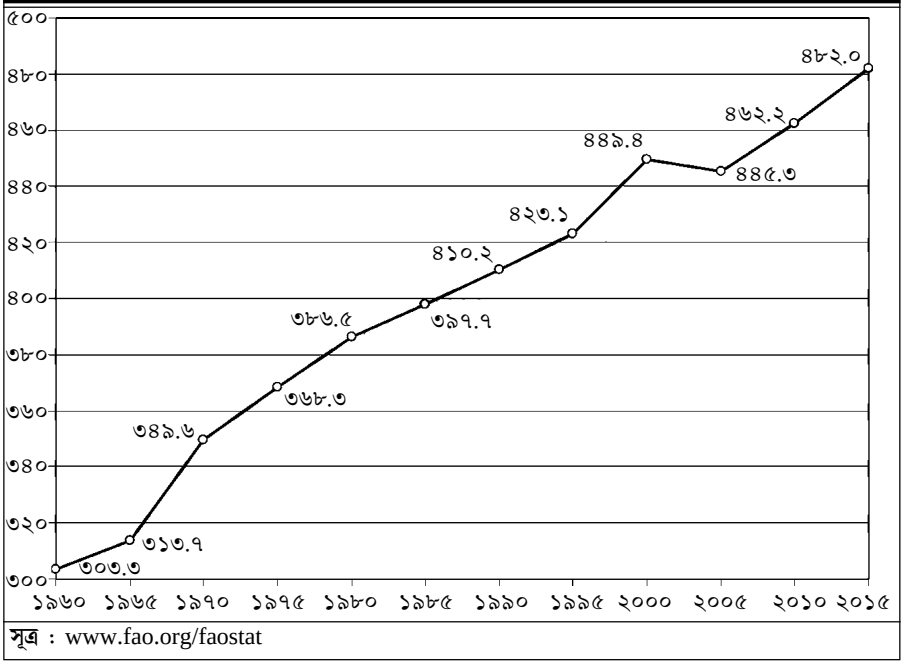

সূত্র : www.fao.org/faostat

পল্লবাচ্ছাদনের ভিতরে যথেষ্ট আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে ও রোগ-পোকা অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমার মধ্যে থাকে), মাটি পরীক্ষা করে ও নির্দিষ্ট ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সারের মাত্রা নির্বাচন, সময়মতো আগাছা নিয়ন্ত্রণ, নিড়ানি দেওয়া ও মাটি আলগা করা, নিয়মিত জমি পরিদর্শন ইত্যাদির বিশেষ গুরুত্ব আছে। জমি পরিদর্শনের উপকারিতার এক উদাহরণ হল, পরিদর্শনের মাধ্যমে পাটের বিছা পোকা (Bihar Hairy Caterpillar) নিয়ন্ত্রণ। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী বিছা পোকা পাটের জমিতে আলের ধারের গাছের পাতাতেই একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে এবং ওই পোকার শুককীটগুলি (লার্ভা) প্রথম অবস্থায় মাত্র গুটিকয়েক পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। চাষিরা যদি ওই লার্ভা-সহ কয়েকটি পাতা গাছ থেকে তুলে নষ্ট করে দেন, তাহলে সহজেই পাটের বিছা পোকা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কোনও কৃষি-বিষের প্রয়োজন হয় না। অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে আলোর ফাঁদ (Light Trap) ব্যবহারের কথা বলছেন। এর মাধ্যমে কৃষি-বিষের ব্যবহার অনেকটাই কমানো যায়। কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের নতুন পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতির মধ্যে ফেরোমন ফাঁদ (Pheromone Trap) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ প্রজাতির পোকার জন্য নির্দিষ্ট ফেরোমন হরমোন অতি অল্পমাত্রায় ফাঁদে ব্যবহৃত হয়। ফলে সেই নির্দিষ্ট প্রজাতির পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয় ও বিনষ্ট হয়, এবং স্ত্রী পোকা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি হতে পারে না। এই পদ্ধতি অনেক কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে (বিশেষত সবজি ও ফল চাষে) খুবই ফলপ্রসূ এবং পরিবেশে কৃষি-বিষের ভার চাপায় না। যেকোনও ফসলের বীজ বোনার বা লাগানোর আগে অবশ্যই বীজ শোধন করতে হবে। এতে খুবই সামান্য পরিমাণে রাসায়নিক ব্যবহার করে অনেক রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে, অতিরিক্ত কৃষি-বিষ ব্যবহার না করেই বাঁচানো যায়। তা ছাড়া জমিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু সারের ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। জীবাণু সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের কাজও করে। জমিতে কোনও রোগ-পোকার আক্রমণ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক কৃষি-বিষ প্রয়োগ করা উচিত নয়। প্রথমেই জমি পরিদর্শনে গিয়ে আক্রমণের মাত্রা বা প্রতি একক পরিমাণ জমিতে ওই নির্দিষ্ট রোগ বা পোকার সংখ্যা ক্ষতিকর সীমা অতিক্রম করেছে কি না তা দেখতে হবে। যদি তা ক্ষতিকর সীমা লঙ্ঘন করে, তবেই সেই রোগ বা পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই রাসায়নিক কৃষি-বিষের পরিবর্তে নিম তেল ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়। নিম তেল এখন সহজেই বাজারে মেলে অথবা চাষিরা নিজেরাও নিম ফল থেকে কীটনাশক তৈরি করে নিতে পারেন। জৈব কীটনাশকের মাত্রা বাড়িয়েও যদি কীটশত্রু নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে সুপারিশ অনুসারে রাসায়নিক কৃষি-বিষ ব্যবহার করা উচিত। কৃষি-বিষ যদি নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়, তবে তা পরিবেশকে খুব বেশি দূষিত করে না। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, জমিতে শত্রু পোকার পাশাপাশি অনেক প্রজাতির বন্ধু পোকাও থাকে, ফলে প্রায়শই শত্রু পোকার সংখ্যা ক্ষতিকর সীমা পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে না। অকারণে কম সংখ্যার শত্রু পোকা মারার জন্য কৃষি-বিষ প্রয়োগ করলে, উপকারী পোকাগুলিও মরে যায় এবং জমিতে পোকার স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। এর পরে যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা হল, সুসংহত উদ্ভিদ খাদ্য জোগান ব্যবস্থা (Integrated Nutrient Management বা INM)। জমিতে কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে, জমির উর্বরতা শক্তি বেশি দিন স্থায়ী হয় না। তাই সুষম রাসায়নিক সারের সঙ্গে সুপারিশ মতো জৈবসারও জোগান দিতে হবে। গোবর সার, কেঁচো সার, সবুজ সার, খইল, জীবাণু সার ইত্যাদি জৈব সার হিসাবে সুপারিশ করা হয়।

সারণি-৩
ফসলের বৃদ্ধিকারী জীবাণুর (PGPR) গুরুত্ব ও উপযোগিতা

ফসলের বৃদ্ধিকারী জীবাণু (PGPR)	গুরুত্ব ও উপযোগিতা
অ্যাজোটোব্যাক্টর, অ্যাজোস্পাইরিলাম, সিউডোমোনাস, ব্যাসিলাস, অ্যাগ্রোব্যাক্টিরিয়াম, আর্থ্রোব্যাক্টর, এন্টেরোব্যাক্টর,	■ অল্প মাত্রায় কার্যকরী। ■ ফসলের জন্য নাইট্রোজেন জোগান (২০-৪০ কেজি) দিতে পারে। ■ বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ও শিকড়ের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ■ অ্যাজোটোব্যাক্টরের ফসলের রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকনাশক গুণ আছে। ■ ব্যাসিলাস ও সিউডোমোনাস, মাটির অদ্রবণীয় ফসফরাসকে দ্রবণীয় করে গ্রহণ গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। ■ সিউডোমোনাস, আয়রন অভাবযুক্ত মাটি থেকেও প্রয়োজনীয় আয়রন গ্রহণ করতে সাহায্য করে। ■ জীবাণুনাশক ঔষধ ও উৎসেচক তৈরির মাধ্যমে ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। ■ ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি দিয়ে বীজ শোধন করলে মাটি বাহিত ছত্রাক-জাতীয় রোগ থেকে রেহাই।

নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু, যেমন,—অ্যাজোটোব্যাকটার, রাইজোবিয়াম, অ্যাজোস্পাইরিলাম, ইত্যাদি এবং ফসফেট দ্রবণক্ষম জীবাণু বা ফসফোব্যাকটার ব্যবহারে জমির উর্বরতাশক্তি দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ ফলনক্ষম থাকে। এই জীবাণু সারের প্রয়োগের ফলে, জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সারের মাত্রা অনেক কম হলেও ভালো ফলন পাওয়া যাবে (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। ফলে রাসায়নিক সারের সীমিত ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করবে না। এই আলোচনার আগের অংশে আর্সেনিক দূষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব কম করতে নিয়মিত জৈব সার, পোল্ট্রি সার, নিম খইল ইত্যাদি জমিতে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও নীল-সবুজ শৈবাল (Blue-green algae), অ্যানাবেনা, নস্টক এবং আরও কিছু উপকারী জীবাণু জমিতে আর্সেনিকের দূষণ কম করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, অদূরদর্শী ও অসংযতভাবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে আর্সেনিক দূষণ এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তাই কৃষিতে দূষণ কমাতে কার্যকর ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীলতা কম করতে বৃষ্টির জলের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার (Rain water harvesting) বাড়াতে হবে। তাছাড়া অনেক ফসলেই প্লাবন সেচের (Flood irrigation) পরিবর্তে ঝারি/ফোয়ারা সেচ (Sprinkler irrigation) ও ফোঁটা

সেচ (Drip irrigation) দিলে অসুবিধা নেই। ফলে জলের অপচয় কম হবে এবং জলের লিটার প্রতি অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। রোয়া ধানের ক্ষেত্রে এখনও চাষিরা জল দাঁড় করিয়ে রাখেন, এই পদ্ধতির আর প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষায় প্রমাণিত, ধানের খেতে নির্দিষ্ট মাত্রার ভেজা ভাব বা জল দ্বারা মাটির সংপৃক্ততা (Soil saturation) থাকলেই তা ধানের উচ্চ ফলনের জন্য অনুকূল, দাঁড়ানো জলের প্রয়োজন হয় না। ইতোমধ্যেই চাষিরা শ্রী-পদ্ধতিতে (SRI) অল্প জল ব্যবহার করেই ধানের ভালো ফলন পাচ্ছেন, এটা আশার কথা। যে অঞ্চলে জলের অপ্রতুলতা আছে বা ভূগর্ভস্থ জল থাকলেও তা আর্সেনিক বা ওই ধরনের কোনও দূষণের শিকার, সেক্ষেত্রে ধানের পরিবর্তে চাষের জন্য অন্য ফসল নির্বাচন করতে হবে, যাদের জলের চাহিদা কম। বিশেষত, ডালশস্য এবং বেশ কিছু তৈলবীজে সেচের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম। ধান চাষে প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ ১২০০ মিলিলিটার, কিন্তু ছোলা চাষে মাত্র ২৫০ মিলিলিটার জল লাগে। অর্থাৎ, এক হেক্টর ধান চাষের সম পরিমাণ জল দিয়ে ৪.৮ হেক্টর ছোলা চাষ করা যাবে। তাই শস্য পর্যায়ে এই ধরনের কম জলের ফসলের অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবতে হবে।

উচ্চ উৎপাদনমুখী কৃষিতে যে বিপুল পরিমাণ ফসলের অবশেষ তৈরি হয়, তার দ্রুত ও সুষ্ঠু ব্যবহার জরুরি। অন্যথায় চাষিরা এগুলি পোড়ানোর ফলে বায়ুদূষণ চলতে থাকবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে ফসলের অবশেষ পোড়ানোর প্রচলন বেশি। বেশ কিছু দিন আগে থেকেই ফসলের অবশেষ ব্যবহারের বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যও পাওয়া গেছে। ধানের খড়কে এক ধরনের জীবাণুর (Enterobacter) দ্বারা জৈব-হাইড্রোজেন তৈরিতে চিন সাফল্য পেয়েছে। ধান ও গমের খড় সহজে পচে না, ফলে জৈব সার তৈরিতে দেরি হয়, কিন্তু শিম্ব গোত্রীয় (ডাল শস্য) ফসলের অবশেষ থেকে সহজেই জৈব সার তৈরি হতে পারে। প্রথাগত কর্ষণের মাধ্যমে চাষ ছাড়াও, সংরক্ষিত চাষ (conservation tillage) বা শূন্য কর্ষণ (Zero tillage) চাষের মাধ্যমেও বেশকিছু

চিত্র-৪
ভারতে ফসলের অবশেষ পোড়ানোর জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন
(গিগা গ্রাম)

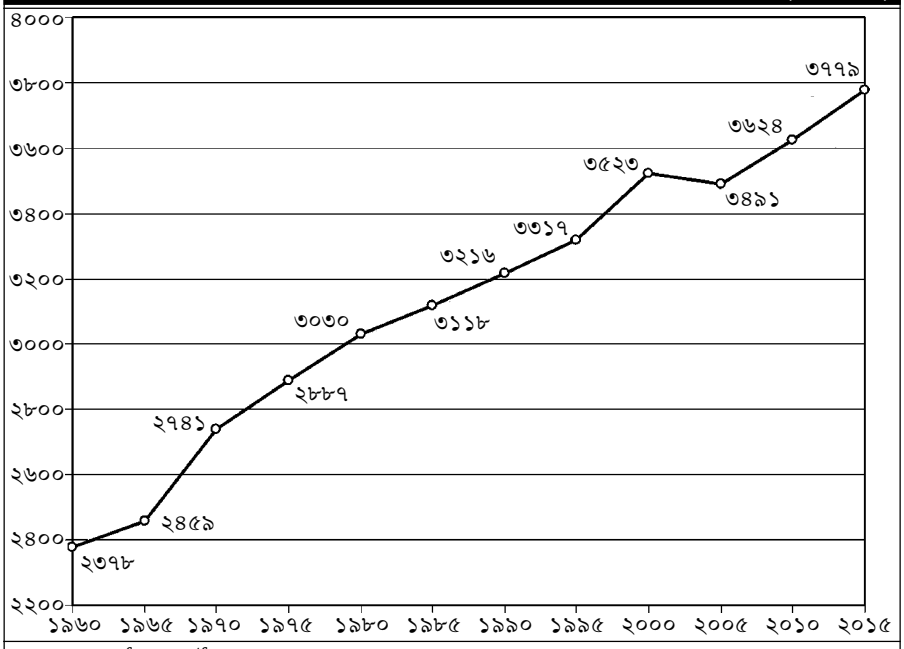

সূত্র : www.fao.org/faostat

ফসল ফলানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে জমিতে থাকা আগের ফসলের অবশেষ সরিয়ে ফেলতে হয় না এবং এই অবস্থাতেই পরের ফসল লাগানো যায়। ফসলের অবশেষ অনেকভাবে অন্য ফসলের জমির মাটির আচ্ছাদন (Mulching) হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ফসলের অবশেষ ঠিকভাবে ব্যবহৃত হবার জন্য, শূন্যকর্ষণ বীজ বপন যন্ত্র (Zero till seed drill), অবশেষ কাটার যন্ত্র (Straw chopper) অবশেষ বাঁধার যন্ত্র (Straw bailer) সম্পর্কে চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এই যন্ত্রগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার প্রশিক্ষণের জন্য সরকার হেক্টর প্রতি ৪,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। বর্তমান অর্থ বছরে (২০১৭-'১৮) ফসলের অবশেষ যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তার জন্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের জন্য যথাক্রমে ৪৮.৫, ৪৫, ৩০ এবং ৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে (সূত্র : প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরো, ভারত সরকার; ১০ নভেম্বর, ২০১৭)।

আরও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে হবে। যতটা সম্ভব জৈব চাষকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে জাতীয় স্তরে এর ফলে যেন মোট উৎপাদনে ঘাটতি না হয়। বিভিন্ন সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমের দ্বারা কৃষি-বিষের সম্পর্কে চাষিদের, এমনকি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনও ফসলের মোট উৎপাদন কোনও বিশেষ বছরে অনেক বেশি হওয়ার ফলে, ফসলের অপচয় হয়; এই অতিরিক্ত ফলন ফলাতে গিয়েও কৃষি-বিষ প্রযুক্ত হয় ও পরিবেশের ক্ষতি বাড়িয়ে দেয়। তাই ফসলের উৎপাদনে জাতীয় স্তরে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। উৎপাদিত ফলনকে সরকারি স্তরে এবং বেসরকারি স্তরে সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। উৎপাদিত ফসলের দ্রুত ও কার্যকর বণ্টন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা অনেক সময়ই বেশি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে এবং পরোক্ষভাবে কৃষি-বিষের দূষণ কমাতে সাহায্য করে। সর্বোপরি সরকারি জাতীয় নীতি নির্ধারক স্তরে প্রকৃত সদিচ্ছা এবং কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দূষণ ও পরিবেশ সচেতনতা অবশ্যই কৃষি-বিষের দূষণ ন্যূনতম করতে সক্ষম হবে।❑

জানেন কি?

"নারী" পোর্টাল

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক National Repository of Information for Women (সংক্ষেপে NARI বা নারী) নামক portal-এর সূচনা করে। দেশের সর্বত্র মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য একত্রিত করে একটি জাতীয় তথ্যভাণ্ডারের আকারে এটি গড়া হয়েছে।

এই পোর্টালে নারীকল্যাণ সংক্রান্ত ৩৫০-টি প্রকল্পের সুলুকসন্ধান পাওয়া যাবে। হালনাগাদ সব তথ্য সংযোজন করা হবে যথাসময়ে। পরবর্তীকালে নারীকল্যাণ সংক্রান্ত সবক'টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু এধরনের যোজনাগুলির তথ্যও পাওয়া যাবে এই পোর্টালে। সহজেই এসব প্রকল্পের তথ্যাবলী জানা যাচ্ছে http://www.nari.nic.in থেকে।

"নারী" পোর্টালে প্রকল্পগুলিকে আটটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে :

১। স্বাস্থ্য;
২। শিক্ষা;
৩। কর্মসংস্থান;
৪। আবাসন ও আশ্রয়;
৫। হিংসার মোকাবিলা;
৬। সিদ্ধান্তগ্রহণ;
৭। সামাজিক সহায়তা;
৮। আইনি সহায়তা।

এছাড়াও বয়স হিসেবেও প্রকল্পগুলিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে :

ক। ০-৬ বছর;
খ। ৭-১৭ বছর;
গ। ১৮-৬০ বছর;
ঘ। ষাটোর্ধ্ব।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, মহিলাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত সব ধরনের তথ্যই এই পোর্টালে মজুত আছে। নারীদের জন্য সমানাধিকার, অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক

সহায়তা, আইনি সহায়তা, আবাসন, ইত্যাদি সুনিশ্চিত করতে একাধিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্প চালু আছে। তা সত্ত্বেও অনেক সময়েই দেখা যায় যে, এই সব সংস্থান সম্পর্কে উদ্দীষ্ট সুবিধাভোগীরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন, এবং এর জেরে তারা সেসব সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিতই রয়ে যান। যেমন, কঠিন পরিস্থিতিতে দুর্গত/বিপদগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্য করার জন্য বিশেষ কেন্দ্র বা One Stop Centre গড়া হয়েছে ১৬৮-টি জেলায়; প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মহিলাদের নামে সম্পত্তি নিবন্ধীকরণে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; এবং অনেক রাজ্যের সরকার কন্যাদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। নাগরিকরা এই পোর্টালে 'মহিলা শক্তি কেন্দ্র', 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', 'জননী সুরক্ষা যোজনা'-র মতো সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারেন।

বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য ও লিঙ্কের হদিশ পাওয়া যায় "নারী" পোর্টালে। এর পাশাপাশি এখানে অনায়াসে অনলাইন আবেদন জমা দেওয়া যায়। অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও আছে এই পোর্টালে। এর মাধ্যমে পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য, রোগভোগ নিয়ে সচেতনতা, কাজকর্মের সুলুকসন্ধান ও চাকরির জন্য সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি, বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সংক্রান্ত পরামর্শও প্রদান করা হয় মহিলাদের। সুরক্ষা, দত্তক নেওয়া ও সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের মতো একাধিক বিষয়ের ওপরও তথ্য রয়েছে এই পোর্টালে।

এই পোর্টালের "Knowledge Corner" বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী পাওয়া যায় :

- ভোটার কার্ড;
- আধার কার্ড;
- ব্যাঙ্কের নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা;
- পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা;
- সঞ্চয় ও লগ্নি সংক্রান্ত তথ্য;
- মহিলাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির মতো নানা মৌলিক অধিকার সম্পর্কে তথ্য।

দেশের উন্নতির জন্য চালু করা 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', দত্তক নেওয়া, ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্পে নাগরিকদের সরাসরি যোগদান করার বিষয়ে পোর্টালের "Get Involved" বিভাগে তথ্য পাওয়া যায়। নারীদের ওপর অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পদ্ধতি, আইনি সহায়তা পেতে legal aid cell-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় ও দত্তক নেওয়ার নিয়মকানুন সহজসরলভাবে বোঝানো হয়েছে "নারী" পোর্টালে।❑

সংকলন : যোজনা ব্যুরো

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস ও বাংলা ভাষা

১. কোন দিনটিকে গোটা বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হয়?
২. "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"—গানটি কার লেখা?
৩. বিশ্বের মোট কত কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন?
৪. বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষা কততম স্থান অধিকার করেছে?
৫. একুশের গানটির চলতি প্রাতিষ্ঠানিক সুরারোপ করেন কে?
৬. একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব কোফি আন্নানের কাছে কে প্রথম আবেদন করেন?
৭. কবে, কোথায়, কোন প্রতিষ্ঠান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে?
৮. কোন দিনটি থেকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে আসছে?
৯. প্রতি বছর বরাক উপত্যকা-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কোন দিনটিকে বাংলা ভাষা শহীদ দিবস হিসাবে পালন করা হয়?
১০. ভারতের কোন রেলওয়ে স্টেশনের পরিবর্তিত নাম 'ভাষা শহিদ স্টেশন'?
১১. আসামের বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রধান ঘটনাটি কবে ঘটে?
১২. কবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?
১৩. বিশ্বের মোট কয়টি দেশের জাতীয় সংগীত বাংলা ভাষায় রচিত?
১৪. পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড কবে বাংলা ভাষাকে সেরাজ্যে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়?
১৫. বাংলাদেশের পর বিশ্বের আর কোন একটিমাত্র দেশ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে?
১৬. বাংলা ভাষা ভারতের কয়টি রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত?
১৭. সিয়েরা লিওন (পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ) কেন ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করে?
১৮. পাকিস্তানের কোন শহরের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা রূপে বাংলাকে গ্রহণ করা হয়েছে?
১৯. ভারতের জনসংখ্যার কত শতাংশ মানুষ বাংলাভাষী?
২০. বাংলা লিপি কোন লিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা হয়?
২১. বাংলা লিপি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত লিখন পদ্ধতিগুলির মধ্যে কততম স্থান অধিকার করে?
২২. কবে বাংলা লিপিকে ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড-এ যোগ করা হয়?
২৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের মধ্যে বাংলার সবচেয়ে কাছের ভাষা কোনটি?
২৪. "এখন থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করবে রাষ্ট্রসংঘ"—রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ কোন দিনটিতে এই মর্মে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব পাস করে?
২৫. কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়?

উত্তর :

১. একুশে ফেব্রুয়ারি। ২. আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রচনা করেন)। ৩. ৩০ কোটি মানুষ। ৪. চতুর্থ স্থান। ৫. আলতাফ মাহমুদ (১৯৫৪ সালের প্রভাত ফেরীতে আলতাফ মাহমুদের সুরে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি প্রথমবার গাওয়া হয়)। ৬. রফিকুল ইসলাম এবং আবদুল সালাম (কানাডার ভ্যানকুভারে বাসরত দুই বাঙালী, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে)। ৭. ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে। ৮. ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ৯. ১৯ মে। ১০. শিলচর রেলওয়ে স্টেশন। ১১. ১৯৬১ সালের ১৯ মে (ওই দিন ১১ জন প্রতিবাদী শিলচরে প্রাদেশিক পুলিশের গুলিতে শহিদ হন)। ১২. ১৯৫৪ সালের ৯ মে (গণপরিষদের অধিবেশনে)। ১৩. তিনটি দেশের (বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা)। ১৪. ২০১১ সালে। ১৫. সিয়েরা লিওন (২০০২ সালে সেদেশের তৎকালীন সরকার এই স্বীকৃতি দেয়)। ১৬. তিনটি রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরা)। ১৭. সেদেশে উপস্থিত রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর ৫,৩০০ বাংলাদেশী সেনার সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ। ১৮. করাচি। ১৯. ৮.২ শতাংশ। ২০. সিদ্ধং লিপি। ২১. পঞ্চম। ২২. ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে। ২৩. অসমীয়া। ২৪. ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর, সাধারণ পরিষদের ৬৫-তম অধিবেশনে। ২৫. সেন যুগে।

এবারের বিষয় : পদ্ম সম্মান

সাধারণত প্রত্যেক বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে পদ্ম সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয় আর মার্চ/এপ্রিল নাগাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে সেই পুরস্কার তুলে দেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। ১৯৫৪ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে (১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ আর ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ ব্যতীত)। ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন, তার পরেই এই পদ্ম সম্মান। গুরুত্বের ভিত্তিতে এই সম্মানগুলিকে যথাক্রমে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে—পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী। এবছরের সম্মানপ্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয় গত ২৫ জানুয়ারি। রাষ্ট্রপতি মোট ৮৫-টি পুরস্কারের জন্য অনুমোদন দেন এই বার। দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান, পদ্মবিভূষণ, পেয়েছেন সংগীতশিল্পী ইলায়ারাজা (তামিলনাড়ু) ও গুলাম মুস্তাফা খান (মহারাষ্ট্র) এবং শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য পরমেশ্বরণ পরমেশ্বরণ (কেরালা)। ন'জন পাচ্ছেন পদ্মভূষণ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। ৭৩-টি পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হচ্ছে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। এর মধ্যে অবশ্য দু'টি ক্ষেত্রে যুগ্ম বিজয়ীর নাম আছে তালিকায়। সব মিলিয়ে মরণোত্তর সম্মান দেওয়া হচ্ছে তিনজনকে। তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন মোট ১৪ জন মহিলা। এছাড়াও বিদেশি/প্রবাসী ভারতীয় (NRI)/ভারতীয় বংশোদ্ভূত (PIO)/বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক (OCI) শ্রেণিভুক্ত মোট ১৬ জনকেও সম্মানিত করা হচ্ছে।

এবছর পশ্চিমবঙ্গের পাঁচজনকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়। এদের মধ্যে অন্যতম ৭৫ বছর বয়সি সুভাষিণী মিস্ত্রি। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে না পেরে স্বামীকে হারিয়েছেন মাত্র ২৩ বছর বয়সে। তার পরে আনাজ বিক্রি আর অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনওক্রমে বেঁচে থাকা। এর মধ্যেই কঠোর পরিশ্রম ও জেদে গড়ে তুলছেন গরিবদের জন্য হাসপাতাল। বেহালার হাঁসপুকুরে সেই 'হিউম্যানিটি হাসপাতাল' গড়ে তোলার ঘটনাকে স্বীকৃতি জানিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে তাকে। শুধু তিনিই নন, পদ্মশ্রী প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, ৯৯ বছর বয়সি সুধাংশু বিশ্বাস। তিনিও গরিবের সেবাকে জীবনের মূলমন্ত্র করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গ্রামে নিখরচায় স্কুল, অনাথ আশ্রম চালান। গড়ে তুলেছেন চিকিৎসার ব্যবস্থাও। সুন্দরবনে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম তার হাতেই তৈরি। স্বাধীন ভারতে তার অবদানকে সম্মান জানিয়ে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগীতে বিজয় কিচলু, সাহিত্যে কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, বিজ্ঞানে অমিতাভ রায়কেও পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে।

সারণি-১
পদ্মভূষণ প্রাপক

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ক্ষেত্র	রাজ্য/দেশ
১.	পঙ্কজ আডবাণী	খেলা—স্নুকার/বিলিয়ার্ডস	কর্ণাটক
২.	ফিলিপোস মার ক্রিয়োসটোম	আধ্যাত্মিকতা	কেরালা
৩.	মহেন্দ্র সিং ধোনি	খেলা—ক্রিকেট	ঝাড়খণ্ড
৪.	অ্যালেক্স্যান্ডার কাডাকিন (বিদেশি/মরণোত্তর)	পাবলিক অ্যাফেয়ার্স	রাশিয়া
৫.	রামচন্দ্রণ নাগাস্বামী	পুরাতত্ত্ব	তামিলনাড়ু
৬.	বেদ প্রকাশ নন্দা (OCI)	সাহিত্য ও শিক্ষা	ইউএসএ
৭.	লক্ষ্মণ পাই	অঙ্কনকলা	গোয়া
৮.	অরবিন্দ পারিখ	সংগীতকলা	মহারাষ্ট্র
৯.	শারদা সিন্‌হা	সংগীতকলা	বিহার

সারণি-২
পদ্মশ্রী

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ক্ষেত্র	রাজ্য/দেশ
১.	অভয় বাং ও রানি বাং (যুগ্ম)	চিকিৎসাবিজ্ঞান	মহারাষ্ট্র
২.	দামোদর গণেশ বাপট	সমাজসেবা	ছত্তিশগঢ়
৩.	প্রফুল্ল গোবিন্দ বড়ুয়া	সাংবাদিকতা	অসম
৪.	মোহন স্বরূপ ভাটিয়া	লোকসংগীত	উত্তরপ্রদেশ
৫.	সুধাংশু বিশ্বাস	সমাজসেবা	পশ্চিমবঙ্গ
৬.	সাইখম মিরাবাই চানু	খেলা—ভারোত্তোলন	মণিপুর
৭.	পণ্ডিত শ্যামলাল চতুর্বেদী	সাংবাদিকতা	ছত্তিশগঢ়
৮.	হোসে মা জোয়ি কল্সেপসিয়োন III (বিদেশি)	ব্যবসাবাণিজ্য	ফিলিপিন্স
৯.	ল্যাংপোকলাকপাম সুবাদানি দেবী	বুননশিল্প	মণিপুর
১০.	সোমদেব দেববর্মন	খেলা—টেনিস	ত্রিপুরা
১১.	ইয়েশি ধোদেন	চিকিৎসাবিজ্ঞান	হিমাচলপ্রদেশ
১২.	অরূপ কুমার দত্ত	সাহিত্য ও শিক্ষা	অসম
১৩.	দোদ্দারাংগে গৌড়া	গীতিকার	কর্ণাটক
১৪.	অরবিন্দ গুপ্তা	সাহিত্য ও শিক্ষা	মহারাষ্ট্র
১৫.	দিগম্বর হাঁসদা	সাহিত্য ও শিক্ষা	ঝাড়খণ্ড
১৬.	রামলি বিন ইব্রাহিম (বিদেশি)	নৃত্যকলা	মালয়েশিয়া
১৭.	আনোয়ার জালালপুরি (মরণোত্তর)	সাহিত্য ও শিক্ষা	উত্তরপ্রদেশ
১৮.	পিয়োং তেমজেন জামির	সাহিত্য ও শিক্ষা	নাগাল্যান্ড
১৯.	সিতাভা জোদ্দাতি	সমাজসেবা	কর্ণাটক

২০.	মালতি যোশি	সাহিত্য ও শিক্ষা	মধ্যপ্রদেশ
২১.	মনোজ যোশি	অভিনয়	মহারাষ্ট্র
২২.	রামেশ্বরলাল কাব্রা	ব্যবসা-বাণিজ্য	মহারাষ্ট্র
২৩.	প্রাণ কিশোর ক'ল	কলা	জম্মু ও কাশ্মীর
২৪.	বৌনলাপ কেওকঙ্গনা (বিদেশি)	স্থাপত্যবিদ্যা	লাওস
২৫.	বিজয় কিচলু	সংগীতকলা	পশ্চিমবঙ্গ
২৬.	টমি কোহ (বিদেশি)	পাবলিক অ্যাফেয়ার্স	সিঙ্গাপুর
২৭.	লক্ষ্মীকুট্টি	চিকিৎসাবিজ্ঞান (প্রথাগত)	কেরালা
২৮.	জয়শ্রী গোস্বামী মহান্ত	সাহিত্য ও শিক্ষা	অসম
২৯.	নারায়ণ দাস মহারাজ	আধ্যাত্মিকতা	রাজস্থান
৩০.	প্রভাকর মহারানা	ভাস্কর্য	ওড়িশা
৩১.	হান ম্যানি (বিদেশি)	পাবলিক অ্যাফেয়ার্স	কলম্বিয়া
৩২.	ন'ফ মারওয়াই (বিদেশি)	যোগবিদ্যা	সৌদি আরব
৩৩.	জাভেরিলাল মেহতা	সাংবাদিকতা	গুজরাট
৩৪.	কৃষ্ণবিহারী মিশ্র	সাহিত্য ও শিক্ষা	পশ্চিমবঙ্গ
৩৫.	শিশির পুরুষোত্তম মিশ্র	চলচ্চিত্র	মহারাষ্ট্র
৩৬.	সুভাষিণী মিস্ত্রি	সমাজসেবা	পশ্চিমবঙ্গ
৩৭.	টোমিও মিজোকামি (বিদেশি)	সাহিত্য ও শিক্ষা	জাপান
৩৮.	সোমদেৎ ফ্রা মহা মুনিইয়োং (বিদেশি)	আধ্যাত্মিকতা	থাইল্যান্ড
৩৯.	কেশব রাও মুসলগাঁওকার	সাহিত্য ও শিক্ষা	মধ্যপ্রদেশ
৪০.	ড. থান্ট ম্যিন্ট-ইউ (বিদেশি)	পাবলিক অ্যাফেয়ার্স	মায়ানমার
৪১.	ভি. নানাম্মল	যোগবিদ্যা	তামিলনাড়ু
৪২.	সুলাগিত্তি নরসম্মা	সমাজসেবা	কর্ণাটক
৪৩.	বিজয়লক্ষ্মী নবনীতাকৃষ্ণণ	লোকসংগীত	তামিলনাড়ু
৪৪.	আই নিয়োম্যান নুয়ার্তা (বিদেশি)	ভাস্কর্য	ইন্দোনেশিয়া
৪৫.	মালাই হাজি আব্দুল্লা বিন মালাই হাজি ওথমান (বিদেশি)	সমাজসেবা	ব্রুনেই দারুসালাম
৪৬.	গোবরধন পাণিকা	বুননশিল্প	ওড়িশা
৪৭.	ভবানী চরণ পট্টনায়ক	পাবলিক অ্যাফেয়ার্স	ওড়িশা
৪৮.	মুরলীকান্ত পেটকার	খেলা—সাঁতার	মহারাষ্ট্র
৪৯.	হাবিবুল্লো রাজাবোভ (বিদেশি)	সাহিত্য ও শিক্ষা	তাজিকিস্তান
৫০.	এম. আর. রাজাগোপাল	চিকিৎসাবিজ্ঞান (Palliative Care)	কেরালা
৫১.	সমপৎ রামটেকে (মরণোত্তর)	সমাজসেবা	মহারাষ্ট্র
৫২.	চন্দ্রশেখর রথ	সাহিত্য ও শিক্ষা	ওড়িশা
৫৩.	এস. এস. রাঠোর	জন কৃত্যক	গুজরাট
৫৪.	অমিতাভ রায়	বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং	পশ্চিমবঙ্গ
৫৫.	সন্দুক রুইৎ (বিদেশি)	চিকিৎসাবিজ্ঞান (চক্ষু)	নেপাল
৫৬.	আর. সত্যনারায়ণ	সংগীতকলা	কর্ণাটক
৫৭.	পঙ্কজ এম. শাহ	চিকিৎসাবিজ্ঞান (ক্যান্সার)	গুজরাট
৫৮.	ভাজ্জু শ্যাম	অঙ্কনকলা	মধ্যপ্রদেশ
৫৯.	মহারাও রঘুবীর সিং	সাহিত্য ও শিক্ষা	রাজস্থান
৬০.	কিদম্বি শ্রীকান্ত	খেলা—ব্যাডমিন্টন	অন্ধ্রপ্রদেশ
৬১.	ইব্রাহিম সুতার	সংগীতকলা	কর্ণাটক
৬২.	সিদ্দেশ্বর স্বামীজী	আধ্যাত্মিকতা	কর্ণাটক
৬৩.	লেটিনা আও ঠক্কর	সমাজসেবা	নাগাল্যান্ড
৬৪.	বিক্রম চন্দ্র ঠাকুর	বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং	উত্তরাখণ্ড
৬৫.	রুদ্রপটনম নারায়ণস্বামী থারানঠন ও রুদ্রপটনম নারায়ণস্বামী ত্যাগরাজন (যুগ্ম)	সংগীতকলা	কর্ণাটক
৬৬.	ন্যুয়েন টিয়েন থিয়েন (বিদেশি)	আধ্যাত্মিকতা	ভিয়েতনাম
৬৭.	ভাগীরথ প্রসাদ ত্রিপাঠী	সাহিত্য ও শিক্ষা	উত্তরপ্রদেশ
৬৮.	রাজাগোপালণ বাসুদেবণ	বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং	তামিলনাড়ু
৬৯.	মানস বিহারী বর্মা	বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং	বিহার
৭০.	পানাটওয়ানে গঙ্গাধর ভিঠোবাজি	সাহিত্য ও শিক্ষা	মহারাষ্ট্র
৭১.	রোমুলাস হুইটেকার	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ	তামিলনাড়ু
৭২.	বাবা যোগেন্দ্র	কলা	মধ্যপ্রদেশ
৭৩.	এ. জাকিয়া	সাহিত্য ও শিক্ষা	মিজোরাম

পদ্মশ্রী প্রাপকদের তালিকায় তিনজন মুসলিম ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—লখনৌয়ের আনোয়ার জালালপুরি উর্দুতে গীতা অনুবাদ করেছিলেন; কর্ণাটকের ইব্রাহিম সুতার ভজন গায়ক; ন'ফ মারওয়াই সৌদি আরবের যোগ প্রশিক্ষক।

মহেন্দ্র সিং ধোনির মুকুটেও যুক্ত হল নতুন পালক। পদ্মভূষণ সম্মানের জন্য নির্বাচিত হলেন ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক। ধোনির অধিনায়কত্বে ২৮ বছর পরে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। ২০০৭ সালে প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের অধিনায়কও ছিলেন তিনি। ক্রীড়াজগতে, ধোনি ছাড়াও পদ্মভূষণ পাচ্ছেন স্নুকারের দুই ফর্ম্যাটে বিশ্বসেরা পঙ্কজ আডবাণী। পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন ২০১৭ সালে বিশ্ব ভারোত্তোলনে সোনাজয়ী সাইখম মীরাবাই চানু, এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী প্রাক্তন টেনিস তারকা সোমদেব দেববর্মন, ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের মধ্যে দেশের এক নম্বর সিঙ্গলস তারকা কিদম্বি শ্রীকান্ত ও ১৯৭২ প্যারাঅলিম্পিক্সে সোনাজয়ী সাঁতারু মুরলীকান্ত পেটকার।❑

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রক ও আনন্দবাজার পত্রিকা)

যোজনা ডায়েরি

(২১ ডিসেম্বর, ২০১৭—২০ জানুয়ারি, ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে আইসল্যান্ডের আইনসভা ঘোষণা করল, একই কাজের জন্য মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া বেআইনি। ২০১৭ সালের ৮ মার্চ, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পেশ করা বিল পাস হল চলতি বছরের প্রথম দিনেই। গত ৯ বছর ধরে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের তালিকায় মোস্ট জেন্ডার-ইক্যুয়াল কান্ট্রি হিসেবে আইসল্যান্ডের নাম উঠে এসেছে। আইসল্যান্ডের আইনসভাতেও ৫০ শতাংশ সদস্য মহিলা। নতুন আইন অনুযায়ী ২৫ জনের বেশি কর্মী রয়েছেন এমন কোনও সংস্থাকে সরকারের কাছ থেকে ইক্যুয়াল পে পলিসি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট নিতে হবে। অন্যথায় জরিমানা করা হবে।
- এই প্রথম ব্রিটেনের মন্ত্রিসভায় এলেন এক মুসলিম মহিলা। নুস ঘানি প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে-র মন্ত্রিসভায় পেয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রকের পার্লামেন্টারি আন্ডার-সেক্রেটারির দায়িত্ব। নতুন বছরে মে মন্ত্রিসভার প্রথম রদবদলে ৪৫ বছর বয়সি নুসকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম মুসলিম মহিলা মন্ত্রী হিসাবে নুস ১৯ জানুয়ারি ভাষণ দিয়েছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'হাউস অব কমন্স'-এ। নুসের মা-বাবা ছিলেন পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা। সেখান থেকে তারা চলে যান ব্রিটেনের বার্মিংহামে। নুসের জন্ম হয় এখানেই।
- এই প্রথম সৌদি আরবের কোনও ফুটবল ম্যাচে দর্শক হিসেবে হাজির থাকার অধিকার পেয়েছেন দেশের মহিলারা। যেদেশে মেয়েরা পুরষসঙ্গী ছাড়া ঘরের বাইরে পা রাখতে পারেন না, সেখানে পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই মাঠে গিয়ে মেয়েরা ফুটবল ম্যাচ দেখলেন। গত ১২ জানুয়ারি জেড্ডা, তার পরের দিন রিয়াধ এবং এর পরের সপ্তাহে দাম্মামে—পর পর তিনটে ফুটবল ম্যাচে মহিলাদের প্রবেশাধিকার দিয়েছিল সৌদি সরকার। তবে এখনও পুরুষদের সঙ্গে একই ব্লকে বসার অনুমতি মেলেনি মেয়েদের। স্টেডিয়ামের একটি বিশেষ অংশে শিশু ও মহিলাদের আলাদা আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

● **সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সমীক্ষা :**

ভারত, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা ও ব্রিটেন-সহ বিভিন্ন দেশের মূল স্রোতে থাকা সংবাদ মাধ্যমগুলির সংবাদ পরিবেশনের গুণগত মান নিয়ে সেই দেশগুলির নাগরিকদের মতামত সমীক্ষা করেছিল মার্কিন সংস্থা 'পিউ রিসার্চ সেন্টার'। ওই সমীক্ষা জানিয়েছে, সঠিক, গুরুত্বপূর্ণ খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতা ও তথ্যনিষ্ঠতার নিরিখে ভারতীয় মিডিয়ার তুলনায় বেশ কিছুটা পিছনে রয়েছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম। সমীক্ষাটি করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে। তাদের দেশের সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে তারা কী চোখে দেখেন, তার নিরিখে। রাজনৈতিক খবর পরিবেশনে নিরপেক্ষতার নিরিখে, শুধু আমেরিকাই নয়, ভারতের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া ও জাপানের মিডিয়াও।

প্রসঙ্গত, ৮০ শতাংশ ভারতীয়ই মনে করেন, ভারতীয় মিডিয়ার দেওয়া খবরাখবর সঠিক। এব্যাপারে গোটা বিশ্বের গড় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। সাকুল্যে ৬২ শতাংশ। মাত্র ৭ শতাংশ ভারতীয় নাগরিক মনে করেন, ভারতীয় মিডিয়ার পরিবেশন করা খবরাখবরের তেমন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। তা ততটা তথ্যনিষ্ঠ ও সঠিক নয়। আমেরিকার মিডিয়াগুলি সম্পর্কে এমনটাই ধারণা ৪৩ শতাংশ মার্কিন নাগরিকের। সমীক্ষাটি জানিয়েছে, ভারতীয় মিডিয়া যে রাজনৈতিক খবরগুলি করে, ৬৫ শতাংশ ভারতীয়ই মনে করেন, সেগুলি পক্ষপাতহীন। আর মন্ত্রী, আমলাদের খবরাখবরের ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকদের সেই বিশ্বাসযোগ্যতা ৭২ শতাংশ।

● **ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের আগামী বৈঠক :**

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসে বসতে চলেছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (এফএটিএফ) বৈঠক। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি হাওয়ালা ও জঙ্গি সংগঠনগুলিকে অর্থ জোগান দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের ডান হাত। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এফএটিএফ-এর বৈঠকে পাকিস্তানকে সতর্ক করে বলা হয়েছিল হাওয়ালা এবং জঙ্গি সংগঠনগুলিকে আর্থিক মদত দেওয়া রুখতে দেশের ভেতরের ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে। সতর্ক করা সত্ত্বেও কাজ হচ্ছে না দেখে গত বছর এই সংগঠনের 'ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন রিভিউ গ্রুপ' এবিষয়ে নোটিসও দেয় ইসলামাবাদকে। আর গত বছর নভেম্বর মাসে আর্জেন্তিনায় এফএটিএফ-এর বৈঠকে আমেরিকা এবং রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভালো রকম চাপ তৈরি করে ভারত।

● **সীমান্তে দুই কোরিয়ার বৈঠক :**

দু' বছর পর আলোচনার টেবিলে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া। একটানা প্রবল উত্তেজনা, কূটনৈতিক সম্পর্কের সাঙ্ঘাতিক অবনতি, নিয়মিত যুদ্ধের হুঁশিয়ারি ও পালটা হুঁশিয়ারি চলছিল গত কয়েক বছর ধরে। সেই পরম্পরায় ছেদ টেনে শীতকালীন অলিম্পিক্সের আসরকে কেন্দ্র করে আলোচনায় বসল দু' দেশ। দুই কোরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত বাহিনী-রহিত অঞ্চলে আয়োজিত এই বৈঠকের দিকে নজর ছিল গোটা বিশ্বের। এই অঞ্চলের যে গ্রামকে দুই কোরিয়ার সমঝোতার প্রতীক হিসেবে ধরা হয়, সেই পানমুনজোমে বৈঠক আয়োজিত হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার অংশে নির্মিত পিস হাউজে বৈঠক করেছেন দুই কোরিয়ার প্রতিনিধিরা। উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন রি সন গন। দুই কোরিয়ার পুনর্মিলনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয়ায় যে কমিটি রয়েছে, সেই 'কমিটি ফর পিসফুল রিউইনিফিকেশন অব দ্য ফাদারল্যান্ড'-এর চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন রি। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন সেদেশের একত্রীকরণ মন্ত্রী (ইউনিফিকেশন মিনিস্টার) চো মিয়ং গিয়ন।

এবারের শীতকালীন অলিম্পিক্সের আসর বসছে দক্ষিণ কোরিয়ার প্যেয়ংচ্যাং-এ। উত্তর কোরিয়ার অ্যাথলিটরাও সেই আসরে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। কিন্তু যে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে উত্তরের বিবাদ চরমে, সেই দক্ষিণ কোরিয়ায় আয়োজিত খেলার আসরে কীভাবে যোগ দেবেন উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়রা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। সেই সংশয় কাটাতে তথা দক্ষিণে আয়োজিত আসরে উত্তরের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ মসৃণ করে তুলতেই গত ৯ জানুয়ারি বৈঠকে বসেন দু' দেশের প্রতিনিধিরা। এই আন্তর্জাতিক আসরে দুই কোরিয়ার প্রতিযোগীরা অভিন্ন পতাকা নিয়ে এবং অভিন্ন জাতির প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে।

● **কিউবায় ভোট ১১ মার্চ :**

প্রায় ছ' দশক পর কাস্ত্রো পরিবারে বাইরের কেউ বসতে চলেছেন কিউবার প্রেসিডেন্ট পদে। আগামী এপ্রিলে কিউবান রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন রাউল কাস্ত্রো। তারপর কে বসবেন তার জায়গায়, তা চূড়ান্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সর্বজনীন ভোট হতে চলেছে আগামী ১১ মার্চ। গত ৬ জানুয়ারি ভোটের দিন ঘোষণা করেছে কিউবার 'কাউন্সিল অব স্টেট'। কিউবান প্রেসিডেন্ট অবশ্য সরাসরি নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হবেন না। ১১ মার্চ ৮০ লক্ষের বেশি কিউবান নাগরিক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন ১৫-টি প্রাদেশিক পরিষদ (প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি) এবং জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অব পিপল'স পাওয়ার) প্রতিনিধিদের। এই দুই পরিষদেরই মেয়াদ পাঁচ বছর করে।

জাতীয় পরিষদের নতুন প্রতিনিধিরা নির্বাচিত করবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্টকে। দেশের 'ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট' এবং পরবর্তী 'কাউন্সিল অব স্টেট'-এর বাকি সদস্যদেরও নির্বাচিত করবে এই জাতীয় পরিষদ। জাতীয় পরিষদের দু'টি অধিবেশনের মাঝে ৩৫ সদস্যের এই 'কাউন্সিল অব স্টেট'-ই কিউবায় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক ক্ষমতা ভোগ করে। প্রসঙ্গত, কিউবান বিপ্লবের পর ১৯৫৯ সালে সেদেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। একটানা প্রায় পাঁচ দশক ফিদেল সেই পদে ছিলেন। ২০০৮ সালে বয়স এবং অসুস্থতার কারণে তিনি সরে দাঁড়ানোয়, তার জায়গায় বসেন ভাই রাউল কাস্ত্রো। ২৫ নভেম্বর, ২০১৬ ফিদেল মারা যান। রাউলের বয়স এখন ৮৬।

● **মার্কিন অনুদান হারাল পাকিস্তান :**

নিরাপত্তা খাতে ইসলামাবাদকে যে ১১৫ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি অনুদান দেওয়ার কথা ছিল, তার পুরোটাই এক ধাক্কায় আটকে দিল ট্রাম্প প্রশাসন। পাকিস্তানকে নিরাপত্তা অনুদান পুরোপুরি বন্ধ রাখার কথা ৪ জানুয়ারি মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। এও বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। সিদ্ধান্ত বদলাবে বা তা শিথিল হবে কি না, তা নির্ভর করছে সন্ত্রাসবাদ রোখার প্রশ্নে ইসলামাবাদ আমেরিকার সুরে সুর মিলিয়ে চলেছে কি না, তার ওপর। আমেরিকা যে নিরাপত্তা অনুদান শুধুই পাকিস্তানকে দেয়, তা নয়। অন্যান্য দেশকেও দেয়। কিন্তু শুধু পাকিস্তানকেই নিরাপত্তা অনুদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, ১১৫ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি নিরাপত্তা অনুদানের প্যাকেজের দু'টি অংশ ছিল। একটি, কোয়ালিশন সাপোর্ট ফান্ড (সিএসএফ) খাতে ৯০ কোটি মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় অংশটি, ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও তার প্রযুক্তি সরবরাহ। পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র ও তার প্রযুক্তি সরবরাহ বাবদ মার্কিন অনুদান নতুন বছরে পা দিয়েই বন্ধ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। এবার কোয়ালিশন সাপোর্ট ফান্ড খাতেও বন্ধ হল মার্কিন অনুদান।

● **আবার ক্যাটালোনিয়ায় ভোটে স্বাধীনতাকামীদের জয় :**

আশা আর দ্বন্দ্বের উত্তেজনা নিয়েই ১৮ ডিসেম্বর ভোট হয়ে গেল স্পেনের ক্যাটালোনিয়া প্রদেশে। এদিন ভোট দিয়েছেন অন্তত ৫৫ লক্ষ মানুষ। ভোটে অবশ্য স্বাধীনতাকামীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। অক্টোবর থেকেই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে স্পেনের এই প্রদেশে। সেই দাবিতে ১ অক্টোবরের গণভোট অবশ্য আগেই অবৈধ ঘোষণা করেছিল স্পেনের আদালত। তবু তারপরেও স্পেনের প্রশাসনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়েই স্বাধীনতা ঘোষণা করে ক্যাটালোনিয়ার প্রাদেশিক পার্লামেন্ট। গণভোটের ২৭ দিনের মাথায়। মাদ্রিদ এই ঘোষণা মেনে নেয়নি। উলটে ক্যাটালোনিয়ার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। বেলজিয়ামে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান ক্যাটালোনিয়ার প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট কার্লেস পুইজদেমঁ। তবে প্রবল চাপের মুখে পড়ে পুনর্নির্বাচনের কথা বলে স্বাধীনতাকামীদের আপাতত শান্ত করতে উদ্যোগী হয় স্পেন প্রশাসন। এদিন ছিল সেই বহু প্রতীক্ষিত ভোট। ক্যাটালোনিয়ার স্বাধীনতাকামী বনাম স্পেন অনুগামী গোষ্ঠীর।

● **ফের রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষেধাজ্ঞায় কিম :**

রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করে একের পর এক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল উত্তর কোরিয়া। উলটে হুমকি দিয়েছিলেন কিম জং উন, নিজের দেশকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পরমাণু অস্ত্রধর দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন তিনি। এবার ১৫ সদস্য দেশের রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ২২ ডিসেম্বর সর্বসম্মতভাবে সায় দিয়েছে আমেরিকার খসড়া প্রস্তাবে। নজিরবিহীনভাবে চিনও সমর্থন জানিয়েছে ওয়াশিংটনকে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, উত্তর কোরিয়ায় পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের জোগান সীমিত করে দেওয়া হবে। উদ্দেশ্যটা হল জ্বালানিই হাতে না থাকলে উত্তর কোরিয়া পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চালাবে কীভাবে!

গত ২৮ নভেম্বর 'আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র' (আইসিবিএম)-এর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছিল উত্তর কোরিয়া। হুঙ্কার ছেড়েছিল, পিয়ংইয়ং-এ বসেই সুদূর আমেরিকায় আক্রমণ শানাতে সক্ষম তাদের ক্ষেপণাস্ত্র। সম্প্রতি গবেষণার সাফল্যের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণাও করেছিলেন কিম। এর পরেই রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করে আমেরিকা। তাতে বলা হয়, উত্তর কোরিয়ার শক্তি মস্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের উপরে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বিদেশে কাজ করতে যাওয়া উত্তর কোরিয়ার শ্রমিকদের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। আটকানো হোক সমুদ্রপথে তাদের লাগামহীন পাচার।

জাতীয়

➢ আধার না থাকার যুক্তি দেখিয়ে যদি কাউকে তথ্য দিতে অস্বীকার করা হয় বা হেনস্থা করা হয়, তা আদতে তথ্যের অধিকার আইনেরই লঙ্ঘন। এমনটাই জানাল কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন। আর সেক্ষেত্রে শাস্তি পর্যন্ত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। ২০১৩-'১৬ সালের মধ্যে এশিয়াড ভিলেজের শীর্ষ কর্তার বাড়ি সংস্কার ও উপহার খাতে আবাসন ও নগরোন্নয়ন নিগম (হাডকো) কত ব্যয় করেছে,

তা তথ্যের অধিকার আইনে জানতে চান বিশ্বাস ভাম্বুরকর নামে এক ব্যক্তি। এরপরেই তার কাছ থেকে তার পরিচয়পত্র ও ঠিকানার প্রমাণ চেয়ে তাকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। ৩০ দিন পরেও তথ্য না দেওয়া হলে তিনি কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে একটি অভিযোগ জানান। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই গত ২৮ ডিসেম্বর একথা জানায় কমিশন।

- গত ১৮ জানুয়ারি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এ. কে. জ্যোতি জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ত্রিপুরায় ভোট হবে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি। পাশাপাশি, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে নির্বাচন হবে ওই মাসেরই ২৭ তারিখে। তিন রাজ্যে ভোট দু'দিনে হলেও ভোট গণনা কিন্তু একই দিনে আগামী ৩ মার্চ হবে। ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়—প্রতিটি রাজ্যেই ৬০-টি করে আসন। এর মধ্যে ত্রিপুরায় বাম, মেঘালয়ে কংগ্রেস এবং নাগাল্যান্ডে বিজেপি জোট বর্তমানে ক্ষমতায় রয়েছে।
- গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বিজয় রুপাণী। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হলেন তিনি। রুপাণী ছাড়াও গত ২৬ ডিসেম্বর শপথ নিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী নিতিন পটেল-সহ নতুন মন্ত্রিসভার আরও ১৯ জন সদস্য।
- হিমাচলপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যের ৫ বারের বিধায়ক জয়রাম ঠাকুর। শপথ নেন ২৭ ডিসেম্বর। ৬৮ আসনের হিমাচল বিধানসভায় বিজেপি এবার ৪৪-টিতে জেতে। ৫২ বছর বয়সি নেতা জয়রাম মান্ডির কাছে সেরাজ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এই নিয়ে ৫ বার বিধায়ক হলেন জয়রাম। এক সময় হিমচাল বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি জয়রাম ছিলেন ধুমলের মন্ত্রিসভাতেও।
- ছ'দিনের সফরে ভারতে এসে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু এদেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'বৈপ্লবিক নেতা' বলে সম্বোধন করলেন। তার মধ্যেই গত ১৫ জানুয়ারি আরও কাছাকাছি এল ভারত ও ইজরায়েল। প্রতিরক্ষা, কৃষি, মহাকাশ প্রযুক্তি-সহ ৯-টি ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল সমঝোতাপত্র ('মেমোর‍্যান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং' বা, 'মউ')। এদিন দিল্লির 'হায়দরাবাদ হাউস'-এ দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিনিধিদলের বৈঠকে ওই ৯-টি 'মউ' স্বাক্ষর হয়েছে। সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করা হয়েছে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, অপ্রচলিত শক্তি ও সাইবার নিরাপত্তা, বিমানবন্দরের প্রোটোকলেও। যৌথভাবে চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্যেও 'মউ' হয়েছে দু'দেশের মধ্যে।
- জামিন খারিজ করলে আদালতকে তার কারণও ব্যাখ্যা করতে হবে। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, জামিনের আবেদন অনুমোদন বা নাকচ করে রায় দিলে তার কারণও লিখতে হবে। সাধারণত যে কোনও আদালতেই বিচারকেরা জামিনের আবেদনে রায় দেওয়ার সময়ে শুধু বলেন, সমস্ত তথ্য ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখে নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আর. কে. আগরওয়াল ও বিচারপতি অভয়মোহন সাপ্রের বেঞ্চ সম্প্রতি এক রায়ে একথা বলেছে।
- বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে কোনও ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া নেই। কিন্তু তাই বলে বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলি টিকিটের দাম যত খুশি বাড়াতে পারে না বলে রায় দিল সংসদীয় কমিটি। পরিবহণ, পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ, প্রতিটি সেক্টরের জন্য টিকিটের দামের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিক বিমান মন্ত্রক। ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বাধীন কমিটির যুক্তি, বিমানের জ্বালানির দাম ৫০ শতাংশ কমলেও বিমান ভাড়া কমেনি। কমিটির মতে, উন্নত দেশে টিকিটের দাম ঠিক করার রীতি এদেশে খাপ খায় না। পাশাপাশি কমিটির সুপারিশ, টিকিট বাতিলের ফি-ও মূল দামের ৫০ শতাংশের বেশি নেওয়া যাবে না বলে বেঁধে দেওয়া হোক।
- গত ২৯ ডিসেম্বর লোকসভায় জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন বিল পেশ করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা। আর ৩ জানুয়ারি বিলটিকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল সরকার। স্পিকার সুমিত্রা মহাজন বাজেট অধিবেশনের আগেই কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। মেডিক্যাল শিক্ষায় দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোখা এবং সংস্কারমুখী পাঠ্যসূচি চালু করার লক্ষ্যে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার জায়গায় জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার।
- কেন্দ্র সরকার লোকসভায় তিন তালাক বিল পাস করিয়েছে। 'মুসলিম মহিলাদের বিবাহের অধিকার সুরক্ষা বিল'-এ তাৎক্ষণিক তিন তালাককে ফৌজদারি অপরাধের তকমা দেওয়া হয়েছে। যার সর্বোচ্চ শাস্তি তিন বছর কারাদণ্ড, সঙ্গে জরিমানাও। বিলের উল্লেখযোগ্য বিধান, খোরপোশ দিতে হবে, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মায়ের কাছে থাকবে।

● **'রোগী' আটকে রাখা সংক্রান্ত মামলা প্রসঙ্গে বম্বে হাইকোর্ট :** রোগী সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। অথচ তার চিকিৎসার খরচের বিল মেটানো হয়নি। এমন অবস্থায় অনেক হাসপাতালই তাকে আটকে রেখে তার পরিবারের উপর চাপ তৈরি করে। এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। কিন্তু এবার এর বিরুদ্ধেই কড়া বার্তা দিল বম্বে হাইকোর্ট। জানিয়ে দিল, সুস্থ হয়ে যাওয়া কোনও ব্যক্তিকে বিল না মেটানোর কারণে আটকে রাখতে পারে না কোনও হাসপাতাল। জোরজবরদস্তি এভাবে আটকে রাখা বেআইনি। গত ১২ জানুয়ারি 'রোগী' আটকে রাখা সংক্রান্ত দু'টি জনস্বার্থ মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। সেই মামলার শুনানি চলাকালীন, বিচারপতি এসসি ধর্মাধিকারী এবং ভারতী দাংড়ের বেঞ্চের প্রশ্ন, কোনও ব্যক্তিকে ফিট সার্টিফিকেট দেওয়ার পরও কীভাবে কোনও হাসপাতাল শুধুমাত্র বিল না মেটানোর কারণে আটকে রাখতে পারে? তার পরেই হাসপাতালের উদ্দেশ্যে তারা জানান, এটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। এটা যে বেআইনি তা দেশের প্রত্যেকটা মানুষের জানা উচিত। তবে বেঞ্চ এবিষয়ে হাসপাতালগুলিকে সরাসরি কোনও আইনি নির্দেশ দেয়নি। পরিবর্তে মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগকেই তাদের ওয়েবসাইটে এবিষয়ে যাবতীয় খুঁটিনাটি নোটিস দিয়ে জনগণকে জানাতে বলেছে। রোগীর অধিকার এবং বেআইনি কাজে হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে কী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সবটাই বিস্তারিত ওই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে, নির্দেশ বেঞ্চের।

● **অরুণাচলে গ্রাম-ছাড়া মানুষদের ফেরাতে উদ্যোগ :** ভারত-চিন সীমান্তে বসবাসকারী গ্রামবাসীদের শহরমুখিতা আটকাতে গ্রামোন্নয়নে জোর দেবে অরুণাচলপ্রদেশ সরকার। সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে এই কাজ করা হবে। সেনাসূত্রে খবর, ইদানীংকালে অনুন্নয়নের জেরে সীমান্তের গ্রাম খালি করে গ্রামবাসীরা কাছের শহরে কাজের আশায় ডেরা বাঁধছেন। ফলে সীমান্তের দৈনন্দিন নজরদারি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি সেই সুযোগেই চিন ভারতের ৬০০ মিটার ভিতরে ঢুকে পাহাড় কেটে ১২ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি করে ফেলেছিল। পরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের চোখে পড়ায় খবর পায় আইটিবিপি। সেকারণেই সীমান্তে নজরদারি জোরদার করতে গ্রামবাসীদের গ্রামে ফেরত নিয়ে যেতে চায় সেনাবাহিনী।

অরুণাচলপ্রদেশের ৪৫-টি সীমান্ত ব্লকের প্রত্যেকটি থেকে অন্তত একটি গ্রাম নিয়ে মোট ৫৩-টি সীমান্ত গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেজর জেনারেল ভাস্কর কলিতা ও ব্রিগেডিয়ার এ. কে. বোরার সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু জানান, সীমান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে সেনাবাহিনীই গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করেছে। জেলাশাসক নাম চূড়ান্ত করবেন। উন্নয়নের পাশাপাশি যোগাযোগের জন্য সাসপেনশন সেতু, টহলদার রাস্তায় কুটির তৈরি করা হবে। অন্যদিকে, দ্রুত যোগাযোগের জন্য অরুণাচলের সঙ্গে রেল যোগাযোগও বাড়াতে চাইছে কেন্দ্র। অসমের শিলাপথার থেকে বামে হয়ে অরুণাচলের আলো পর্যন্ত রেলপথ এবং অসমের উত্তর লখিমপুর থেকে অরুণাচলের জিরো পর্যন্ত রেলপথে কেন্দ্রীয় অনুমোদন মিলেছে। শীঘ্রই জরিপের কাজ শুরু হবে। মার্গারিটা থেকে দেওমালি, ইটাখোলা থেকে সেইজোসা পর্যন্ত রেলপথের জরিপের কাজও শেষ। ডুমডুমা-নামসাই-ওয়াক্রো, ডাংগ্রি-রোয়িং, ডেওমালি-নাহরকটিয়া, খারসাং-মিয়াও রেলপথের জরিপ চলছে। পাসিঘাট থেকে মুরকংসেকেল ও তেজু-পরশুরামকুণ্ড পর্যন্ত লাইন পাতার কাজও হচ্ছে।

● **গান্ধী-হত্যার পুনর্তদন্ত প্রসঙ্গে :**

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী-র হত্যার পুনর্তদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই, সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা চলাকালীন প্রবীণ কৌঁসুলি তথা এই মামলায় শীর্ষ আদালতের পরামর্শদাতা অমরেন্দ্র শরণ গত ৯ জানুয়ারি এই কথা জানালেন। তিনি এও জানিয়েছেন, এমন কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই যা থেকে মনে হয় 'চতুর্থ' কোনও রহস্যময় ব্যক্তি গান্ধীকে খুন করেছিল। প্রসঙ্গত, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি খুন করা হয়েছিল গান্ধীকে। চার্জশিটে ১২ জনের নাম ছিল। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। এর মধ্যে তিন জনকে পলাতক ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জুন তৎকালীন পূর্ব পাঞ্জাব হাইকোর্ট দু'জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। ১৫ নভেম্বর ফাঁসি হয় গডসে ও নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্তের। পঙ্কজ ফডণীস নামে এক গবেষক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার পরে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে গান্ধী-হত্যা নিয়ে দায়রা আদালতের চার হাজার পাতার রেকর্ড পরীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শরণকে।

● **মাতৃত্বকালীন ছুটি মৌলিক অধিকার বলল আদালত :**

কোনও নিয়ম বা আচরণের মাধ্যমে সরকার যদি কাউকে মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে অগ্রাহ্য করে তা হলে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং মহিলার মৌলিক অধিকার তথা মানবাধিকার-বিরোধী বলে গণ্য হবে। এক মহিলা চিকিৎসকের দায়ের করা মাতৃত্বকালীন ছুটি সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিতে মাদ্রাজ হাইকোর্ট গত ৩ জানুয়ারি এই কথা জানিয়েছে। বিচারপতি এন. কিরুবাকরণ জানিয়েছেন, একটি শিশুর জন্ম মানে তার মায়েরও নতুন জীবন পাওয়া। তখন মায়েরও শিশুর মতো যত্ন, ভালোবাসা ও বিশ্রাম দরকার। সেই সময় মায়ের সঙ্গে কোনও রকম বৈষম্যমূলক আচরণের সমালোচনা করে কোর্ট এদিন কেন্দ্র ও তামিলনাড়ু সরকারকে ১৫-টি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেছে। কেন মায়ের দুধের উপর শিশুর অধিকারকে মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে ফেলা হবে না—এই রকম নানা প্রশ্ন রয়েছে সেই তালিকায়।

● **নির্বাচনী বন্ড :**

ভোটে কালো টাকার খেলা বন্ধ করার হুঙ্কার দিয়ে নির্বাচনী বন্ড চালু করে দিল কেন্দ্র সরকার। গত বাজেটেই অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি নির্বাচনী বন্ড চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তার খুঁটিনাটি ঠিক করার পরে ৩ জানুয়ারি সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, ১ হাজার, ১০ হাজার, ১ লক্ষ, ১০ লক্ষ ও ১ কোটি টাকা মূল্যের বন্ড পাওয়া যাবে। কোনও ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থার রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দিতে চাইলে, তিনি বন্ড কিনে দলের হাতে তুলে দেবেন। রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে সেই বন্ড ভাঙিয়ে নিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ শহরে স্টেট ব্যাঙ্কের বাছাই করা কয়েকটি শাখায় জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসের ১০ দিন এই বন্ড মিলবে। লোকসভা ভোটের বছরে বন্ড কেনার জন্য অতিরিক্ত ৩০ দিন সময় থাকবে। শেষ লোকসভা বা বিধানসভা ভোটে যেসমস্ত দল অন্তত ১ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তারাই এই সুযোগ পাবে।

● **দেশে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থার সফল পরীক্ষা :**

ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে ধেয়ে আসা শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ভারত। সৌজন্যে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। গত ২৮ ডিসেম্বর ওড়িশায় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে 'ইন্টারসেপ্টর' ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়। যা সফলভাবে মাঝ আকাশেই রুখে দেয় ধেয়ে আসা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। এভাবেই দেশীয় প্রযুক্তিতে শক্তিশালী বহু স্তরীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স (বিএমডি) ব্যবস্থা গড়ার পথে আরও এগিয়ে গেল ভারত। স্বভাবতই দেশে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ডিআরডিও। কারণ এই সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের সঙ্গেই শেষ হল ডিআরডিও-র 'মিশন ২০১৭'।

ডিআরডিও-এর তৈরি এই 'ইন্টারসেপ্টর' ক্ষেপণাস্ত্রটির উচ্চতা ৭.৫ মিটার ও তার ওজন প্রায় দেড় টনের কাছাকাছি। আর এর ব্যাস ০.৫ মিটারেরও কম। এতে রয়েছে ন্যাভিগেশন সিস্টেম, উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন কম্পিউটার এবং ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভেটর। আর পৃথ্বী গোত্রের যে ব্যালিস্টিক নিশানা করা হয়েছিল, সেটি ১১ মিটার লম্বা। ওজন ৫ টন এবং তার ব্যাস ১ মিটার। চাঁদিপুরের 'ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জের কমপ্লেক্স-৩' থেকে ছোঁড়া হয়েছিল একটি পৃথ্বী ক্ষেপণাস্ত্র। ওড়িশা উপকূলের আব্দুল কালাম দ্বীপপুঞ্জে ছিল স্বল্প উচ্চতার 'সুপারসনিক ইন্টারসেপ্টর'-টি। বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে ছুটে আসা পৃথ্বী ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করে দেয় সেটি।

● **আধারের বিকল্প 'ভার্চুয়াল আইডি' :**

আধার তথ্যের চুরি রুখতে নতুন ধাঁচের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করল 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)'। এই ব্যবস্থায় সব কাজে আধার নম্বর না দিলেও চলবে। আধার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, প্রত্যেক আধার-মালিক ১৬ অঙ্কের একটি সংখ্যা পাবেন, যেটি হবে তার 'ভার্চুয়াল আইডি'। পরিষেবাদাতা সংস্থাকে এই নম্বরটি দিলেই চলবে। যা থেকে সংস্থাগুলি শুধু তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যই পাবে। প্রয়োজনের বাইরে আধারের সঙ্গে যুক্ত বায়োমেট্রিক ও অন্য যাবতীয় তথ্য তাদের হাতে চলে যাবে না। 'ভার্চুয়াল আইডি' মিলবে ইউআইডিএআই-এর ওয়েবসাইট, আধার নথিভুক্ত কেন্দ্র বা আধারের সরকারি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন থেকে। চাইলে নম্বরটি পালটেও নেওয়া চলে। সেক্ষেত্রে আগেরটি বাতিল হয়ে যাবে। ১৬ অঙ্কের 'ভার্চুয়াল আইডি'-তে থাকা ব্যক্তির নাম, ঠিকানা বা ফোটো দিয়েই 'সিম ভেরিফিকেশন' বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার মতো কাজ হয়ে যাবে। প্রতিটি পরিষেবার জন্য বারবার ১২ সংখ্যার আধার জানাতে হবে না।

এর পাশাপাশি চালু হচ্ছে 'ই-কেওয়াইসি' ব্যবস্থা। গ্রাহকদের তথ্য জানতে যে 'নো ইওর কাস্টমার' ফর্ম ব্যবহার করে বিভিন্ন সংস্থা, সেই ব্যবস্থাকে অনলাইনে আনা হবে এতে। এতে যে ই-তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে, তা ব্যবহার করার অধিকার থাকবে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার। তারা

প্রয়োজনে ওই তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের কাছে রেখে দিতে পারবে। বেসরকারি সংস্থাগুলিও 'ই-কেওয়াইসি'-র তথ্য পাবে। তবে সেই তথ্য দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সংগ্রহে রাখার অধিকার পাবে না তারা। তবে আধার তথ্য নিয়ে কাজ করে এমন সব সংস্থাকে আরও কিছুটা সময় দেওয়া হচ্ছে। আধার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামী নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য জুন মাসের মধ্যে নিজেদের সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নয়তো আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে সংস্থাগুলিকে।

● **হজ যাত্রা প্রসঙ্গে :**

☐ ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্ট হজে ভরতুকি তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। আদালত ২০২২ সাল পর্যন্ত সময় দিয়েছিল সরকারকে। তার মধ্যেই ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে ভরতুকি, নির্দেশ ছিল এমনই। আদালতের নির্দেশ মেনে হজ যাত্রার উপর থেকে ভরতুকি তুলে নেওয়া যায় কীভাবে, সেবিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামত চেয়েছিল কেন্দ্র। মতামত নেওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। জানানো হল, এবছর থেকেই উঠে যাচ্ছে হজের ভরতুকি। হজযাত্রীরা যাতে সস্তায় বিমানের টিকিট পান, তার জন্য এতদিন ভরতুকি দিত কেন্দ্র। গত ১৬ জানুয়ারি একথা জানিয়েছেন দেশের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি। ভরতুকি তোলা সত্ত্বেও এবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ হজে যাচ্ছেন বলে দাবি মন্ত্রীর। সংখ্যাটা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার। উল্লেখ্য, সৌদি আরব এবছরই ভারতীয়দের জন্য হজের কোটা বাড়িয়েছে। গত বছর ১ লক্ষ ৭০ হাজার ভারতীয়কে হজে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছিল সৌদি। এবার সেই কোটা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার করা হয়েছে। মুখতার আব্বাস নকভি জানিয়েছেন, ভারতীয় মুসলিমরা যাতে কম খরচে হজে যেতে পারেন, তার জন্য বিমানের পাশাপাশি জাহাজে করে সৌদি আরবে যাওয়ার পথও এবার খুলে দেওয়া হচ্ছে।

☐ নতুন বছরের গোড়ায় মুসলিম মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে নতুন ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানালেন, পুরুষ অভিভাবক তথা 'মেহরম' ছাড়াই ৪৫ বছরের বেশি বয়সের যেসব মহিলা হজ যাত্রায় যেতে চান, তাদের সকলের আবেদন মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চারটি দলে পাঠানো হবে তাদের। সৌদি আরব অবশ্য এই সংক্রান্ত নিয়ম আগেই বদলেছে। এমন ১,৩০০ মহিলার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে বলে গত ১৬ জানুয়ারি জানিয়েছেন দেশের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি।

পশ্চিমবঙ্গ

- শালবনিতে জিন্দলদের সিমেন্ট কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সপরিবার সেই মঞ্চে হাজির জিন্দল গোষ্ঠীর কর্ণধার সজ্জন জিন্দলও। ২০০৮ সালের ২ নভেম্বর শালবনিতে জিন্দলদের ইস্পাত প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছিল। তখন জিন্দলদের ঘোষণা ছিল, ২০১৩ সালের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের উৎপাদন শুরু হবে। পরে যদিও ইস্পাত প্রকল্প স্থগিত হয়। শালবনিতে ৮০০ কোটি টাকা লগ্নি করে সিমেন্ট কারখানা গড়ে তোলা হয়। সিমেন্টের পরে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং রং কারখানা গড়ার পরিকল্পনার কথাও জানান সজ্জন জিন্দল।
- সরকারি হাসপাতালে গিয়ে হেনস্থার শিকার হলে বা সেখানকার পরিষেবা-পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ থাকলে এবার তা সরাসরি ফোন করে স্বাস্থ্য ভবনের নতুন অভিযোগ-সেলে জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। এর জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে। তা হল : ১০৪। এই সেলের দায়িত্বে থাকছেন দপ্তরের মাস এডুকেশন অ্যান্ড ইনফর্মেশন অফিসার। জানানো হয়েছে, সেল খোলা থাকবে সোম থেকে শনি, সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। যে বা যারা অভিযোগ জানিয়ে ফোন করবেন, তাদের 'গ্রিভান্স আইডি নম্বর' দেওয়া হবে। পরে স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে গ্রিভান্সে'স-এতে ক্লিক করে ওই নম্বর অনুযায়ী অভিযোগকারী জানতে পারবেন, তার অভিযোগের ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- নিউ টাউন থেকে বিমানবন্দর এলাকায় নজরদারি থেকে নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা করছে বিধাননগর কমিশনারেট। নতুন এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বিমানবন্দর থানা ভেঙে নতুন একটি থানা তৈরি করা। অনেকদিন আগেই এই প্রস্তাব দিয়েছিল বিধাননগর কমিশনারেট। পূর্বতন নারায়ণপুর ফাঁড়িকেই থানায় রূপান্তরিত করা হবে বলে বিধাননগর পুলিশ সূত্রের খবর। অনুমোদন পাওয়ার পর থানায় কর্মী সংখ্যা থেকে শুরু করে আয়তন কতটা হবে তা নিয়ে চলছে আলোচনা। রাজারহাটের একটি অংশ থেকে শুরু করে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত এলাকা রয়েছে বিমানবন্দর থানার আওতায়। নতুন থানা হলে সেক্ষেত্রে বিমানবন্দর থানার আয়তন অনেকটাই কমে যাবে। এর ফলে দু'টি থানা এলাকাতেই নজরদারির কাজের গতি আরও বাড়বে বলে আশা।
- পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদাচরণের দায়ে শাস্তির ব্যবস্থা চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এবার পুরো বিষয়টিকে নির্দিষ্ট লিখিত আচরণবিধির রূপ দিচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। মূলত টোকাটুকির রমরমা ঠেকাতেই আরও কঠোর পদক্ষেপ করছে ওই সংসদ। সেই জন্যই তৈরি করা হয়েছে কড়া আচরণবিধি। কোন কোন দুষ্কর্মের জন্য পরীক্ষার্থীকে 'আরএ' (রিপোর্টেড এগেনস্ট) করতেই হবে, তা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

● **চতুর্থ শিল্প সম্মেলন :**

লিখিত লগ্নির প্রস্তাব প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যে উৎপাদনমুখী শিল্পেই দেড় লক্ষ কোটি টাকার বেশি। গত ১৭ জানুয়ারি চতুর্থ 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট ২০১৮'-এর শেষ দিনে এই পরিসংখ্যান দিয়ে রাজ্যের দাবি, এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে কর্মসংস্থান হবে প্রায় ২০ লক্ষ। এই লক্ষ্যপূরণের সহায়ক হিসেবে তিনটি শিল্প নীতিও এদিন ঘোষণা করেছে রাজ্য। রাজ্যে লগ্নি টানতে তিন বছর ধরে সম্মেলন করছে রাজ্য সরকার। এবছরের লগ্নিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ২০ লক্ষ। উল্লেখ্য, সমঝোতা চুক্তি (মউ) সই হয় ১১০-টি (খনি, বিদ্যুৎ, পরিকাঠামো, পরিবহণ, প্রাণী সম্পদ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য-প্রযুক্তি, পর্যটন, কারিগরি শিক্ষা, চর্ম, অ্যানিমেশন, বস্ত্র, নদীপথ পরিবহণ, নগরোন্নয়ন, ক্ষুদ্র শিল্প, মৎস্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে); সংস্থার মধ্যে বৈঠক হয় ১০৪০-টি; আর রাজ্যের সঙ্গে সংস্থার বৈঠক হয় ৪০-টি। প্রস্তাবিত লগ্নির ক্ষেত্র-ভিত্তিক পরিসংখ্যান (হিসেব কোটি টাকায়)—☐ উৎপাদন ও পরিকাঠামো ১,৫৬,৮১১; ☐ ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র : ৫২,৯৫২; ☐ পরিষেবা ও পর্যটন : ১,৪৮৩; ☐ তথ্য-প্রযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবা : ১,১৪৬; ☐ প্রাণীসম্পদ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য, কৃষি ব্যবসা : ১,৫১৮; ☐ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন : ৬,০১৫। নতুন তিন নীতি—লজিস্টিক পার্ক উন্নয়ন ও প্রসার, রপ্তানি উন্নয়ন এবং রো-রো পরিচালনা প্রসার (পরিবহণ)। ইতালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, চিন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ইত্যাদি সহ ৩২-টি দেশের

৪,০০০ শিল্প প্রতিনিধি হাজির ছিলেন সম্মেলনে। এর পাশাপাশি এসেছিলেন মুকেশ অম্বানী, লক্ষ্মী মিত্তল, সজ্জন জিন্দল, প্রণব আদানি, নিরঞ্জন হীরানন্দনী, কিশোর বিয়ানি প্রমুখ আর দাসো, অ্যারামকো, স্যামসাং, পেপসিকো, কেমিক্সিল ইত্যাদির মতো বহুজাতিকও। আগামী বছর শিল্প সম্মেলন হওয়ার কথা ৭-৮ ফেব্রুয়ারি।

● **স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ৫০০ পার্লার রাজ্যে :**

রাজ্যের ১৯-টি জেলায় তফসিলি জাতি ও উপজাতির প্রায় ৩০ হাজার মহিলাকে বিউটিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দিয়ে উপার্জনের ব্যবস্থা করেছিল সরকার। আরও এক ধাপ এগিয়ে এবার রাজ্যের সমস্ত ব্লক ও পুরসভায় ৫০০-টি বিউটি পার্লার তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে তফসিলি জাতি-উপজাতি বিত্ত নিগম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান, গ্রামের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির যুবতীরা স্বনির্ভর হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পান। তাই দ্বিমুখী লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছে তফসিলি বিত্ত নিগম। একদিকে এই মহিলাদের সম্মান বাড়ানো, অন্যদিকে আয়ের পথ প্রশস্ত করার বিষয়টি মাথায় রেখেছে তারা।

২০১২ সালের প্রথম বিউটি পার্লার কোর্স চালুর সময়ে প্রায় ৯১ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। আবেদনকারী মহিলারা সকলেই ছিলেন তফশিলি জাতি-উপজাতির। মাধ্যমিক পাস এই মহিলাদের থেকে প্রায় ৩০ হাজারকে বেছে নিয়ে চার মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ওই মহিলাদের অধিকাংশই এখন নিজেদের এলাকায় বিউটিশিয়ানের কাজ করে মাসে পাঁচ থেকে পনেরো হাজার টাকা আয় করছেন। কেন্দ্রের 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারকে প্রথম পুরস্কার দিয়েছে। নিগম সূত্রের খবর, এক-একটি পার্লার তিন থেকে চার জন মহিলা চালাবেন। পার্লার তৈরির জন্য নিগমই টাকা দেবে।

● **জৈব বীজ দিয়ে চাষে সাফল্য :**

স্বাস্থ্য রক্ষায় রোজ বদলাচ্ছে মানুষের খাদ্যাভ্যাস। রোজকার খাবারের তালিকায় বাড়ছে 'ঝুঁকিহীন' খাবারের সংখ্যা। বাজারে, মলে খোঁজ বাড়ছে জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত শাক-সবজির। কৃষি বিজ্ঞানীরা, বলছেন, জৈব পদ্ধতিতে চাষ নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু, জৈব বীজ বোনা ফসল আরও বেশি নিরাপদ। এতদিন অবশ্য তা বিচারের অবকাশ ছিল না। কারণ, জৈব বীজের আকাল। বিশেষ করে ধানের। সেই সমস্যা সমাধানে সম্প্রতি বড়োসড়ো সাফল্য পেল বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিসিকেভি)। তিনটি সুগন্ধী ধানের জৈব বীজ তৈরির পাশাপাশি তা বাজারজাত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের লাইসেন্সও পেয়ে গিয়েছে তারা। লাইসেন্স পাওয়ার অর্থ, এই বীজ এবং তা থেকে উৎপাদিত ফসল বিশ্বের বাজারে ১০০ শতাংশ জৈব ফসল হিসেবে বিবেচিত হবে। ভালো দাম পাবেন চাষিরা। বিসিকেভি-র দাবি, সারা দেশে এটিই প্রথম জৈব বীজ।

● **দেশে সেরা বাণিজ্য-বান্ধব শিরোপা রাজ্যের :**

চলতি বছরে দেশের সেরা 'বাণিজ্য-বন্ধু' রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেল পশ্চিমবঙ্গ। প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রোমোশন (ডিআইপিপি) বাণিজ্য বন্ধু হিসাবে রাজ্যগুলির র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। 'বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান' নামে ওই র‍্যাঙ্কিংয়ে ২০১৭ সালের তালিকা ১২ জানুয়ারি প্রকাশ হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে ঝাড়খণ্ড এবং তৃতীয় স্থানে গুজরাত। রাজ্য মূলত পাঁচটি ক্ষেত্রে সেরা সংস্কার করায় প্রথম স্থান পেয়েছে। সেগুলি হল, লগ্নি সংক্রান্ত তথ্য সহজে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পাওয়া, এক-জানলা পদ্ধতির ই-প্রয়োগ, শিল্পের উপযুক্ত জমি পাওয়া, সহজেই নির্মাণ ছাড়পত্র ও পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়া।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক বিভিন্ন দেশের মধ্যে কারা বাণিজ্য বান্ধব, প্রতি বছর তার র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। ২০১৪ সালের পর থেকে কেন্দ্র সরকার দেশের মধ্যেও তা শুরু করে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের তদারকি এবং বাছাই করা শর্তের ভিত্তিতেই এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়। ২০১৪ সালের প্রথম প্রকাশিত তালিকায় ৩১-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ২২ নম্বরে। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস'-এর শর্ত পূরণের জন্য বরিষ্ঠ আমলাদের নিয়ে বিশেষ টিম তৈরি করে দিয়েছিলেন। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে সেই কমিটি প্রতি মাসে বৈঠক করে রাজ্যের লগ্নি সহায়ক পরিবেশ তৈরির কাজে হাত দেয়।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের উপদেষ্টা এবং ডিআইপিপি প্রতি বছরই সংস্কারের শর্তাবলি বদলে দেয়। ফলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে রাজ্যকেও আইনকানুন বদলাতে হয়। ২০১৫ সালে ৯৮-টি সংস্কার-শর্তের ভিত্তিতে যে র‍্যাঙ্কিং হয়েছিল তাতে রাজ্য ছিল ১১ নম্বরে। কিন্তু ২০১৬-এ ৩৪০-টি শর্তের উপর নতুন করে মূল্যায়ন শুরু হয়। তাতে আবার র‍্যাঙ্কিং ১৫ নম্বরে নেমে যায়। ২০১৭ সালে বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান শুরু হয় ৪০৫-টি শর্তপূরণের চ্যালেঞ্জ নিয়ে। মূলত ১২-টি ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য এই শর্তগুলি রাখা হয়েছিল। সেগুলির কয়েকটি হল, শ্রমিক আইন সংস্কার, এক-জানালা পদ্ধতির ই-প্রয়োগ, শিল্পের জন্য পরিকাঠামো যুক্ত জমি, পরিবেশ ছাড়পত্র, পুর-পঞ্চায়েত-বিভাগীয় ছাড়পত্র, তথ্য পাওয়ার স্বচ্ছতা, নির্মাণের ছাড়পত্র ইত্যাদি।

● **মিউটেশন 'বাধ্যতামূলক' :**

'বাধ্যতামূলক মিউটেশন' বা নামজারির নতুন বিধি জারি করেছে রাজ্য। নতুন নিয়মবিধিতে নিজের নামে জমি মিউটেশন না করিয়ে কোনও জমি বা বাড়ি বিক্রি করা যাবে না। মিউটেশন সার্টিফিকেট না থাকলে করা যাবে না রেজিস্ট্রেশনও। নতুন বছরেই রাজ্যে এই বিধি চালু হয়ে যেতে পারে। এই বিধি এনে সরকার যে তিনটি লক্ষ্যপূরণ করতে চাইছে, সেগুলি হল : ☐ জমি-বাড়ি (ফ্ল্যাট নয়) কেনাবেচায় জালিয়াতি ঠেকানো; ☐ হাতবদলের সঙ্গে সঙ্গেই জমির ডিজিটাল ম্যাপ 'আপডেট' বা হালতামামি করা; ☐ বাধ্যতামূলক এই মিউটেশনকে হাতিয়ার করে আয় বাড়বে। অর্থাৎ, রাজ্যের কোষাগারে বাড়তি কিছু অর্থ সংগ্রহ অন্যতম লক্ষ্য। নতুন বন্দোবস্তের জন্য জেলায় জেলায় প্রস্তুতিও শুরু করেছে ভূমি দপ্তর। তবে কলকাতা পুর এলাকা থাকছে এই বিধির বাইরে। ১৯৫৫ সালের ভূমি সংস্কার আইনেও প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। এবং সেই সংশোধনী অনুমোদন করানো হবে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনেই। ইংরেজি নতুন বছরে জমি কেনাবেচার কাজ হবে এই নতুন বিধি মেনেই।

● **বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক মাছ চাষ :**

পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম উপায়ে সামুদ্রিক মাছের চাষে তারা সফল হয়েছে বলে রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমের দাবি। তাই এবার বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক মাছ চাষে নামছে তারা। লক্ষ্য : অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। কৃত্রিম উপায়ে সামুদ্রিক মাছ চাষে সাফল্যকে পুঁজি করেই সামুদ্রিক মাছের দেশি-বিদেশি বাজার ধরতে ঝাঁপাচ্ছে রাজ্য। এখন এই বাজারের বেশিরভাগটাই দখল করে রেখেছে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু আর অন্ধ্রপ্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য, কমপক্ষে ৫০ শতাংশ উৎপাদন বাড়িয়ে প্রথম তিনে পৌঁছে যাওয়া।

মৎস্য দপ্তর সূত্রের খবর, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরলে অনেক আগে থেকেই সমুদ্রের মধ্যে খাঁচায় সামুদ্রিক মাছের চাষ ('কেজ কালচার') হচ্ছে। পুকুরে কৃত্রিমভাবে সিলভার পমপ্যানোর চাষ শুরু হয়েছে একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশেই। রাজ্যে সব ধরনের সামুদ্রিক মাছই পুকুরে কৃত্রিমভাবে চাষ করা হয়েছে বলে দাবি নিগমের। নিগমের তরফে জানানা হয়েছে, বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক মাছের চাষ করতে হলে

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধিকারিকের সংখ্যা বাড়াতেই হবে। তাই পাঁচ জন নিগম আধিকারিককে এই প্রথম তামিলনাড়ুর মান্দাপমে সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়েছে।

● **ধান ভরতে চটের বস্তা কিনছে রাজ্য :**

ধান ভরার জন্য প্রতিশ্রুতি মতো চটের বস্তা কেনা শুরু করল রাজ্য। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য নিগম কোন জেলায় কত চটের বস্তা পাঠাতে হবে, তার বরাত দিয়েছে রাজ্যের চটকলগুলিকে। শুধু তাই নয়, জেলার গুদামঘরগুলিতে ওই বস্তা পৌঁছে দিতে নিগম চটকলগুলিকে পরিবহণ খরচও দেবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। পাটচাষিদের পাশে দাঁড়াতে এই প্রথম রাজ্য চটের বস্তা কিনবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্যোগী হন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। অত্যাবশ্যক পণ্য নিগমের মাধ্যমে ওই বস্তা কেনা হবে বলে ঠিক হয়। তার জন্য অর্থ দপ্তর প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরও করেছে। সেই সূত্রে বরাত পেলেন চটকল মালিকরা। উল্লেখ্য, চটের বস্তা কেনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বছরে কম-বেশি ৬,০০০ কোটি টাকা খরচ করে। ওই টাকায় গত বছর চাল ও চিনির জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ বেল বস্তা কেনা হয়। জুট কমিশনারের মাধ্যমে যার ৯০ শতাংশই জোগান দেয় রাজ্যের চটকলগুলি। সূত্রের খবর, বস্তা কেনার ক্ষেত্রে যা খরচ হয়, তার মধ্যে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এই দুই রাজ্যেই ৩,০০০ কোটি টাকার মতো বস্তা লাগে।

● **আরও চার ডাকঘরে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র :**

পাসপোর্টের জন্য আর যাতে অনেক দূরে যেতে না হয়, বাসিন্দারা যাতে নিজের নিজের এলাকাতেই পাসপোর্ট তৈরির প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে ফেলার সুযোগ পান, সেই জন্য এবার পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র (পিএসকে) খোলা হচ্ছে ডাকঘরেই। সাত মাস আগে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিটের ডাকঘর দিয়ে। পরে কৃষ্ণনগর, আসানসোল, রায়গঞ্জের ডাকঘরেও খোলা হয়েছে পিএসকে। রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিসার (আরপিও) বিভূতি কুমার জানান, এবার পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র খোলা হবে ব্যারাকপুর, বর্ধমান, মালদহ আর দার্জিলিঙের প্রধান ডাকঘরেও।

অর্থনীতি

➢ গত ১০ জানুয়ারি 'বিশ্ব অর্থনীতির সম্ভাবনা' (গ্লোবাল ইকনমিক প্রসপেক্টস) সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। সেই রিপোর্টের পূর্বাভাস, আগামী অর্থবর্ষেই আবার ৭ শতাংশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে এদেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার। আগামী ২০২০-'২১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে এই রিপোর্টে।

➢ লন্ডনের 'সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ' (সিইবিআর) সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের হালহকিকতের ওপর নজর রাখে। সিইবিআর-এর তরফে জানানো হয়েছে, অর্থনীতিতে ব্রিটেন আর ফ্রান্সকে পিছনে ফেলে দেবে ভারত। ইউরোপের ওই দু'টি দেশকে পিছনে ফেলে অর্থনীতির শক্তি-সামর্থ্যের নিরিখে বিশ্বের পঞ্চম শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠবে ভারত। মার্কিন ডলারের দাঁড়িপাল্লায়। ২০১৮-তেই। চিনও পিছিয়ে থাকবে না। আমেরিকাকে টপকে বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে। তবে আরও ১৪ বছর পর, ২০৩২-এ। সামনের দিনগুলো খুব একটা ভালো নয় রাশিয়ার অর্থনীতির পক্ষে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যেভাবে উত্তরোত্তর পড়ছে, তাতে ১৪ বছর পর, ২০৩২-এ রাশিয়ার অর্থনীতি পিছতে পিছতে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলির তালিকায় চলে যাবে ১৭ নম্বরে। শুধু ভারতই নয়, আগামী ১৫ বছরে দ্রুত এগিয়ে যাবে গোটা এশিয়ার অর্থনীতি।

➢ এয়ার ইন্ডিয়ার বেসরকারিকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। গত ১০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঠিক হয়েছে, সংস্থায় ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি লগ্নির ছাড়পত্র দেওয়া হবে। যার অর্থ কোনও ভারতীয় বিমান সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনও বিদেশি বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া কিনতে পারে। তবে এয়ার ইন্ডিয়ার কর্তৃত্ব থাকবে ভারতীয় সংস্থার হাতেই।

➢ টেলি-পরিষেবা দিতে জরুরি 'পয়েন্ট অব ইন্টারকানেকশন্স' (পিওআই) নিয়ে কড়া নিয়ম ঘোষণা করল টেলিকম নিয়ন্ত্রক ট্রাই। একটি সংস্থার গ্রাহকের কল অন্য সংস্থার গ্রাহকের কাছে পৌঁছতে হলে, প্রথম সংস্থাকে দ্বিতীয়টির কাছে সংযোগের অনুমতি নিতে হয়। এই অনুমতিই পিওআই। গত ২ জানুয়ারি ট্রাই জানিয়েছে, কোনও সংস্থা আর একটি সংস্থার কাছে সংযোগ চাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে তা দিতে হবে। বৈষম্যমূলক আচরণ চলবে না। নিয়ম ভাঙলে গুণতে হবে দিনে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও।

● **২৯ পণ্য ও ৫৩ পরিষেবায় জিএসটি হার বদল :**

গত ১৮ জানুয়ারি ২৯-টি পণ্য এবং ৫৩ রকমের পরিষেবার ক্ষেত্রে পণ্য ও পরিষেবা করের হার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল জিএসটি কাউন্সিল। এই পরিবর্তন ২৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন ২৫-তম বৈঠকে বসেছিল জিএসটি কাউন্সিল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির নেতৃত্বাধীন কাউন্সিলের বৈঠকে করের হার পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতত জারি থাকছে রিটার্ন দাখিলের ৩বি ফর্ম। রাজ্যের মধ্যে ই-ওয়ে বিল পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে। ওই দিন থেকেই আন্তঃরাজ্য ই-ওয়ে বিল চালু করতে রাজি ১৫-টি রাজ্য। করও রিটার্ন জমা আরও সরল করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আরও জানা গেছে যে আইজিএসটি হিসেবে জমা পড়া ৩,৫০০ কোটি রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেবে কেন্দ্র।

● **১.২ লক্ষ সংস্থার নথিভুক্তি খারিজ হচ্ছে :**

কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও ১.২ লক্ষ সংস্থার নথিভুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। বিভিন্ন আইন ভাঙার দায়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ওই সব সংস্থার নথিপত্র খতিয়ে দেখতে কোম্পানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী পি. পি. চৌধুরির নেতৃত্বে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন।

গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২.২৬ লক্ষেরও বেশি সংস্থার নাম কাটা গিয়েছে রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজের খাতা থেকে। পদ হারিয়েছেন ওই সব সংস্থার ৩.০৯ লক্ষ ডিরেক্টর। তবে এর মধ্যে ১,১৫৭-টি সংস্থা জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে (এনসিএলটি) আবেদন দাখিল করেছে। আইন মেনে চলার অঙ্গীকার করে ফের ব্যবসা শুরুর আর্জি জানিয়েছে তারা। ১৮০-টি সংস্থাকে ঝাঁপ খোলার অনুমতিও দিয়েছে এনসিএলটি, যার মধ্যে চালু হয়েছে ১২০-টি। পাশাপাশি, ডিরেক্টরদের পদচ্যুত করা সংক্রান্ত ৯৯২-টি মামলা হয় বিভিন্ন হাইকোর্টে। কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, এর মধ্যে ১৯০-টি মিটে গিয়েছে।

● **ব্যাঙ্কে ৭,৫৭৭ কোটি মূলধন জোগাতে সায় :**

ছ'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৭,৫৭৭ কোটি টাকার মূলধন জোগানোর প্রস্তাবে ৩ জানুয়ারি সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আগামী ২০১৯ সাল পর্যন্ত এধরনের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ৭০ হাজার কোটি টাকার মূলধন

জোগাতে মোদী সরকারের ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পের আওতায় এই তহবিল জোগানো হবে। আর্থিক স্বাস্থ্য ফেরানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াই ব্যাঙ্কগুলিকে চিহ্নিত করেছে। এই ছ'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তালিকায় রয়েছে : ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (মূলধনের অঙ্ক ২,২৫৭ কোটি), আইডিবিআই ব্যাঙ্ক (২,৭২৯ কোটি), ইউকো ব্যাঙ্ক (১,৩৭৫ কোটি), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক (৩২৩ কোটি), ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র (৬৫০ কোটি) এবং দেনা ব্যাঙ্ক (২৪৩ কোটি)।

এই ছ'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র আগেভাগে মূলধন জোগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ব্যবসা চালাতে অসুবিধা না হয়। ২০১৫ সালে ঘোষিত ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পে চার বছরে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৭০ হাজার কোটি মূলধন জোগানোর কথা কেন্দ্রের। আন্তর্জাতিক বাসেল-৩ বিধির শর্ত মানতে বাজার থেকে তাদের সংগ্রহ করতে হবে আরও ১.১ লক্ষ কোটি টাকা। গত সাড়ে তিন বছরে কেন্দ্র জুগিয়েছে ৫১,৮৫৮ কোটি।

● **এবার ঘরে বসেও আধার দিয়ে মোবাইল নম্বর যাচাই :**

এখন ঘরে বসেও আইভিআর (ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স) পদ্ধতিতে মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধারের তথ্য যোগ করার সুযোগ মিলছে। টেলিকম দপ্তরের (ডট) নির্দেশ মেনে নতুন বছর থেকে তা চালু করল একাধিক সংস্থা। ভুয়ো গ্রাহক ধরতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দোকানে সিম বা ফোন নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চালাচ্ছিল টেলি সংস্থাগুলি। তবে এবার থেকে বাড়ি থেকেও তা করা যাবে। যেমন আইভিআর-এর মাধ্যমে রান্নার গ্যাস বুক করেন গ্রাহকেরা, তেমনই এক্ষেত্রেও ডট আইভিআর পদ্ধতি চালু করতে বলেছে। তবে এই সুবিধা পেতে মোবাইল গ্রাহকের আধার নম্বরের সঙ্গে আগে থেকে তার মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত থাকতেই হবে। এই ব্যবস্থায় সব সংস্থার গ্রাহককেই ১৪৫৪৬ ('টোল ফ্রি') নম্বরে ফোন করে তার পছন্দসই ভাষায় স্বয়ংক্রিয় নির্দেশ মেনে পর পর এগোতে হবে। যেমন : গ্রাহক তার আধার-তথ্য যাচাইয়ে সায় দিলে আধার নম্বরটি চাওয়া হবে। ☐ ওই নথিভুক্ত মোবাইল নম্বরে আধার কর্তৃপক্ষ (ইউআইডিএআই) একটি ওটিপি পাঠাবেন, অর্থাৎ, মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত না থাকলে ওটিপি পাঠানো যাবে না। ☐ গ্রাহককে সেই ওটিপি লিখতে হবে আইভিআর-এ। আধার নম্বরের ব্যক্তি ও মোবাইলের গ্রাহক, উভয় একই ব্যক্তি কি না, তা খতিয়ে দেখারই হাতিয়ার হল ওটিপি। ☐ গ্রাহকের আধারের সঙ্গে যদি একাধিক মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত থাকে, তাহলে সেগুলিও তিনি সেখানে জানাতে পারবেন। ☐ তথ্য যাচাই করে সব কিছু মিললে আইভিআর-এ এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএস করে গ্রাহককে তা জানানো হবে। প্রসঙ্গত, মোবাইলের সঙ্গে আধার তথ্য দাখিলের জন্য কেন্দ্র সময়সীমা বাড়িয়ে করেছে আগামী ৩১ মার্চ।

● **ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ দিতে নয়া উদ্যোগ :**

ডেবিট কার্ড-সহ কিছু ডিজিটাল লেনদেনে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া-নেওয়ার চার্জ (মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর) ব্যাঙ্কগুলিকে মিটিয়ে দেবে কেন্দ্রই। ফলে ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্কের উপর এই বোঝা আর থাকবে না। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই কেন্দ্রের এই নয়া সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ দিতে আরও নতুন কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হয়। সেই বৈঠকেই এমডিআর চার্জ তুলে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আপাতত কেন্দ্র এটা বহন করবে। ঠিক হয়েছিল, নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই এই নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, পয়লা জানুয়ারি থেকে দু' বছরের মধ্যে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। যা প্রযোজ্য হবে ডেবিট কার্ড, ভীম ইউপিআই অ্যাপ এবং আধারের মাধ্যমে করা লেনদেনগুলির ক্ষেত্রে। এজন্য কেন্দ্রের ঘর থেকে যাবে প্রায় ২,৫১২ কোটি টাকা। ডেবিট কার্ড থাকলেও, বহু ক্ষেত্রে কম অঙ্কের লেনদেনে মানুষ নগদে টাকা মেটানো পছন্দ করেন। অথচ দেখা যায় ওই ছোটো লেনদেনই মোট লেনদেনের অনেকটা জুড়ে থাকে। তাই সেই সব মানুষকে ডিজিটাল পরিষেবার আওতায় আনতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।

● **পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বৃদ্ধি :**

নভেম্বরে মাথা তুলল পরিকাঠামো শিল্প। ওই সময়ে আটটি পরিকাঠামো শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে ৬.৮ শতাংশ হারে। ২০১৬ সালের অক্টোবরের পরে আর কখনও এতটা বেশি হারে বাড়েনি এই শিল্প। ওই সময়ে বৃদ্ধির হার ছিল ৭.১ শতাংশ। মূলত শোধনাগারের পণ্য, ইস্পাত ও সিমেন্ট উৎপাদন বাড়ার হাত ধরেই এই শিল্পে গতি এসেছে বলে সাম্প্রতিকতম সরকারি পরিসংখ্যানে প্রকাশ। প্রসঙ্গত, অক্টোবরে বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৭ শতাংশ। আর, ২০১৬ সালের নভেম্বরে ৩.২ শতাংশ। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে নভেম্বরে পরিকাঠামো শিল্পে বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩.৯ শতাংশ।

উল্লেখ্য, সার্বিক শিল্পোৎপাদনের হিসেবে পরিকাঠামো শিল্পের আটটি ক্ষেত্রের গুরুত্ব ৪০.২৭ শতাংশ। যার মধ্যে রয়েছে ইস্পাত, সিমেন্ট, কয়লা, সার, শোধনাগারের পণ্য, অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎ। এর মধ্যে নভেম্বরে ইস্পাত ও সিমেন্ট উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ১৬.৬ শতাংশ ও ১৭.৩ শতাংশ। শোধনাগারের পণ্যে বৃদ্ধি ৮.২ শতাংশ। বেড়েছে অশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনও। তবে কমেছে কয়লা উত্তোলন। নভেম্বরে পরিকাঠামো শিল্প ভালো ফল করার প্রভাব শিল্পবৃদ্ধিতেও পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এই বৃদ্ধি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বলে জানিয়েছেন আর্থিক বিষয়ক সচিব এস. সি. গর্গ।

● **আয়কর ফাঁকি দিয়ে গা ঢাকা দিলে আরও কড়া ব্যবস্থা :**

আয়কর ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বার করতে আরও কড়া হচ্ছে আইন। আয়কর বিধিতে সংশোধনী এনে ওই ধরনের ফাঁকি ধরতে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কর-কর্তাদের। যার জেরে বিপুল অঙ্কের আয়কর ফাঁকি দিয়ে ভিন্ন ঠিকানায় লুকিয়ে থাকলেও তাকে হাতেনাতে ধরতে ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থা, পুরকর্তৃপক্ষের তথ্যভাণ্ডার বা অন্যান্য সরকারি নথি কাজে লাগাতে পারবেন তারা। ওই ব্যক্তির হদিস পেলে সেখানেই তাকে বকেয়া কর জমা দেওয়ার নোটিস ও সমন পাঠানো হবে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অনুমোদনের পরে সংশোধিত বিধির বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ।

এত দিন কর বাকি পড়লে প্যান কার্ড, আয়কর রিটার্ন ও সংশ্লিষ্ট নথিতে করদাতার দেওয়া ঠিকানাতেই নোটিস পাঠাতেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বেশ কিছু করদাতা গা-ঢাকা দিতে ঠিকানা বদলে ফেললে তার নাগাল পেত না আয়কর দপ্তর। কারণ, কর এড়াতে এই ঠিকানা অনেকেই জানান না বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতি ঠেকাতে নতুন আইনে ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, বিমা সংস্থা, কৃষি আয়ের রিটার্ন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড, পুরসভা বা পঞ্চায়েতের নথি, আর্থিক লেনদেন-স্টেটমেন্ট ইত্যাদিতে জানানো ঠিকানাও কাজে লাগানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে কর-কর্তাদের।

● **বিমানে মোবাইল পরিষেবায় সায় ট্রাইয়ের :**

আগামী দিনে ভারতেও আকাশে ওড়ার সময় বিমান থেকে ফোন করা বা নেট ঘাঁটার সুযোগ মিলতে পারে। কারণ, গত ১৯ জানুয়ারি তাদের সুপারিশে এ দু'টি বিষয়েই সায় দিয়েছে টেলিকম নিয়ন্ত্রক ট্রাই। ফলে এদেশে এই সংক্রান্ত নীতি তৈরির পথ বেশ খানিকটা চওড়া হল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এখন বহু আন্তর্জাতিক উড়ানেই

যাত্রীরা ফোন ও নেটের সুবিধা পান। কিন্তু নিরাপত্তার যুক্তিতে ভারতে তা মেলে না। গত বছর বিষয়টি সম্পর্কে ট্রাইয়ের কাছে মতামত চেয়েছিল কেন্দ্রীয় টেলিকম দপ্তর (ডট)। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কথা শুনে এই নীতি তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

ট্রাই বলেছে, ভারতের আকাশেও দেশি-বিদেশি সংস্থার বিমানের কেবিনে ওই দুই পরিষেবার অনুমতি দেওয়া উচিত। যেখানে বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে এখন। তবে সেজন্য যথাযথ নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে নিরাপত্তা। তারা জানিয়েছে, 'এয়ারপ্লেন মোড'-এ ন্যূনতম ৩,০০০ মিটারের উপরে তাতে সায় দেওয়া হোক। তৈরি হোক নেট পরিষেবার জন্য আলাদা গেটওয়ে। তা দেওয়া হোক স্যাটেলাইট পরিষেবা মারফত। যার মাধ্যমে ককপিটে বসে পাইলট বিমান চালান বা এটিসি বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। বিদেশের আকাশে এর মাধ্যমেই বিমান থেকে ওই পরিষেবার সুযোগ পান যাত্রীরা। উল্লেখ্য, বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি ইতোমধ্যেই এই সুবিধা চালু করেছে। যাত্রী তার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কেবিনে থাকা স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করতে পারেন। বিমানের সেই স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ওয়াই-ফাই পরিষেবায় নিজের ফোনেও নেট পরিষেবা পেতে পারেন বা হোয়াটসঅ্যাপ-কল করতে পারেন। কিন্তু ভারতে এসব মেলে না। এখান থেকে ওড়া কোনও আন্তর্জাতিক বিমান এদেশের আকাশসীমা পেরোলে তা দিতে পারে।

● **এইচপিসিএল-এ ওএনজিসি-র লগ্নি :**

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে (এইচপিসিএল) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা ৫১.১১ শতাংশ শেয়ারের পুরোটাই ৩৬,৯১৫ কোটি টাকায় হাতে নেওয়ার কথা ২০ জানুয়ারি ঘোষণা করল ওএনজিসি। আর এর জেরে এই প্রথমবার পূরণ হতে চলেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিলগ্নিকরণ বাবদ রাজকোষ ভরার লক্ষ্যমাত্রা। তেল উত্তোলন সংস্থা ওএনজিসি-র এই অধিগ্রহণ ধরে কেন্দ্রের ভাঁড়ারে বিলগ্নিকরণ খাতে চলতি ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে আসতে চলেছে ৯১,২৫২.৬ কোটি টাকা, যেখানে বাজেটে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির লক্ষ্য ছিল ৭২,৫০০ কোটি টাকা। স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা বিবৃতিতে ওএনজিসি জানিয়েছে, এইচপিসিএল-এর ৭৭.৮ কোটি শেয়ার হাতে নিতে তারা শেয়ারপিছু দর দেবে ৪৭৩.৯৭ টাকা, যা মেটানো হবে নগদে। এর আগের দিন বাজার বন্ধের সময়ে এইচপিসিএল শেয়ারের দামের তুলনায় তা ১৪ শতাংশ বেশি। আর, ৬০ দিনের গড় দামের ১০ শতাংশ উপরে। গত ১৯ জুলাই এইচপিসিএল-এ সরকারের অংশীদারি (৫১.১১ শতাংশ) ওএনজিসি-কে বেচতে নীতিগতভাবে সায় দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি। কেন্দ্রের আশা, এর দৌলতে তৈরি হবে বিপুল আয়তনের তেল সংস্থা। যা টক্কর দিতে পারবে বহুজাতিকগুলির সঙ্গে। সুবিধা হবে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওঠা-পড়া সামলাতেও। এই অধিগ্রহণের জেরে ওএনজিসি-ই হবে প্রথম সংস্থা, যেখানে এক ছাদের তলায় আসবে তেল উত্তোলন ও শোধন। উল্লেখ্য, ভারতে সবচেয়ে বেশি অশোধিত তেল উৎপাদন (৭০ শতাংশ) করে ওএনজিসি, যা বছরে প্রায় ২.২৬ কোটি টন।

খেলা

➢ টি২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরান করলেন দিল্লির তরুণ উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ। ৩৮ বলে ১১৬ রানের ইনিংস খেলে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে এই নজির গড়লেন ঋষভ। সেঞ্চুরি করতে ঋষভ নেন মাত্র ৩২-টি বল। পন্থের ইনিংসটি সাজানো ছিল ১২-টি ছয় এবং ৮-টি চার দিয়ে। টি২০ ক্রিকেটে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড রয়েছে ক্যারিবিয়ান ওপেনার ক্রিস গেলের দখলে। ২০১৩ আইপিএল-এ পুণে ওয়ারিয়ার্সের বিরুদ্ধে ৩০ বলে এই রেকর্ড করেন গেল।

➢ ডোপিংয়ের অভিযোগে ৯ জানুয়ারি ইউসুফ পাঠানকে নির্বাসিত করল বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)। বিসিসিআইয়ের কার্যকরী সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী জানান যে ইউসুফ পাঠান নিজের অজান্তে এমন একটি ড্রাগ নিয়েছে যেটা সাধারণত কাশির সিরাপে পাওয়া যায়। পাঠানের নিজের পক্ষে দেওয়া যুক্তিতে সন্তুষ্ট বোর্ড। গত বছর ১৬ মার্চ নয়া দিল্লিতে বিসিসিআই-এর ডোপ পরীক্ষায় ইউসুফের মূত্রের নমুনা নেওয়া হয়। আর সেই পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে পাঠানের শরীরে টার্বুটালিন রয়েছে, যা কি না ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা)-র দেওয়া তালিকায় নিষিদ্ধ। বিসিসিআই-এর কার্যকরি সম্পাদক আরও জানান সেসব অভিযোগ মেনে নিয়েছেন পাঠান। তিনি জানিয়েছেন ভুল করে তিনি নিজের অজান্তেই নিষিদ্ধ ড্রাগ নিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের ২৭ অক্টোবর বিসিসিআই-এর তরফে চিঠি পান পাঠান। সেই বছরই ১৫ আগস্ট থেকে তার নির্বাসন ধরা হচ্ছে। যে কারণে জানুয়ারিতেই মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন তিনি। আইপিএল-এর নিলামেও দেখা যাবে ইউসুফ পাঠানকে।

➢ দিল্লিকে ৯ উইকেটে হারিয়ে বছরের প্রথম দিন রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল বিদর্ভ। ম্যাচের ফল দিল্লি ২৯৫ ও ২৮০ আর বিদর্ভ ৫৪৭ ও ৩২/১।

➢ নতুন টেনিস মরসুম শুরুটাই সাফল্য দিয়ে করলেন রজার ফেডেরার। দেশের হয়ে জিতে নিলেন হপম্যান কাপের খেতাব। জার্মানির আলেকজান্দার জেরেভ ও অ্যাঞ্জেলিক কেরবের-কে হারিয়ে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই খেতাব জিতলেন রজবার ফেডেরার। তবে এই টুর্নামেন্টে তার দেশ সুইজারল্যান্ডের তৃতীয় খেতাব এটি। গত ৬ জানুয়ারি সিঙ্গলস ম্যাচে জেরেভকে ৬-৭, ৬-০, ৬-২ হারান ফেডেরার। যদিও মেয়েদের সিঙ্গলসে কেরবের-এর বিরুদ্ধে হারতে হয় ও ফেডেরারের সতীর্থ বেলিন্ডা বেনচিচকে। মিক্সড ডাবলসের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে জার্মান জুটিকে হারিয়েই সেরার শিরোপা পেলেন ফেডেরার ও বেলিন্ডা। প্রায় ১৮ বছর আগে ২০০১-এ দেশকে এই টুর্নামেন্টের ট্রফি এনে দিয়েছিলেন ফেডেরার। তখন তার পার্টনার ছিলেন মার্টিনা হিঙ্গিস।

➢ টি২০ সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে হারাল ভারত। গত ২০, ২২ ও ২৪ ডিসেম্বর কটক, ইন্দোর ও মুম্বাইয়ের ম্যাচে যথাক্রমে ৯৩ রান, ৮৮ রান ও ৫ উইকেটে জেতে ভারত। এর মধ্যেই গত ২২ ডিসেম্বর মাত্র ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করলেন রোহিত। সম সংখ্যক বলেই সেঞ্চুরি রয়েছে ডেভিড মিলারের। তার এই রেকর্ড স্পর্শ করলেন রোহিত। এই সেঞ্চুরি সাজানো ছিল ১২-টি বাউন্ডারি ও ৮-টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। শেষ পর্যন্ত ৪৩ বলে ১১৮ রানে আউট হন রোহিত। এই রানে পৌঁছতে ১২-টি বাউন্ডারি ও ১০-টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকান।

➢ বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট দল দক্ষিণ আফ্রিকায় সফররত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে দু'দেশের মধ্যে খেলা হবে ৩-টি টেস্ট, ৬-টি একদিনের ম্যাচ ও ৩-টি টি২০ ম্যাচ। প্রথম দু'টি টেস্টে ভারতকে হারিয়ে সিরিজ শেষ হওয়ার আগেই 'ফ্রিডাম ট্রফি' জিতে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

● **আইসিসি-র টিমে ভারতের তিন মহিলা ক্রিকেটার :**

বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন না হতে পারলেও আইসিসি-র সেরা এগারোতে ঢুকে পড়েছেন ভারতের তিন মহিলা ক্রিকেটার। তিন জনের মধ্যে একমাত্র একতা বিস্তই জায়গা করে নিলেন ওয়ান ডে ও টি২০ দুই দলেই। আইসিসি-র ওমেনস টিম অব দি ইয়ারের ওয়ান ডে দলে জায়গা পেলেন মিতালি রাজ। অল-রাউন্ডার হরমনপ্রীত কাউর রয়েছেন টি২০ দলে। ইংল্যান্ডের হেদার নাইটকে ওডিআই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টেফানি টেলরকে বেছে নেওয়া হয়েছে টি২০ দলের অধিনায়ক হিসেবে। ২০১৬-র ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এই দল বেছে নেওয়া হয়েছে। দুই দলে জায়গা করে নেওয়া ৩১ বছরের একতা বিস্ত এই মুহূর্তে ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিয়ে রয়েছেন ১৪ নম্বরে। টি২০-তে একতার র‍্যাঙ্কিং ১২। ১৯-টি ওডিআই-এ একতার উইকেটের সংখ্যা ৩৪। সেখানে টি২০-তে সাত ম্যাচে ১১।

● **আফগানিস্তানের প্রথম টেস্ট ১৪ জুন ভারতে :**

ভারত-আফগানিস্তান ঐতিহাসিক টেস্ট ১৪ জুন থেকে। সদ্য আইসিসির সম্পূর্ণ সদস্য পদ পেয়েছে আফগানিস্তান। আর প্রথম টেস্ট খেলতে আসছে এই ভারতের মাটিতেই। বেঙ্গালুরুতে প্রথম টেস্ট খেলবে আফগানিস্তান। গত ১৬ জানুয়ারি দুই বোর্ডের কর্তাদের আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত পাকা হয়েছে। গত বছর জুনেই আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড টেস্ট খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। সেই সময়ই সম্পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়া হয় দুই ক্রিকেট খেলিয়ে দেশকে। যার ফলে ১১ ও ১২-তম টেস্ট খেলিয়ে দেশ হিসেবে ক্রিকেট বিশ্বে জায়গা করে নিয়েছে আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। উল্লেখ্য, যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক খেলা হওয়াটা সম্ভব নয়। যে কারণে সম্প্রতি ভারতের মাটিতেই হোম ম্যাচের আয়োজন করেছিল আফগানিস্তান। গ্রেটার নয়ডায় আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ খেলেছিল আফগানিস্তান। গত বছর প্রথম কোনও আফগানিস্তান ক্রিকেটার আইপিএল-এ খেলেছিল। তারা মহম্মদ নবি ও রশিদ খান। এবছর নিলামের জন্য ১৩ জন ক্রিকেটারকে নথিভুক্ত করানো হয়েছে।

● **বিশ্বকাপ জিতে নিলেন ভারতের দৃষ্টিহীন ক্রিকেটাররা :**

দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত। গত ২০ জানুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সুনীল রমেশের ৯৩ রানের লড়াকু ইনিংসের কারণেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের দু' উইকেটে হারাতে পেরেছে ভারত। এদিন প্রথমে ব্যাট করে চল্লিশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৩০৮ রান করে পাকিস্তান। জবাবে দশ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নিলেন সুনীল রমেশরা। ১৯৮৫ সালে শেষবার দৃষ্টিহীনদের এশিয়া কাপ জিতেছিল ভারত। তার পরে ২০১৮ সালে আবার ট্রফি এল ভারতে। ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল বিরাট কোহলির ভারতকে। এবার পাকিস্তানের অন্য এক দলকে হারিয়ে এল বিশ্বকাপ। ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে দেশের ক্রীড়ামহল থেকে আসতে থাকে একের পর এক অভিনন্দন বার্তা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও এসেছে সেরকম বার্তা। ভারতের হেড কোচ রবি শাস্ত্রী থেকে শুরু করে হার্দিক পাণ্ডিয়া, ট্যুইট করেছেন অনেকেই। অভিনন্দন বার্তা এসেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকেও।

● **আইসিসি র‍্যাঙ্কিং :**

ভারতের বিরুদ্ধে দারুণ পারফরম্যান্স করে আইসিসি টেস্ট বোলিং র‍্যাঙ্কিয়ে শীর্ষে উঠে এলেন কাগিসো রাবাডা। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে তার উইকেট পাঁচ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন। ভারতের রবীন্দ্র জাডেজা রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেননি জাডেজা। চারে রবিচন্দ্রন অশ্বিন। পাঁচে জোস হ্যাজেলউড। অন্যদিকে, ব্যাটিংয়ে এক ধাপ নেমে গেলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। বিরাটের তিন নম্বরে নেমে যাওয়ায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন জো রুট। শীর্ষে সেই অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক স্টিভ স্মিথই। স্মিথের পয়েন্ট ৯৪৭। সেখানে বিরাটের পয়েন্ট ৮৮০। চারে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। পাঁচে ভারতেরই চেতেশ্বর পূজারা। অল-রাউন্ডার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রবীন্দ্র জাডেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চারে বেন স্টোকস। পাঁচে ভার্নন ফিলান্ডার। প্রথম টেস্টে ৯ উইকেট নেওয়া ফিলান্ডার বোলিংয়ে ছ'নম্বরে। দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় স্থানে। তিন নম্বরে অস্ট্রেলিয়া। চারে নিউজিল্যান্ড। পাঁচে ইংল্যান্ড।

● **আইসিসি-র ২০১৭-র সেরা একাদশ :**

আইসিসি-র বিচারে ২০১৭-র সেরা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। টেস্ট এবং ওয়ান ডে-র আইসিসি একাদশের অধিনায়কও তিনিই। কোহলির পাশাপাশি সেরা টেস্ট দলে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতের আরও দু'জন। রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং চেতেশ্বর পূজারা। অন্যদিকে, ওয়ান ডে-র সেরা টিমে কোহলি বাদে ভারতীয় দলে রয়েছেন রোহিত শর্মা ও জসপ্রীত বুমরাহ। বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়ে স্যর গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি জেতার পাশাপাশি, বর্ষসেরা একদিনের ক্রিকেটারও হলেন কোহলি। আগের বছর (২০১৬) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)-র সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন আর এক ভারতীয় রবিচন্দ্রন অশ্বিন। আইসিসি জানিয়েছে, ২০১৬-র ২১ সেপ্টেম্বর থেকে গত বছরের শেষ পর্যন্ত খেলা টেস্ট, ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টির পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে বিরাটের ঝুলিতে ছিল ২,২০৩ টিস্ট রান। তার মধ্যে রয়েছে ছ'টি দ্বিশতরান। গড় ৭৭.৮০। টেস্টের পাশাপাশি ওয়ান ডে-তে বিরাটের দাপট দেখা গিয়েছে। সাতটি শতরান-সহ ওয়ান ডে-তে ১,৮১৮ রান করেছেন। গড় ৮২.৬৩। টেস্ট বা ওয়ান ডে-র এই ফর্ম ধরে রেখেছেন টি-টোয়েন্টিতেও। ১৫৩ স্ট্রাইক রেটে তার রান ছিল ২৯৯।

● **জাতীয় স্কুল ভলিবলে সেরা বাংলার মেয়েরা :**

জাতীয় অনূর্ধ্ব ১৪ স্কুল ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলার মেয়েরা। ৬৩-তম জাতীয় স্কুল গেমসের অঙ্গ হিসেবে গত ৮ জানুয়ারি কর্ণাটকের বিজয়পুরায় ওই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। ফাইনাল হয় ১২ জানুয়ারি। গোটা প্রতিযোগিতায় একটি সেটও না হারিয়ে সেরা হয়েছে বাংলার মেয়েরা। মেয়েদের দল চ্যাম্পিয়ন হলেও বাংলার ছেলেরা অবশ্য হতাশ করেছে। এবারের প্রতিযোগিতায় নকআউট রাউন্ডেই উঠতে পারেনি তারা। গ্রুপ লিগে সিবিএসই স্পোর্টস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে জিতলেও তামিলনাড়ু এবং নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির কাছে হেরে বিদায় নেয় তারা। গ্রুপ লিগের ম্যাচে মেয়েরা গুজরাত এবং ছত্তীশগঢ়কে হারায়। কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের কাছে পরাস্ত হয় অন্ধ্রপ্রদেশ। সেমিফাইনালে তারা হরিয়ানাকে উড়িয়ে দেয় ২৫-১৬, ২৫-১২ এবং ২৫-১৪ ব্যবধানে। ফাইনালে বাংলার মুখোমুখি হয় তামিলনাড়ু। সেখানেও কার্যত একতরফা খেলে এই রাজ্যের ছাত্রীরা বাজিমাত করে। তাদের পক্ষে খেলার ফল ২৫-১৮, ২৫-১৫ এবং ২৫-১৬। বিশেষভাবে নজর কেড়েছে দলের অধিনায়ক, হুগলির প্রেরণা পাল-সহ পূজা অধিকারী, উত্তর ২৪ পরগণার পূর্বাংশী চৌধুরী ও জয়তী ঘোষ।

● **১৪ বছর পরে র‍্যাপিড চেসে ফের বিশ্বসেরা আনন্দ :**

বিশ্ব দাবায় ফের একবার নিজের পুরনো ঝলক দেখালেন বিশ্বনাথন আনন্দ। সৌদি আরবের রিয়াধে ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলেন ৪৮ বছরের এই ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। দীর্ঘ ১৪ বছর পর এই খেতাব জিতলেন আনন্দ। তাও আবার একটি গেমও না হেরে। ফাইনালের লড়াইয়ে টাইব্রেকারে তিনি হারিয়ে দিলেন রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার ভ্লাদিমির ফেডোসেভকে। ২০০৩ সালে শেষবার এই চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন আনন্দ। এবারের টুর্নামেন্টের প্রথম থেকেই দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন তিনি। ফাইনালের পাঁচ রাউন্ডের আগে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। শেষ রাউন্ডগুলিতে দুর্দান্ত লড়ে ফাইনালে ফেডোসেভকে ২-০ ব্যবধানে হারান তিনি। টুর্নামেন্টে তিনি হারিয়েছেন বর্তমান বিশ্বসেরা ম্যাগনাস কার্লসেনকেও। র‍্যাপিড বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদকের পরে আবার পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ ব্লিৎজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন ব্রোঞ্জ।

● **পিবিএল চ্যাম্পিয়ন হায়দরাবাদ হান্টার্স :**

প্রিমিয়ার ব্যাডমিন্টন লিগ বা পিবিএল-এর রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে বেঙ্গালুরু ব্লাস্টার্সকে ৪-৩-এ হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হল হায়দরাবাদ হান্টার্স। টুর্নামেন্টের প্রথম চ্যাম্পিয়নকে পেতে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল ব্যাডমিন্টন ভক্তদের। মিক্সড ডাবলসের সেই ম্যাচে বেঙ্গালুরুর কিম সা রাং ও এন. সিক্কি রেড্ডি-র জুটিকে ১৫-১১, ১৫-১২ গেমে হারিয়ে হায়দরাবাদকে জেতালেন সাত্ত্বিকসাইরাজ র‍্যাঙ্কিরেড্ডি ও পিয়া বের্নাডেটের জুটিই। গত ১৪ জানুয়ারি দুই দলের দুই তারকা হায়দরাবাদের ক্যারোলিনা মারিন ও বেঙ্গালুরু ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন তাদের ব্যক্তিগত ম্যাচে জিতেছেন। ভারতের সাই প্রণীতের বিরুদ্ধে 'ট্রাম্প' ম্যাচ খেললেন বিশ্বের এক নম্বর ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকার বিরুদ্ধে ১৫-৮, ১৫-১০ জিতেছেন তিনি। হায়দরাবাদের হয়ে জিতেছেন ক্যারোলিনা মারিনও। বেঙ্গালুরু ব্লাস্টার্সের কার্স্টি গিলমোরকে ১৫-৮, ১৫-১৪ গেমে হারিয়েছেন এই অলিম্পিক্সে জয়ী তারকা। প্রথম ম্যাচ হার দিয়ে শুরু হয়েছিল হায়দরাবাদের। পুরুষদের ডাবলস ম্যাচে হায়দরাবাদের মারকিস কিডো ও সিয়াং-এর বিরুদ্ধে ১৫-৯, ১৫-১০ ডিতেছেন মাথিয়াস বো ও কিম সা রাং-এর জুটি। যদিও ঠিক তার পরের ম্যাচ 'ট্রাম্প' ঘোষণা করে হায়দরাবাদ। পুরুষদের সিঙ্গলসে শুভঙ্কর দে-কে ১৫-৭, ১৫-১৩ হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেন লি হিউন দ্বিতীয়। শেষ ম্যাচ মিক্সড ডাবলসের আগে পর্যন্ত ম্যাচের ফলাফল ছিল ৩-৩। শেষ ম্যাচ জিতে পিবিএল-এ প্রথমবার হায়দরাবাদকে চ্যাম্পিয়ন করলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ ও পিয়া বের্নাডেটের জুটি।

● **জাতীয় শ্যুটিংয়ে নয়া রেকর্ড গড়লেন জিতু রাই :**

জাতীয় শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৫০ মিটার পিস্তলে নতুন রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন জিতু রাই। ৬১-তম জাতীয় প্রতিযোগিতায় গত ২৯ ডিসেম্বর তিরুঅনন্তপুরমে ২৩৩ স্কোর করেন তিনি। ৫০ মিটার পিস্তলে এই রেকর্ড এতদিন ওঙ্কার সিং-এর দখলে ছিল। তার স্কোর ছিল ২২২.৪। এদিন নৌবাহিনীর কর্মীকে টপকে গেলেন অলিম্পিয়ন জিতু। ৫০ মিটার ফাইনালে ব্রোঞ্জ জেতেন সেনাবাহিনীতে তার সহকর্মী জয় সিং। তার স্কোর ১৯৮.৪। জয় ও ওমপ্রকাশের সঙ্গে দলগত বিভাগেও সোনা জিতেছেন জিতু। ১,৬৫৮ পয়েন্ট নিয়ে তারা হারান ভারতীয় বায়ুসেনার দলকে। গত বছর রিও অলিম্পিক্সে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ান জিতু। এবছরের শুরুতে দিল্লিতে বিশ্বকাপে হিনা সিধু-র সঙ্গে জুটি বেঁধে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে সোনা জেতেন। যদিও কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি। ব্রিসবেনে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পান। ৫০ মিটার পিস্তলেও ব্রোঞ্জ জেতেন। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ফের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটালেন জিতু।

● **তৃতীয় খেতাব পেলেন শিব কাপুর :**

প্রায় এগারো বছরে তার এশিয়ান ট্যুর খেতাব এসেছিল সাকুল্যে একটি। গত আট মাসে সেই জয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনটি। বছরের শেষ দিন পাটায়ায় রয়্যাল কাপ জিতে ভারতের গল্ফার শিব কাপুর শেষ করলেন বছর। ২০১৭-এ তিন নম্বর এশিয়ান ট্যুর খেতাব। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে শিব শেষ রাউন্ডে স্কোর করেন চার আন্ডার ৬৭। তার মোট স্কোর দাঁড়ায় ১৪ আন্ডার। তাইল্যান্ডের প্রম মিসাওয়াত শেষ করেন ১৩ আন্ডারে। শুধু শিবের জন্যই নয় আর এক ভারতীয় গল্ফার গগনজিৎ ভুল্লারের জন্যও এই টুর্নামেন্ট দারুণ গেল। গগনজিৎ শেষ করেন তৃতীয় স্থানে। তার স্কোর ১১ আন্ডার ২৭৩। শিব প্রথম এশিয়ান ট্যুর জেতেন ২০০৫-এ। এর পরে তার দ্বিতীয় খেতাব ২০১৭-র এপ্রিলে। কিন্তু গত আট মাসে তিনি সব মিলিয়ে চারটি এশিয়ান ট্যুর ট্রফি পেয়েছেন সঙ্গে দু'টি ইউরোপিয়ান চ্যালেঞ্জ ট্যুর খেতাবও রয়েছে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **পৃথিবীর ওজোন স্তরের ফুটো কমেছে বলল নাসা :**

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের ওজোন স্তর যে উত্তরোত্তর ফুটো হচ্ছিল কয়েক দশক ধরে, তার হার সম্প্রতি অনেকটাই কমেছে। এই প্রথম হাতেনাতে তার প্রমাণ পেয়েছে নাসা। নাসার তরফে জানানো হয়েছে, আমাদের বানানো ক্লোরিনঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি আর তার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় ওজোন স্তর ফুটো হওয়ার হার অন্তত ২০ শতাংশ কমেছে। ওই হারে কমতে থাকলে ২০৬০ থেকে ২০৮০ সালের মধ্যে ওজোন স্তরের ফুটো অনেকটাই কমে যাবে। তখনও যে সামান্য ফুটো থাকবে ওজোন স্তরে, তা পৃথিবীর বাসিন্দাদের পক্ষে আর ততটা বিপজ্জনক হবে না। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার জেরে ক্লোরিনঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য বা ক্লোরোফ্লুরোকার্বনস (সিএফসি'স) তৈরি ও তার ব্যবহার একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রায় এক দশক ধরে। ২০০৫ সাল থেকেই ওজোন স্তার মেপে চলেছে নাসা। এবার ওজোন স্তর মাপা হয়েছে নাসার 'অরা' উপগ্রহ থেকে।

ক্লোরিনঘটিত রাসায়নিক যৌগগুলি বাষ্পীভূত হওয়ার পর জমা হয় বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে। সেখানে সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা অতিবেগুনি রশ্মি ওই ক্লোরিনঘটিত যৌগগুলিকে ভেঙে দেয়। আর তার ফলে বেরিয়ে আসে ক্লোরিন গ্যাসের অণু। সেই ক্লোরিন অণুই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে থাকা ওজোন স্তরটিকে ফুটো করে চলেছে। তার পরিমাণ যত বেড়েছে, ওজোন স্তরের ফুটোটাও বেড়েছে ততটাই। ওই ওজোনই অতিবেগুনি রশ্মি ও মহাজাগতিক রশ্মিকে পৃথিবীতে ঢুকে পড়তে দেয় না। অতিবেগুনি ও মহাজাগতিক রশ্মি পার্থিব প্রাণের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ওজোনের স্তরে ফুটো বাড়ছিল বলে অতিবেগুনি ও মহাজাগতিক রশ্মি বেশি করে ঢুকে পড়তে শুরু করেছিল পৃথিবীতে। কিন্তু এবার ওজোনের স্তরে সেই ফুটো কমার স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে বলে নাসা জানিয়েছে। ফলে, অতিবেগুনি ও মহাজাগতিক রশ্মি কম ঢুকবে পৃথিবীতে।

● **এল নিনো দুর্বল, তবু ২০১৭-য় অতিরিক্ত গরম :**

'এল নিনো' থাকলে তাপমাত্রা চড়চড়িয়ে বাড়বে, ঘনঘন ঘূর্ণিঝড় হবে, ঋতুচক্র পুরো ওলটপালট হয়ে যাবে—এটাই রীতি। এল নিনো দুর্বল হওয়া মানে জলবায়ুর স্বাভাবিক ছন্দে ফেরা। ২০১৭ সালের

আবহাওয়া কিন্তু প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক নিয়মকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। আবহবিদেরা বলছেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম হল, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল থেকে উষ্ণ সমুদ্রের জল পশ্চিমে সরে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া উপকূলের কাছে। এর উলটো প্রক্রিয়াটাই 'এল নিনো'। এর ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের যে-অংশের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকার কথা, সেটি উষ্ণ হতে শুরু করে। সমুদ্রের সেই অতিরিক্ত তাপ নির্গত হয় সমুদ্রপৃষ্ঠের বাতাসে। তার জেরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। অর্থাৎ এল নিনো হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে আবার এল নিনো দুর্বল হলে কমবে উষ্ণায়নও। কিন্তু এবছর সেখানেই উলটো পথে হেঁটেছে প্রকৃতি।

আবহবিদেরা বলেন, এল নিনো দুর্বল হলে যে বিপরীত প্রক্রিয়া তৈরি হয়, তার নাম 'লা নিনা'। তাদের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল, লা নিনার প্রভাবে উষ্ণায়নের প্রভাব কমবে ২০১৭-য়। কিন্তু পূর্বাভাস মেলেনি। আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা বলছে, এল নিনো সক্রিয় না হওয়া সত্ত্বেও ২০১৭ সাল এখনও পর্যন্ত (১৮৮০ সাল থেকে হিসেব ধরে) দ্বিতীয় উষ্ণতম বছর বলে চিহ্নিত হয়েছে। এর আগে শুধু রয়েছে ২০১৬। মার্কিন আবহাওয়া গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নোয়া)-র তথ্য অনুযায়ী ২০১৬, ২০১৫ সালের পরে ২০১৭ সাল তৃতীয় উষ্ণতম বছর। নাসা এবং নোয়ার গবেষকদের মন্তব্য, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে এল নিনো সক্রিয় ছিল। ওই দু'বছর উষ্ণায়নের তালিকায় প্রথম সারিতে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ২০১৭ সালে কীভাবে বিশ্ব জুড়ে তাপমাত্রা এতটা বাড়ল, সেটাই গবেষণার বিষয় বলে মনে করছেন ওই গবেষকেরা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **ইসরোর ১০০-তম উপগ্রহের উৎক্ষেপণ সফল :**

মহাকাশে পাড়ি দিল ইসরোর ১০০-তম উপগ্রহ। গত ১২ জানুয়ারি শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফল উৎক্ষেপণ হয় উপগ্রহ বহনকারী রকেট পিএসএলভি-সি ৪০-র। ৬-টি দেশের ৩১-টি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে পিএসএলভি-সি ৪০। ৩১-টি উপগ্রহের মধ্যে রয়েছে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী ভারতের 'কার্টোস্যাট-২' সিরিজের একটি উপগ্রহ। এছাড়া ১০০ কেজি ওজনের একটি মাইক্রো এবং ১০ কেজি ওজনের একটি ন্যানো উপগ্রহও পাঠানো হয়েছে। বাকি ২৮-টির মধ্যে রয়েছে কানাডা, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, কোরিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকার উপগ্রহ। ৩১-টি উপগ্রহের মোট ওজন ১, ৩২৩ কিলোগ্রাম। এটি পিএসএলভি-র ৪২-তম মিশন। উৎক্ষেপণ থেকে শুরু করে কক্ষে পৌঁছতে পিএসএলভি-সি ৪০-র সময় লাগবে ২ ঘণ্টা ২১ মিনিটের মতো, জানিয়েছে ইসরো। দু'টি কক্ষপথে পাঠানো হবে উপগ্রহগুলোকে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৫৫০ কিলোমিটার দূরত্বে ৩০-টি এবং ৩৫৯ কিলোমিটার দূরত্বে আর একটি উপগ্রহকে পাঠানো হবে। তাই এই মিশনটাকে চ্যালেঞ্জিং বলছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। শুধু তাই নয়, ইসরোর দীর্ঘতম মিশনগুলোর মধ্যে অন্যতম এই মিশন। ২০১৭-র আগস্টে পিএলএলভি-সি ৩৯ রকেটের মাধ্যমে নেভিগেশন উপগ্রহ আইআরএনএসএস-১ এইচ পাঠিয়েছিল ইসরো। কিন্তু সেই মিশন ব্যর্থ হয়। সেই মিশনের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মাথায় রেখেই এবার আরও ভালোভাবে তৈরি হয়ে এই মিশন সফল করতে উদ্যোগী হয়েছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা।

● **দেশের দ্রুততম সুপার কম্পিউটার :**

পুণের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল মিটিওয়োরোলজি (আইআইটিএম)-এ বসল দ্রুততম সুপার কম্পিউটার। নাম 'প্রত্যুষ'। দেশের মধ্যে এটাই প্রথম। গত ৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন এই দ্রুততম ও 'মাল্টি-পেটাফ্লপ' সুপার কম্পিউটারের উদ্বোধন করেন। এই হাই পারফরম্যান্স কম্পিউটিং (এইচপিসি) সুবিধা শুধু পুণের আইআইটিএম পাবে তা নয়। এর সুবিধা পাবেন দেশের প্রতিটি মানুষ। কারণ, এর ফলে আরও ভালোভাবে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে বলে আইআইটিএম-এর তরফে জানানো হয়েছে। বৃষ্টি, সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, বাতাসের গতিবেগ, বজ্রপাত, বন্যা, খরা, ঠাণ্ডা-গরম সমেত যেকোনও বিষয়ে আরও উন্নত পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে বলে আইআইটিএম-এর তরফে জানানো হয়েছে।

প্রয়াণ

● **জন ইয়ং :**

ছ'বার মহাকাশ সফরের রেকর্ড ছিল তার ঝুলিতে। পাক খেয়েছেন, হেঁটেছেন চাঁদে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার সঙ্গে টানা ৪২ বছর যুক্ত থাকার পরে ৮৭ বছর বয়সে মারা গেলেন কিংবদন্তি মার্কিন নভশ্চর জন ইয়ং। নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে ছিলেন নেভি পাইলট। নাসায় যোগ দেন ১৯৬২ সালে। নাসার নভশ্চর বাছাইয়ের দ্বিতীয় দফার পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন তিনি। এর পরে চেপে বসেন 'জেমিনি৩'-এ। সেই প্রথম মানুষ নিয়ে মহাকাশ পাড়ি জেমিনি-র। ১৯৮১ সালে প্রথম মহাকাশ ফেরিযানে দলকে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চাঁদে পাড়ি দিয়েছিলেন দু'বার। ১৯৬৯ সালে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেছিল 'অ্যাপোলো-১০'। সেই দলে ছিলেন তিনি। পরে ১৯৭২ সালে 'অ্যাপোলো-১৬' অভিযানে চাঁদের মাটিতেও পা রাখেন তিনি।

● **চণ্ডী লাহিড়ী :**

বাঙালির কার্টুনচর্চার একটা অধ্যায় শেষ হল। গত ১৮ জানুয়ারি মারা গেলেন কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮। গত কয়েক দিন ধরেই অসুস্থ চণ্ডীবাবু হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই তিনি মারা গিয়েছেন। নদিয়া জেলার নবদ্বীপে ১৯৩১-এর ১৬ মার্চ জন্মেছিলেন চণ্ডী লাহিড়ী। যে বছর দেশ স্বাধীন হয়, সেই ১৯৪৭-এ তিনি স্কুল ফাইনাল পাস করে কলেজে ভর্তি হন। এর পর ১৯৫২ সালে তিনি 'দৈনিক লোকসেবক' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন। আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে যোগ দেন ১৯৬২ সালে। প্রায় ২০ বছর এই গোষ্ঠীতেই কার্টুনিস্ট হিসাবে কাজ করেছেন। কার্টুন এবং কার্টুনিস্টদের নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন চণ্ডীবাবু। ছোটোদের 'মিচকে', 'নেংটি'-র পাশাপাশি বড়োদের জন্য তার লেখা 'বিদেশিদের চোখে বাংলা', 'চণ্ডীর চণ্ডীপাঠ', 'বাংলা কার্টুনের ইতিহাস' বাঙালির কাছে সমাদৃত হয়েছে। তার মেয়ে তৃণা লাহিড়ী নিজেও একজন পেপারকাটিং শিল্পী।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী
(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

স্বচ্ছ ভারত মিশন : ২০১৭ সালের মাইলফলক

সকলকে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচব্যবস্থার আওতায় আনা ও সর্বজনীন পরিচ্ছন্নতার প্রসার বৃদ্ধির প্রয়াসে গতি সঞ্চার করতে মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশনের সূচনা করেন। লক্ষ্য, গান্ধীজীর সার্ধশতবর্ষে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা জানাতে ২০১৯ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে 'উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন' (Open Defecation Free—ODF) "স্বচ্ছ ভারত" গড়ে তোলা।

দেশকে 'উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন' করে তোলার লক্ষ্যপূরণে প্রধান হাতিয়ার 'অভ্যাস পরিবর্তন'। সেজন্যই Information, Education and Communication (IEC), অর্থাৎ, 'তথ্য, শিক্ষা ও প্রচার'-এর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য নির্দেশিকা ও নানা জনশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রচার চলছে জোরকদমে। ২০১৫ সালে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত নির্দেশাবলী (Menstrual Management Guidelines) ও ২০১৭ সালে লিঙ্গ বিষয়ক নির্দেশাবলী (Gender Guidelines) জারি করা হয়।

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর সূচনালগ্নে স্বাস্থ্যবিধানের প্রসার (Sanitation Coverage) ছিল ৩৮.৭০ শতাংশ অঞ্চলে। ২০১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই পরিসংখ্যান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪.১৫ শতাংশে।

● **স্বচ্ছ ভারত মিশন-স্বচ্ছতার কর্মকাণ্ডে সকলকে শামিল করা :**

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর সমস্ত দায়দায়িত্বের পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত গড়ার লক্ষ্যে নেওয়া অন্যান্য সব উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রকের উপর ন্যস্ত। এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রক বাকি সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, অ-সরকারি সংস্থা, ধর্মীয় সংগঠন, গণমাধ্যম ও অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। স্বচ্ছতার দায়িত্ব শুধু সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির উপরই বর্তায় না—এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী সকলকে স্বচ্ছতার কর্মকাণ্ডে শামিল হওয়ার জন্য যে ডাক দিয়েছিলেন, তার সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মন্ত্রক এই পন্থা অবলম্বন করেছে। এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একগুচ্ছ বিশেষ উদ্যোগ ও প্রকল্প চালু হয়েছে। সব তরফের

অংশীদারদের মধ্যে যে তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে তা অবশ্যই অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

● **স্বচ্ছতা পক্ষ :**

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম বার 'স্বচ্ছতা পাখওয়াড়া' বা স্বচ্ছতা পক্ষ আয়োজিত হয়। দু'সপ্তাহব্যাপী এই কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও কার্যকলাপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তরগুলি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শামিল হয়। পূর্ব-নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী স্বচ্ছতা পক্ষের বার্ষিক কর্মসূচি ও কার্যকলাপ আগেভাগেই ঠিক করে নেয় মন্ত্রকগুলি।

● **নমামি গঙ্গে :**

নমামি গঙ্গে প্রকল্প কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের একটি উদ্যোগ। গঙ্গার তীরে অবস্থিত গ্রামগুলিকে 'উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের

রেওয়াজবিহীন' করে তোলা, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার মতো বিষয়গুলি মন্ত্রকের আওতাধীন। উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের ৫২-টি জেলার মোট ৪৪৭০-টি গ্রামের প্রতিটিকে 'উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সহযোগিতাও পায়। বর্তমানে 'জাতীয় স্বচ্ছ গঙ্গা মিশন'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রক গঙ্গার তীরে অবস্থিত ২৪-টি গ্রামকে 'গঙ্গা গ্রাম'-এ রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

● স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা :

স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা বা Swachhata Action Plan (SAP) স্বচ্ছতা সংক্রান্ত একটি অভিনব আন্তঃমন্ত্রক প্রকল্প। এটি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের বাস্তবায়নের উদাহরণস্বরূপ। সব ক'টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/দপ্তরই নিজেদের বাজেটে এসংক্রান্ত বরাদ্দের জন্য যথোপযুক্ত সংস্থান করেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এর জন্য বাজেটে আলাদাভাবে একটি খাত সৃষ্টি করেছে। স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে রূপায়িত হয়। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে ৭৭-টি মন্ত্রক/দপ্তর মিলিয়ে এই কর্মপরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ ১২৪৬৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা।

● স্বচ্ছ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থল :

পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক উদ্যোগ নিয়ে দেশের ১০০-টি "iconic" (ধর্মীয় অথবা/এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ) স্থানকে পরিচ্ছন্ন করার তথা স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। এই Swachh Iconic Places (SIP) প্রকল্পের জন্য পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রকের নেতৃত্বে নগরোন্নয়, পর্যটন ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রকগুলি হাত মিলিয়েছে। এপর্যন্ত প্রথম দু'টি পর্যায়ে ২০-টি স্থলে কাজ আরম্ভ হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট সংস্থা এইসব জায়গায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে।

● স্বচ্ছ শক্তি (৮ মার্চ, ২০১৭) :

২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে, অর্থাৎ, ৮ মার্চ, গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে 'স্বচ্ছ শক্তি' আয়োজিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সমবেতদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। সমবেতদের মধ্যে অন্যতম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ হাজার মহিলা প্রধান থেকে শুরু করে দেশের নানান জায়গার তৃণমূল স্তরের কর্মীবৃন্দ। গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছ ভারত রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য 'স্বচ্ছতা চ্যাম্পিয়ান'-দের সম্মানিত করা হয় এই অনুষ্ঠানে।

● 'স্বচ্ছ সংকল্প থেকে স্বচ্ছ সিদ্ধি' প্রতিযোগিতা (১৭ আগস্ট-৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭) :

দামামা বাজিয়ে ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তার আহ্বানে 'সংকল্প থেকে সিদ্ধি'-র মাধ্যমে নোংরা-আবর্জনা মুক্ত ভারত গড়তে শপথ নিয়েছে গোটা দেশ। এই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে, স্বচ্ছতাকে গণ-আন্দোলনরূপে সফল করে তুলতে ২০১৭ সালের ১৭ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রক সারা দেশজুড়ে চলচ্চিত্র, প্রবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

● গণমাধ্যমে 'দরজা বন্ধ' প্রচারাভিযান :

অভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে 'দরজা বন্ধ' শীর্ষক জোরদার প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। হিন্দি-সহ ৯-টি ভাষায় ৫-টি টিভি ও রেডিও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুরুষদের মধ্যে শৌচালয়ের ব্যবহার বজায় রাখতে সারা দেশজুড়ে প্রচার করছেন স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন।

● স্বচ্ছতাই সেবা (১৫ সেপ্টেম্বর-২ অক্টোবর, ২০১৭) :

২০১৭-র ২৭ আগস্ট সম্প্রচারিত 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে শ্রমদানের ডাক দেন। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবরের মধ্যে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত কার্যকলাপে গতি সঞ্চার করতে তিনি আহ্বান জানান অ-সরকারি সংস্থা, স্কুল, কলেজ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বেসরকারি ক্ষেত্র, সরকারি কর্মচারী, জেলাশাসক ও পঞ্চায়েত প্রধানদের কাছে। 'স্বচ্ছতাই সেবা' বা Swachhata Hi Seva (SHS) অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে বারাণসীর শাহেনশাহপুর গ্রামে শৌচালয় নির্মাণের কাজে শ্রমদান করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তিনি মন্তব্য করেন যে, "স্বচ্ছতাকে অভ্যাস বানাতে হবে, কারণ দেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা সবাই সামগ্রিকভাবে দায়বদ্ধ।"❑

উন্নয়নের রূপরেখা

"স্ফূর্তি" অ্যাপ

রেলপথ মারফত পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা আরও সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে এবং কঠোর নজরদারি চালানোর জন্য সম্প্রতি রেল মন্ত্রক "স্ফূর্তি' (Smart Freight Operation Optimization & Real Time Information বা SFOORTI) নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে। Geographic Information System (GIS)-এর মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের তাৎক্ষণিক হালহকিকত বা কোনও নির্দিষ্ট সময়ে পাঠানো মালপত্র যাত্রাপথের ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, সেই অবস্থান জানা যায় এই অ্যাপ মারফত। এবার আসা যাক "স্ফূর্তি" অ্যাপের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রসঙ্গে : ● Geographic Information System (GIS)-এর সাহায্যে মালগাড়ি বা পণ্যবাহী ট্রেনের যাতায়াতের উপর নজর রাখা যায়; ● Single GIS View-এর মাধ্যমে একই সঙ্গে একাধিক জোন/ডিভিশান/সেকশানজুড়ে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেনের অবস্থানের উপর নজরদারি চালানো সম্ভব; ● সামগ্রিকভাবে রেলের পণ্য পরিবহণ ব্যবসার উপর নজর রাখা যায়; ● বিভিন্ন জোন/ডিভিশানে মালপত্র ও যাত্রী পরিবহণ সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্ভব; ● পণ্য চলাচল ও যাত্রী পরিবহণের পরিসরের কোথায় কোথায় নতুন করে বাড়বৃদ্ধি হচ্ছে আর কোথায় কোথায় তা আগের তুলনায় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, সেই হিসাবপত্রের হদিশ ও বিশ্লেষণ; ● রেল যত রকম পণ্য পরিবহণ করে থাকে, একটি এক-জানালা ব্যবস্থার মাধ্যমে এক নজরে সেসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যানের হদিশ; ● স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে এক মাথা থেকে অন্য মাথা (যেখানে মালপত্র রেলে চড়ানো হচ্ছে আর যেখানে গিয়ে তা খালাস করা হচ্ছে) পর্যন্ত রেক যাতায়াতের সামগ্রিক গতিবিধির হালহকিকত; ● যাত্রাপথে যেখানে যাত্রীসাধারণ ও পরিবাহিত মালের রুট পরিবর্তন ঘটে, সেই নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে, যেমন জংশন স্টেশন ইত্যাদিতে, আনুমানিক ট্রাফিকের ভিত্তিতে দৈনিক পারফরম্যান্সের মূল্যায়ন; ● কী পরিমাণ পণ্যসামগ্রী চড়ানো হচ্ছে তথা মালগাড়ি, রেললাইন ইত্যাদি ফ্রেট সম্পদের সদ্ব্যবহারের নিরিখে পৃথকভাবে প্রত্যেকটি জোন ও ডিভিশানের পারফরম্যান্সের মূল্যায়ন; ● জোন, ডিভিশান, সেকশান অনুযায়ী আলাদা করে পারফরম্যান্স যাচাইয়ের দরুন যাত্রী চলাচলের রুট নির্ধারণ করতে সুবিধা হয়; ● রেকগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাতে যথাসম্ভব বেশি বার ব্যবহার করা যেতে পারে সেজন্য Freight Terminal ও Sidings-এর ওপর আরও ভালোভাবে নজরদারি চালানো যাবে।

দ্বাদশ পরিকল্পনা সমাপ্তির পরও 'এম.পি. ল্যাড প্রকল্প' অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে অর্থনীতি বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'সংসদ সদস্যদের স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' বা এম.পি. ল্যাড-কে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের মেয়াদ, অর্থাৎ, ৩১.০৩.২০২০ তারিখ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বছরে ৩,৯৫০ কোটি টাকা করে ব্যয় হবে। আগামী তিন বছরে এই খাতে ব্যয় করা হবে মোট ১১,৮৫০ কোটি টাকা। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বছরে আরও অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হবে, যা দিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় কার্যসম্পাদনের উপর এক বা একাধিক স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে নজরদারির কাজ চালানো হবে এবং রাজ্য ও জেলার সরকারি আধিকারিকদের দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এম.পি. ল্যাড প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথি পাওয়ার পর জেলার নোডাল কর্তৃপক্ষকে এই তহবিলের অর্থ প্রদান করা হয়। এম.পি. ল্যাড প্রকল্পের অধীনে দেশের সর্বত্র স্থানীয় এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী পানীয় জল, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, সড়কের মতো ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হওয়ার ফলে উপকৃত হন এলাকার সাধারণ নাগরিকরা। এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পটির সূচনা হয় ১৯৯৩-'৯৪ সালে। তারপর থেকে ২০১৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত এম.পি. ল্যাড তহবিলের ৪৪,৯২৯.১৭ কোটি টাকা ব্যয় করে মোট ১৮,৮২,১৮০-টি কার্য সম্পাদিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উদারীকরণের পরিসর বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নীতির সাপেক্ষে একাধিক সংশোধনে অনুমোদন দেয়। এদেশে ease of doing business বা বাণিজ্য করা আরও সহজ করতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নীতি আরও উদার ও সহজসরল করাই এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য। এর ফলস্বরূপ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, লগ্নি বাড়ার ফলে বাড়বে কর্মসংস্থান ও আয়। এই সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য : ● একক ব্র্যান্ডের খুচরা ব্যবসায় automatic route (যেক্ষেত্রে সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আগাম অনুমোদন ছাড়াই প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্ভব) মারফত ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের পথ খোলা; ● নির্মাণশিল্পের বিকাশেও ওই রুটে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ; ● এয়ার ইন্ডিয়াতে ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত লগ্নি করতে পারবে বিদেশি উড়ান সংস্থা (approval route—যেক্ষেত্রে সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আগাম অনুমোদন প্রয়োজন); ● Primary Market-এর মাধ্যমে Foreign Portfolio Investor (FPI)/Foreign Institutional Investor (FII) শ্রেণির বিদেশি লগ্নিকারী বা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলি Power Exchange-এ বিনিয়োগ করতে পারবে; ● প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নীতিতে 'medical devices'-এর সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে।

ঋণ-ব্যতীত উপায়ে অর্থ জুগিয়ে দেশের আর্থিক বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তির পথ আরও মসৃণ করতে সরকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লগ্নিকারী-বান্ধব নীতি প্রণয়ন করেছে। এর আওতায়, বেশিরভাগ কর্মকাণ্ড বা ক্ষেত্রেই automatic route মারফত ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের পথ খোলা। সাম্প্রতিককালে প্রতিরক্ষা, নির্মাণশিল্প ক্ষেত্রে বিকাশ, বিমা, পেনশন, অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা, সম্প্রচার, অসামরিক বিমান পরিষেবা, ওষুধপত্র (ফার্মাসিউটিকালস), ট্রেডিং-এর মতো একাধিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের নিরিখে নীতিগত সংস্কার আনা হয়।

সরকারের এসব পদক্ষেপের দরুন এদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অঙ্কটা বেড়েছে। ২০১৩-'১৪ সালে মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের আওতায় নতুন করে ৩৬.০৫ বিলিয়ান মার্কিন ডলার লগ্নি করা হয়। সেই তুলনায় পরবর্তীকালে এধরনের বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে ২০১৪-'১৫ সালে ৪৫.১৫ বিলিয়ান মার্কিন ডলার ও ২০১৫-'১৬ সালে ৫৫.৪৬ বিলিয়ান মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নজির সৃষ্টি হয়, লগ্নি হয় ৬০.০৮ বিলিয়ান মার্কিন ডলার।❑

WBCS - 2018 মেনস্ : এবার শুরু আসল লড়াই

২৮ শে জানুয়ারী আয়োজিত হল ডব্লুবিসিএস-২০১৮-র প্রিলি পরীক্ষা। বিগত কয়েক মাস/বছরের শ্রম সাধনাকে উজাড় করে দিয়ে আসতে হয়েছে ওএমআর শীটের আটশোটি খোপে। প্রশ্নের ধরন বা কাঠিন্য যাই হোক না কেন, সকলের জিজ্ঞাস্য এখন একটাই — কাট অফ ! মিলিয়ন ডলার এই প্রশ্নটি আর এখন শুধু মুখে মুখে ফিরছে না, প্রশ্নটির বিপুল স্রোত আছড়ে পড়ছে ফেসবুক, টুইটার ও হোয়াটস্-অ্যাপেও।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলা যায়, প্রিলি এক অতীত ঘটনা, উত্তর মেলানো বা কাট অফ জানা কিংবা প্রিলি পাশ করছি কি না — এ সমস্ত বিষয়ের ওপর মেনসের প্রস্তুতি থমকে থাকতে পারে না। কেউ যদি ভেবে থাকে প্রিলি পাশের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তবেই মেনসের প্রস্তুতি শুরু করব — সে অবশ্যই মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। প্রিলি পাশের নিশ্চয়তা থাক বা না থাক, মেনসের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আজ থেকে, এখন থেকেই। মনে রাখতে হবে প্রিলি হল 'এলিমিনেশন টেষ্ট', আর মেনস হল 'সিলেকশন টেষ্ট'। অর্থাৎ চাকরি লাভের আসল লড়াই শুরু মেনস থেকে। বাড়িতে বসে গাইডেন্সহীন খাপছাড়া প্রস্তুতি একচান্সে মেনসে কাঙ্খিত সাফল্য আনতে পারবে না। এখানে সাফল্যের জন্য চাই নিখুঁত পরিকল্পনা সহযোগে এক নাগাড়ে বুদ্ধিদীপ্ত প্রস্তুতি। দিন রাত এক করে শুধু পড়ে গেলেই চলবে না, পড়ার পাশাপাশি নিজের মগজটাকেও ব্যবহার করতে হবে। জানতে হবে মেনসের প্রশ্ন কোথা থেকে আসে, কুল কিনারাহীন অথৈ সিলেবাসে ডুব দিয়ে মণিমুক্তোর মতো তুলে আনতে হবে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয় বা টপিকগুলিকে। পড়তে হবে কম, বাদ দিতে হবে বেশী। পরিশ্রম করতে হবে কম, ভাবতে হবে বেশী। **হার্ড ওয়ার্ক নয়, দরকার স্মার্ট ওয়ার্ক**।

WBCS-2018 মেনস্-এর ক্লাস শুরু
17 ই ফেব্রুয়ারী 2018 থেকে

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে শুধুমাত্র ডব্লুবিসিএস্ পড়ানো হয়। অর্থাৎ এই সংস্থা ডব্লুবিসিএস্ এর ব্যাপারে স্পেশালাইজড্ বলা যায়। ডব্লুবিসিএস্ টপাররা এখানে ক্লাস নেন। এখানকার নোটস উন্নত মানের, যেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন কমন পাওয়া যায়। সুতরাং আর দেরি নয়, এই বছরের অন্তত একটা চাকরি নিশ্চিত করতে চাইলে আজই যোগদান করতে হবে **ডব্লুবিসিএস্ ২০১৮ এর 'মেনস ব্যাচে'**। এই ব্যাচটি খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। এই ব্যাচের ক্লাসরুম গাইডেন্স চলবে মেনস পরীক্ষার আগে পর্যন্ত, নেওয়া হবে ৫০টি ক্লাসটেস্ট এবং প্রায় ২৫ টি মকটেস্ট। ক্লাসরুম গাইডেন্স একদিকে মেন পরীক্ষার্থীদের টার্গেটেড প্রিপারেশন এ সাহায্য করবে, অপর দিকে উন্নত মানের মকটেস্ট প্রার্থীদের পারফরমেন্স কে বহুলাংশে ইমপ্রুভ করবে, ফলে প্রার্থীরা পরীক্ষার খাতায় নিজের সেরাটা দিয়ে আসতে পারবে। **তোমাদের একটি সঠিক পদক্ষেপ এবং আমাদের এক্সপার্ট গাইডেন্সের যুগপৎ প্রয়াসে অতি সহজেই আসবে তোমাদের সাফল্য, এবারেই**।

Practice Set for WBCS Mains-2018

Academic
TEST SERIES FOR MAINS

- Practice Set with Answer & Explanation
- Model Set on English & Bengali with Answer
- Suggestive MCQ on S & T and EVS
- Current Affairs Update for Mains-2018
- 700+ Current Affairs MCQ
- Strategy for Success by WBCS Toppers

To be published on : 27th April 2018
✆ 8599955633, 9038786000

WBCS - 2018
মেনস্ মকটেস্ট

ডব্লুবিসিএস অফিসার হওয়ার স্বপ্নপূরণের আসল লড়াই শুরু হয় মেনস্ থেকে। মেনসের প্রতিটি নম্বর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মাত্র পড়লে কিংবা অনুশীলন করলে চলে না। নিজের অধিক জ্ঞানকে সর্বোত্তম ভাবে পরীক্ষার খাতায় উজাড় করে দিতে হলে বারংবার মকটেস্ট দেওয়া দরকার। সঠিক প্রস্তুতি এবং উচ্চমানের মকটেস্ট আপনার পারফরমেন্সকে নিখুঁত করে তুলে সর্বোচ্চ নম্বর নিশ্চিত করতে পারে।

কোর্সটিতে আছে — ● প্রতিটি বিষয়ের ১০০ নম্বরের প্রায় ২০টি মকটেস্ট ● ৪০-৫০ টি ক্লাসটেস্ট ● কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সম্পূর্ণ নোটস্ ● S & T এবং EVS এর নোটস্ ● সামিম স্যারের স্ট্র্যাটেজী ক্লাস

মকটেস্ট শুরু হবে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

H.O : The Self Culture Institute 53/6 College Street
(College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in

✆ 9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

February, 2018
R.N.I. No. 19740/69

Coming Soon

Ek Bharat Shreshtha Bharat

INDIA 2018

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

BOOK NOW

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।